www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

কোরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে

শবে বারাআত, শবে কদর ও মাহে রমজান

ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

লেখক পরিচিতি

ড. মাওলানা এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার ডাটরা শিবপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৬৩ সালের ১লা মার্চ মোতাবেক ২৩ ফাল্গুন ও ২৫ রমযান শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দেশ বরেণ্য আলেম মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হক। মাতা মরহুম রাজিয়া বেগম। পিতা মাওলানা আব্দুল হক দীর্ঘদিন চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার মানুরী ইসলামীয়া সিনিয়র মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেন। ড. মাহবুব নিজগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর মানুরী ইসলামীয়া সিনিয়র মাদরাসা থেকে দাখিল, আলিম, ফাযিল উত্তীর্ণ হন। ১৯৮১ সালে ঢাকা আলীয়া মাদরাসা থেকে কামিল হাদীস ২য় স্থান এবং ১৯৮৩ সালে ফিকহ্ পরীক্ষায় ১ম স্থান লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে অনার্স ও এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৫ সালে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। কর্মজীবনে ঢাকা মিরপুরের কাজীপাড়া সিদ্দীকীয়া সিনিয়র মাদরাসার উপাধ্যক্ষ ইরানের রেডিও তেহরানের বাংলা বিভাগের অনুবাদক, উপ-পরিচালক ও ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন এবং একই সাথে তিনি তেহরানের জুমার খতিব ছিলেন। এরপর ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের ফিল্ম সেকশনে অনুবাদ ও গবেষণার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ঢাকার তেজগাঁও মদীনাতুল উলুম মহিলা কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস ও উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। এরই সাথে এশিয়ান ইউনির্ভারসিটি অব বাংলাদেশের খন্ডকালীন অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে মরহুম মাওলানা এম.এ. মান্নান (র.) এর স্মৃতি বিজড়িত ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল (এম.এ.) মাদরাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। সাংগঠনিক জীবনে জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার ঢাকা আলিয়া শাখার সভাপতি, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল ও কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ইসলামী যুব আন্দোলনের সেক্রেটারী জেনারেল এবং ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মুদাররেসীনের যুগ্ম মহাসচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন। কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে দিয়েও তার লিখিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দশ ও প্রকাশিতব্য গ্রন্থের সংখ্যা ৩০। ফার্সী ও আরবী ভাষা থেকে ১৩টি ইরানী ফিল্ম ও ২টি সিরিয়াল BTV (বাংলাদেশ টেলিভিশনে) তে প্রচার হয়েছে। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে তার রচিত দাখিল ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম শ্রেণীর আত্ তাওহীদ ওয়াল ফিকহ্ বিষয়ক ৩টি গ্রন্থ পাঠ্য হিসেবে চালু রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হল-

- ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপন কিও কেন।
- শবে বরাত, শবে কদর ও রমযানুল মোবারক।
- ত্রিশ রমযানের ত্রিশ দোয়া ও মাহে রমযানের জরুরী মাসায়েল।
- ফার্সী, বাংলা ও ইংরেজী অভিধান।
- মদীনার জামাতের হাদীয়া শরীফ।
- সিররে হক জামে নূর (অনুবাদ গ্রন্থ)।
- কিবরিতে আহমার (অনুবাদ গ্রন্থ)।

এ ছাড়াও খতমে নবুওয়াত, আলাউদ্দীন সিমনানী ও মাওলানা আব্দুল গফুর (র.) এর জীবন ও কর্ম শিরনামে ৩টি গবেষণা প্রবন্ধ ইসলামীক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তাঁর প্রকাশিতব্য ৩০টি গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল

- গাউসুল আযম (র.) এর পবিত্র জীবন ও কাসীদায়ে গাউসুল আজম।
- ইসলামী নীতি বিজ্ঞান।
- তা'লিমূল কুরআন ও তাজবীদ (৫মখণ্ড)
- ইলমে হাদীসের দশ নক্ষত্র।
- বুস্তানুল আম্বিয়া।
- ছহীহ্ শমসুল আরেফীন (অনুবাদ গ্রন্থ)
- নামাযের পরে হাত তুলে দোয়া করা সুন্নাত।
- আল্লাহকে পাওয়ার একশ মনযিল।

এছাড়াও কর্ম জীবনে তরীকতের খেলাফত প্রাপ্ত হিসেবে দেশ বিদেশে বহু খানকা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন। এ সকল কর্মের মাঝে সমাজে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব সমূহের গবেষণামূলক ইলমী সমাধানের জন্য অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পবিত্র শবে বরাত গ্রন্থটি এ কর্মধারার একটি অংশ।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে

পবিত্র শবে বারাআত, শবে কুদর ও রমযানুল মুবারক

ড. মাওলানা এ.কে. এম. মাহবুবুর রহমান

প্রকাশনায়
তৈয়বীয়া প্রকাশনী, চট্টগ্রাম
সুন্নীয়া মাদরাসা রোড, ষোলশহর,চট্টগ্রাম

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে

পবিত্র শবে বারাআত
শবে কদর ও
রমযানুল মুবারক

ড. মাওলানা এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান
এম এম, এম, এফ, বি,এ, অনার্স
এম, এ (আরবী) পিএইচডি

অধ্যক্ষ ঃ ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদরাসা, ফরিদগঞ্জ
চাঁদপুর, ফোন : ০১৭১৮৫৩৩৩৩১

অধ্যাপকঃ (খণ্ডকালিন) এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, উত্তরা ঢাকা।

যুগ্ম সচিবঃ বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীন

প্রকাশকঃ এইচ.এম. মঞ্জুরুল আনোয়ার চৌধুরী
প্রচার সম্পাদক
আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা
(ও.এ.সি.) বাংলাদেশ
০১৮১১-৯৬৪০৯৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে পবিত্র শবে বারাআত, শবে কুদর ও রমযানুল মুবারক

কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে
পবিত্র শবে বারাআত
শবে কুদর
রমযানুল মুবারক

ড. মাওলানা এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান

স্বত্ব ঃ (সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর-১৯৯৭

২য় প্রকাশ ঃ জানুয়ারী-২০১০

কম্পোজ ঃ মুহাম্মদ ইকবাল উদ্দীন
০১৮১৫-৩৭৮৯৪৫

বিনিময় ঃ ৮৫ টাকা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উৎসর্গ

প্রবীণ আলেমে দ্বীন
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
আলহাজ্ব মাওলানা
মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ চৌধুরী (র.)'র
রুহের মাগফিরাত কামনায়-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে পবিত্র শবে বারাআত, শবে কুদর ও রমযানুল মুবারক

প্রীতি উপহার

আমার.....
.....কে
.....নিদের্শনস্বরূপ

উপহার দিলাম।
উপহার দাতার নাম.....
ঠিকানা.....
.....
.....
তারিখ.....

স্বাক্ষর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুহতারাম ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের অভিমত

মদীনার জামায়াতের সুযোগ্য খলিফা, পীরে কামেল, হযরত শাহসূফী আলহাজ্ব মোহাম্মদ কমর উদ্দিন ছাহেব রাহমাতুল্লাহে আলাইহের

অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খাতামুননাবিয়্যিন, রাহমাতুললিল আলামীন, আমাদের প্রাণের আকা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ জাল্লাজালালুহু ও জাল্লাশানুহু আমাদের জন্য যে দ্বীন নির্ধারণ করেছেন এবং দ্বীনি ব্যবস্থা দানে যে কয়টি বিশিষ্ট নেয়ামতপূর্ণ পর্ব দান করেছেন, তার মধ্যে শবে বারআত অন্যতম। যে কয়টি বিশিষ্ট রাত আল্লাহ তা'আলা মকবুল করেছেন, যে মকবুল রাতে আল্লাহর ইবাদত এবং বান্দাদের দোয়া মুনাজাত কবুল হয় তার মধ্যেও শবে বারাআত অন্যতম। সাধারণভাবে এ শবে বারাআতের রাতে আমাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার প্রতিপাল্য বান্দা বান্দীদের বাৎসরিক হিসাব নিকাশ (ভালমন্দ) ইত্যাদি নির্ধারণ করেন।

অতএব আল্লাহর অনুগত বান্দা বান্দিগণ যেভাবে ঐ রাতযাপন করেন তার একটি সুফল ঐ বাজেটের অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে। আমার প্রাণপ্রিয় রুহানী পুত্র এ, কে, এম মাহবুবুর রহমান অতীব কষ্ট স্বীকার করে এই বইখানিতে কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে পবিত্র শবে বারাআত, শবে কুদর ও রমযানুল মুবারক) উপরে বর্ণিত বিষয়াবলী কুরআন, হাদীস মোতাবেক বিভিন্ন মনীষির অভিমতসহ ব্যাখ্যা প্রদান করার প্রয়াস পেয়েছেন।

আমি আশা করি বইটি পাঠে সত্যিকারের ইসলামের অনুসারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন এবং বর্ণিত ইবাদতের ধারা অনুকরণে আল্লাহ তা'আলার অশেষ কৃপা লাভে সমর্থ হবেন।

আমি বইটি লেখার প্রয়াসে সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। আমীন।

মোঃ কমর উদ্দিন আহমদ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে পবিত্র শবে বারাআত, শবে কুদর ও রমযানুল মুবারক

বাংলাদেশ জমিয়তুল মোদাররিসীনের সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি, ঢাকার মহাখালীস্থ মসজিদে গাউসুল আজমের সাবেক খতীব, দুর্বাটী আলিয়া মাদরাসার সাবেক স্বনামধন্য অধ্যক্ষ, দেশ বরেণ্য আলেম, পীরে কামেল শাহ্ ছুফী হযরত মাওলানা আবদুস সালাম ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির

অভিমত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাওলানা এ, কে,এম মাহবুবুর রহমান কর্তৃক প্রণীত কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে শবে বারাআত" কিতাবখানা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। দীর্ঘদিন থেকে সমাজের জন্য এমন একখানা কিতাব প্রকাশিত হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে কুরআন হাদীসের আলোকে প্রকাশিত কিতাবখানা মুসলিম সমাজের জন্য উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া থাকিবে। আমার স্নেহের মাওলানা এ, কে,এম মাহবুবুর রহমানের দ্বারা আরও যে সকল দ্বীনি কিতাব প্রকাশিত হইবে তাহার প্রতি আমার দোয়া ও আন্তরিকতা থাকিবে।

মাওলানা এম,এ, সালাম
ইমাম ও খতীব
মসজিদে গাউছুল আজম
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, বাংলাদেশের জাতীয় মসজীদ বাইতুল মোকাররম, ঢাকা-এর সম্মানিত খতীব প্রফেসর আলহাজ্ব
মাওলানা মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন মুদ্দাজিল্লুহুল আলী'র

অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শবে বারাআত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রিয় নবীজিকে দেয়া এক উত্তম হাদিয়া। প্রিয়নবীর হাদীস মোতাবেক এ রাত অতীব পবিত্র রজনী। গাউসে পাক, বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী, আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী, মোল্লা আলী ক্বারী, ইমাম নাবাবী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিমসহ হাজার হাজার আলেম, পীর মাশায়েখ এ পবিত্র রজনীর তাৎপর্য তুলে ধরে উম্মতের গুনাহ্ মাফির জন্য গুরুত্বের সাথে এ রাতে ইবাদতের তাগিদ দিয়েছেন। পাক ভারত উপমহাদেশের গ্রহণযোগ্য আলেম ও পীর মাশায়েখগণ অত্যন্ত মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে এ রজনীকে ইবাদতে কাটিয়েছেন। ইদানিংকালে কিছু লোক এ পবিত্র রজনীতে ইবাদত করা মসজিদে ওয়াজনসীহত শোনা, দান সদকা করা ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যা সত্যিই দুঃখজনক।

আমার স্নেহাস্পদ ড. মাওলানা এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান একজন গবেষক হিসেবে কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে এ পবিত্র রজনীর তাৎপর্য তুলে ধরে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে এ বিষয়ের জিজ্ঞাসার জবাব অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তার এ প্রচেষ্টা আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন। এ দোয়া করছি।

প্রফেসর মাওলানা মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন
খতিব
বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ
ঢাকা।

কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে পবিত্র শবে বারাআত, শবে কুদর ও রমযানুল মুবারক

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, স্বনামধন্য উস্তাদ পীরে কামেল হযরত
মাওলানা ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক আরবী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী)'র

অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পবিত্র শবে বারাআত আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক সৃষ্টির একটি অন্যতম মাধ্যম। যে সব রাতে আল্লাহর বিশেষ রহমত বরকত নাযিল হয়, শবে বারআত তারই একটি। হাদীসের ভাষায় لَيْلَةٌ مِّنْ نِصْفِ شَعْبَانَ বা শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতকে বলা হয় শবে বারাআত। এ রাতের তাৎপর্য অনুধাবন করেই মহান আল্লাহ তা'আলার ওলীগণ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এ রাতে ইবাদত বন্দেগী করতেন এবং এখনো করেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক নানা অযুহাত খাড়া করে এ রাতের ইবাদতকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। তাদের এ অপপ্রয়াসের জবাব হিসেবে আমার স্নেহের ছাত্র এ.কে. এম. মাহবুবুর রহমান যে কলমী জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে, এ জন্য আমি আনন্দিত। কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে শবে বারাআত, শবে কুদর ও রমযানুল মুবারক" নামে রচিত তার এ গ্রন্থখানি আমি ভালভাবে দেখেছি। আশা করি ঐ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অহেতুক উত্থাপিত জিজ্ঞাসার জবাব দানে এ গ্রন্থ মৌলিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। আমি তার এ মহৎ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই এবং দোয়া করি, এ ধরনের যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দানে আল্লাহ তা'আলা তাকে আরো তাওফীক দিন। আমিন।

ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক
সাবেক চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রখ্যাত আলেম, পীরে কামেল, বিশিষ্ট গবেষক হযরত মাওলানা
ড. আ.র.ম. আলী হায়দার (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী)
অধ্যাপক ইসলামী শিক্ষা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর

অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

স্নেহাস্পদ ড. এ, কে, এম মাহবুবুর রহমান বিরচিত "কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে শবে বারাআত" পুস্তিকাটি শত ব্যস্ততার মাঝে থেকেও আগা গোড়া দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। পুস্তিকার শিরোনাম সার্থক হয়েছে বলে আমার ধারণা। বর্তমান যুগে নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে একদল ইফরাত পন্থী বা চরমপন্থী অপর দল তাফরীত পন্থী বা শিথিল পন্থী রয়েছেন। উভয় দলই নিজ নিজ প্রচলিত মাসলাকের অনুসারী। এ প্রসংগে শরীয়তের প্রমাণ্য ভিত্তি কি রয়েছে তা কেউ কষ্ট করে খতিয়ে না দেখেই অনুমান ভিত্তিক ফযীলত বর্ণনা করে ফরযের ন্যায় নফল আদায় শুরু করেছেন। আর একদল সরাসরি বিদআত বলে একে উড়িয়ে দেন। ফলে সমাজের একদল আগ্রহী মুসলিম জনতা হতাশ হয়ে নফল ইবাদতের সাওয়াব হতে বঞ্চিত হন। এভাবে সমাজে প্রচলিত অনেক নফল ও মুস্তাহসান কাজের বিতর্কিত দিকের মীমাংসা ও সংশোধন না করে পুরো কাজটিই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আজ সে স্থান গান বাজনা ও নাচের মজলিস দখল করে নিয়েছে। আমার মতে এটা সমাজে অবক্ষয় ডেকে আনে। এসব ক্ষেত্রে সত্যান্বেষী উলামায়ে কিরামের সতর্ক দৃষ্টি রেখে যুগোপযোগী ভূমিকা গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়। এ ক্ষেত্রে ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান ব্যতিক্রম ধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিষয়টির উপর তাহকীক বা গবেষণা করেই পুস্তিকা রচনায় হাত দিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। "শবে বারাআতের সামাজিক গুরুত্ব" অধ্যায়টি আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। মাযহাবী সংকীর্ণতা, জ্ঞানের সীমিত পরিসর, দূরদৃষ্টির অভাব, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ফাতাওয়া বা শরীয়তী সিদ্ধান্ত প্রদান করায় সমাজ শতধা বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে পড়েয়ছে। অথচ ফতোয়ায়ে কাযীখানে উল্লেখিত হয়েছে

فَتُخْتَلِفُ الْمَسْئَلَةُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে পবিত্র শবে বারাআত, শবে কুদর ও রমযানুল মুবারক

অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মাসআলাও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। কথায় বলে "মাঘ মাসের ফাতাওয়া বৈশাখ মাসে প্রযোজ্য নয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ফ্যাসাদের যামানায় যে ব্যক্তি আমার একটি সুন্নাত পালন করবে তার জন্য একশত শহীদের সাওয়াব নির্ধারিত রয়েছে। এ নিরিখে মাওলানা ড. এ.কে.এম. মাহবুব সার্বিক মূল্যায়নে সফল ও সার্থক হয়েছেন বলে আশা পোষণ করি। আমি পুস্তিকাটির বহুল প্রচার, লেখকের হায়াত দারাজী, ইলম ও আমলে বৃদ্ধি ও পরকালে মুক্তি ও সৌভাগ্য কামনা করে ইতি করছি।

ড. আ.র.ম. আলী হায়দার
অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দাওয়াতুল ইসলাম ফতুয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান, ঢাকার ঐতিহাসিক পাটুয়াটুলী জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব, প্রখ্যাত মুফতী, বদরপুর দরবার শরীফের পীর সাহেব হযরত আল্লামা আলহাজ্ব মুহাম্মদ আব্দুর রব চিশতী, কাদেরী, নকশবন্দী আল মুজাদ্দেদী, হানাফী মাদ্দাজিল্লুহুল আলী'র

অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

স্নেহাস্পদ ড. মাওলানা এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান রচিত "কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে শবে বারাআত" কিতাবখানার পাণ্ডুলিপি আদ্যপান্ত পাঠ করে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। মুসলমানদের মনে আল্লাহর ভয়, দ্বীনি মানসিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পবিত্র শবে বারাআত অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। মুসলিম সংস্কৃতির ধারক এ পবিত্র অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন মুখি প্রশ্ন তুলে অনুষ্ঠানকে গুরুত্বহীন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে মহল বিশেষ। তাদের হীন মানসিকতা হতে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ দিক নির্দেশনা দেবে ইনশাআল্লাহ। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

দোয়া করি কুরআন সুন্নাহ ও মনীষিগণের মতামত তুলে ধরে এ ধরণের প্রশ্নের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দানে আল্লাহ তা'আলা লিখককে তাওফিক দিন। আমীন।

আহকারুল ওরা
মোহাম্মদ আব্দুর রব চিশতী
বদরপুর দরবার শরীফ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে পবিত্র শবে বারাআত, শবে কুদর ও রমযানুল মুবারক

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শবে বারাআতের অর্থ ও তাৎপর্য	২৩
এ রাতকে শবে বারাআত নামকরণের তাৎপর্য	২৩
শা'বান শব্দের তাৎপর্য	২৪
আল-কুরআনের দৃষ্টিতে শবে বারাআত	২৬
হাদীসের আলোকে শবে বারাআত	৩০
শবে বারাআতের জন্য হযরত ঈসা (আ.) এর আকুতী	৩৯
মনীষীগণের দৃষ্টিতে শবে বারাআত	৪০
শবে বারাআতের রোযা	৪২
শবে বারাআতের ইবাদাত	৪৩
শবে বারআতের নামাযের নিয়ত	৪৬
নামায পড়ার নিয়ম	৪৬
জামাআতে শবে বারআতের নামায	৪৯
শবে বারাআতের দোয়া	৫০
এক নজরে শবে বারআতের ফযীলত	৫১
এ রাতে ক্ষমার অযোগ্য যারা	৫২
শবে বারাআতের নিষিদ্ধ কাজসমূহ	৫৬
শবে বারাআতের সামাজিক গুরুত্ব	৫৭
শবে বারাআতের (কবিতা)	৫৮
দ্বিতীয় অধ্যায়- রমযানুল মুবারক	
আমি কেন রোযা রাখব?	৫৯
আল-কুরআনের দৃষ্টিতে মাহে রমযান	৬১
আল-কুরআনে মাহে রমযানের মহাত্ম	৬২
হাদিসের আলোকে মাহে রমযান	৬৩
মণীষিগণের দৃষ্টিতে রোযা	৬৬
রোযা স্বাস্থ্যের কি উপকার করে	৬৭
আমি রোযা রাখলে কি পাব	৬৮
রোযার প্রকারভেদ	৬৮
রোযা না রাখার পরিণাম	৬৯
রোযার কাযা ও কাফ্ফারা	৭০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রোযার কাযা ৭১
রোযা ভঙ্গ করা যাবে ৭২
রোযা ভাঙ্গা জায়েয ৭২
রোযা মাকরূহ হওয়ার কারণ ৭৩
রোযার নিয়ত ৭৩
ইফতারের দোয়া ৭৪
তারাবীহর নামায ৭৪
তারাবীহর নামায বিশ রাকাত ৭৬
তারাবীহ নামাযের নিয়্যত ৭৭
তারাবীহ্ নামাযের দোয়া ৭৭
তারাবীহ্ নামাযের মুনাজাত ৭৮
তারাবীহ্ ও খতমে কুরআন ৭৯
ইতিকাফ ৭৯
ইতিকাফের মাসআলা ৮১
মাহে রমযান (কবিতা) ৮২
আল্লাহর মেহমান (কবিতা) ৮৩
মাহে রমযান আল বিদা (কবিতা) ৮৪

তৃতীয় অধ্যায়-শবে কদর

শবে কদরের তাৎপর্য ও শিক্ষা ৮৫
শবে কদরের ফজিলত ৯০
শবে কদরের নফল নামায ৯৩
শবে কদরের নামাযের নিয়ত ৯৩

চতুর্থ অধ্যায়-৩০ রোযার ৩০ দোয়া

১ম দিবসের দোয়া ৯৭
২য় দিবসের দোয়া ৯৭
৩য় দিবসের দোয়া ৯৭
৪র্থ দিবসের দোয়া ৯৮
৫ম দিবসের দোয়া ৯৮
৬ষ্ঠ দিবসের দোয়া ৯৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৭ম দিবসের দোয়া ৯৯
৮ম দিবসের দোয়া ৯৯
৯ম দিবসের দোয়া ১০০
১০ম দিবসের দোয়া ১০০
১১শ দিবসের দোয়া ১০০
১২শ দিবসের দোয়া ১০১
১৩শ দিবসের দোয়া ১০১
১৪শ দিবসের দোয়া ১০১
১৫শ দিবসের দোয়া ১০২
১৬শ দিবসের দোয়া ১০২
১৭শ দিবসের দোয়া ১০৩
১৮শ দিবসের দোয়া ১০৩
১৯শ দিবসের দোয়া ১০৩
২০শ দিবসের দোয়া ১০৪
২১শ দিবসের দোয়া ১০৪
২২শ দিবসের দোয়া ১০৫
২৩শ দিবসের দোয়া ১০৫
২৪শ দিবসের দোয়া ১০৫
২৫শ দিবসের দোয়া ১০৬
২৬শ দিবসের দোয়া ১০৬
২৭শ দিবসের দোয়া ১০৬
২৮শ দিবসের দোয়া ১০৭
২৯শ দিবসের দোয়া ১০৭
৩০শ দিবসের দোয়া ১০৮
সাহরী ও ইফতারের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার ১০৯

পঞ্চম অধ্যায়-ঈদুল ফিতর

ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য ও শিক্ষা ১১০
ঈদের দিনের করণীয় ১১১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি ওয়ানুসাল্লিমু আলা রাসুলিহিল করীম।

ইসলামী দর্শনে শবে বারাআত, শবে ক্বদর ও মাহে রমজানের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলমানরা ইসলামের দলীল কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা-ক্বিয়াসের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুশীলন করে, শবে বারাআত, শবে ক্বদর ও মাহে রমজান যথাযথভাবে পালন করেন। যাদের ক্বালব জাগ্রত তারাই এর অবদান মূল্যায়ন করতে পারেন। একশ্রেণীর মুসলমানদের জীবন দর্শনে শবে বারাআত, শবে ক্বদর ও মাহে রমজানের আদর্শ ও শিক্ষা উপেক্ষিত। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বারাআত, শবে ক্বদর ও মাহে রমজান সত্য অন্বেষণকারী মুসলিম সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ জাতীয় প্রকাশনার দৈন্যতা দীর্ঘদিনের। ইসলামী চিন্তাবিদ মুহতারম অধ্যক্ষ ড. মাওলানা এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান লিখিত গ্রন্থটি প্রকাশ করা সময়ের দাবী ও প্রয়োজন বলেই মনে করি। আশা রাখি বইটি সত্য অন্বেষণকারী মুসলিম সমাজে উপরোক্ত বিষয়ে অনুশীলনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বইটি প্রকাশকের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা (ও.এ.সি) বাংলাদেশ'র অর্থ সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্সহ যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

এইচ.এম. মঞ্জুরুল আনোয়ার চৌধুরী
প্রচার সম্পাদক
আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা
(ও.এ.সি.) বাংলাদেশ

কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে পবিত্র শবে বারাআত, শবে কুদর ও রমযানুল মুবারক

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

حامد و مصليا و مسلما

بسم الله الرحمن الرحيم

শবে বারাআত মু'মিনের নাজাতের ওসীলা আর মুনাফিক্বদের গাত্রদাহের একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। মু'মিন যখন এ রাতে দু'ফোটা অশ্রু দিয়ে মা'বুদ ও মনিবকে রাজী খুশী করার চেষ্টা চালায়। প্রেমের আঁখিতে পেয়ারা হাবীবকে দেখার চেষ্টা করে, তখন ইবলিশ বড্ড বেজার হয়ে মসজিদে তালা লাগিয়ে ঘরে গিয়ে নাক ডাকে। তার সাথীসঙ্গীদের উদ্বুদ্ধ করে এ অনুষ্ঠানকে বেদআত ফতুয়া দিতে। দীর্ঘ ১৪শ' বছরের ইতিহাসে এ পবিত্র রজনী মুসলিম জাতির কাছে অতি পবিত্র ও নাজাতের উসিলা হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে কেহই এ নিয়ে সামান্যতম দ্বিমত পোষণ করে নি। মানুষ যখন গান বাজনা, বেহায়াপনার সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে অন্যায় অসত্যের চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছে, সে সময় শবে বারাআতের মত গুরুত্বপূর্ণ রজনীর মর্যাদাকে অস্বীকার করা বা এ কাজ থেকে নিরুৎসাহী করা কতবড় জঘন্যকাজ তা কি তারা একবার ভেবে দেখেছেন! আলহামদুল্লাহ্ জনগণ যেন বিভ্রান্ত না হয় তাই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস চালিয়েছি। বহু মসজিদের তালা খুলেছে এ গ্রন্থ। বহু আলেমকে দিয়েছে পথের দিশা। প্রথম সংস্করণ অতি অল্প দিনে শেষ হয়ে যায়। সময় ও ব্যবস্থাপনার অভাবে ২য় সংস্করণের কাজ সম্ভব হয় নি। আল্লাহর হাজার শোকর চট্টগ্রামের বার আউলিয়ার ফয়েজে পরিপূর্ণ।

আমার প্রিয় আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশ'র প্রচার সম্পাদক এইচ.এম. মঞ্জুরুল আনোয়ার চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় ২য় সংস্করণ প্রকাশ হতে দেখে আমি আনন্দিত। টিভি চ্যানেলগুলোর কোন কোন চ্যানেলে আলেম নামধারীদের মুখে বিরূপ কথা শুনে দেশে-বিদেশের কোটি কোটি মুসলমান বিভ্রান্ত হচ্ছে প্রতিদিন। তাই চ্যানেল আই এর মাধ্যমে সুযোগ মত তাদের জবাব দেয়া হচ্ছে স্বল্প সময়ে। কুরআন, হাদীস ও মনীষীগণের দলীল ও যুক্তির ভিত্তিতে দ্বীনদার খোদাভক্ত আল্লাহর বান্দাদের মনে এসব অপপ্রচারে কোনরূপ সন্দেহ সংশয় যেন সৃষ্টি না হয়- এ মহান পবিত্র রজনীকে ইবাদতে কাটাতে সক্ষম হয় সে পথে এ গ্রন্থ পথের দিশা দেবে ইনশাল্লাহ! ভুল ত্রুটি অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত
লেখক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পেশ কালাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَوْلِيَاءِ اُمَّتِهٖ اَجْمَعِيْنَ

মহান আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফা, আহমদে মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের গুনাহ্গার উম্মতের নাজাতের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম তার হাবীবে পাককে উপহার দিয়েছেন। যার মধ্যে পবিত্র শবে বারাআত অন্যতম। যে সমস্ত মুজাহিদ ওলীগণের মাধ্যমে আমরা দ্বীনের আলো পেয়েছি তারা কুরআন হাদীস গবেষণা করে উপলক্ষসমূহ পালন করার তাগিদ দিয়েছেন এবং কিভাবে এ উপলক্ষসমূহ পালন করলে আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপন হয়, আল্লাহর ভয় এবং রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুহাব্বত ও সৃষ্টির প্রতি দয়ার মানসিকতা তৈরী হয়, সে পথ ও পদ্ধতিও তারা দেখিয়ে দিয়েছেন।

বিশ্ব বরেণ্য আলেম, মুহাদ্দিস, মুফতি অলিকুল শীরমণি হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি, আলেমকুল শিরমণি মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাজ্জালি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জগত বিখ্যাত আলেম হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সিয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস জগতের নক্ষত্র হযরত আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ হাজার হাজার আলেম, পীর মাশায়েখ কুরআন হাদীস গবেষণা করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত হিসেবে পবিত্র শবে বারাআত উদযাপন করেছেন এবং তাদের অনুসারীদের এ রাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর মত চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কান্নার কথা বলেছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বের সর্বত্র এ রাত ইবাদতের রাত হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এ রাত পরবর্তী দিবস সরকারী ছুটির দিন হিসেবে ঘোষিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। যেসব যুবক নামাযের প্রতি গাফিল, মসজিদে যাদেরকে নেয়া যায় না, তারাও এ রাতে নিজেকে সম্পূর্ণ আল্লাহর বান্দা হিসেবে পেশ করে মসজিদে হাজির হয়। সম্মানিত খতিব ও আলেমগণের কথা মন লাগিয়ে শোনে। মা, বাবা ও মুরুব্বীগণের কবর যিয়ারত করে, তাদের মাগফিরাত কামনা করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রোযাদারকে ইফতার, ফকির-মিসকিনকে দান সদকা করে সর্বোপরি একটি ভাবগম্ভীর্যময় পরিবেশে দ্বীনি এক আমেজে কাটিয়ে দেয়, মসজিদে' রেডিও, টেলিভিশনে বিশেষ প্রোগ্রাম, এতিমখানা, জেলখানা ও হাসপাতালে বিশেষ খাবার পরিবেশিত হয়। পবিত্র রমযানের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে আল্লাহর মেহমান হওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় এ পবিত্র রাতে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তি চায় না এ পবিত্র রাতে মানুষ মসজিদে যাক। আল্লাহর ইবাদত করুক। যে সব অনুষ্ঠানমালা মানুষের মনে আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি মুহাব্বত ভালবাসা সৃষ্টি করে নানা অযুহাত খাড়া করে এগুলোকে বন্ধ করার অপপ্রায়াস কার স্বার্থে? কেনই বা তারা এসব ফতোয়া দিয়ে থাকেন এবং এসব ফতোয়া যে ১৪শত বছরের কত হাজার গ্রহণযোগ্য আলেম ও মনীষীগণের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তারা একটুও ভেবে দেখেছেন কি? যখন শুনি শবে বরআতের ইবাদতকে বিদআত ফতোয়া দিয়ে মুসল্লীদের বের করে দিয়ে মসজিদে তালা লাগানো হয়েছে, যারা সারা রাত চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে নিজের গুনাহ্ মাফ চেয়েছেন এবং দেশ ও মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করেছেন তাদেরকে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করে মুসলমানের খাতা থেকে নাম কেটে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ আবার বড় বড় ওয়াজ মাহফিলে প্রশ্নের জবাবে শবে বরআতের অস্তিত্ব নেই এ ঘোষণা দিচ্ছেন, তখন একজন মুসলমান হিসেবে এ বিষয় নিয়ে গবেষণা করার প্রয়াস পাই। তবে এ পবিত্র অনুষ্ঠানকে অপবিত্র করার জন্য কিছু কিছু বিদআত এ শরীয়ত বিরোধী কাজ স্বার্থান্বেষী মহল সুপরিকল্পিতভাবে ঢুকিয়েছে। এ নিবন্ধে সে গুলোকে চিহ্নিত করে কঠোর ভাষায় জবাব দেয়া হয়েছে। আমরা সুস্থ শরীরে কোথাও রোগ দেখা দিলে রোগাক্রান্ত অংশকে অপারেশন করে মূল সত্ত্বাকে সুস্থ করতে চাই, রোগ হলেই মুল সত্ত্বাকে জবাই করে সমূলে উৎপাটন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। জ্ঞান ও সময়ের স্বল্পতার কারণে গবেষণার ক্ষেত্রে যতটুকু দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন ছিল তা হয় নি তবে ন্যুনতম প্রয়োজন পূরণ করবে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধ যারা দেখে অভিমত দিয়েছেন। যারা সংশোধন করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। যারা উৎসাহ দিয়েছেন এবং প্রকাশের জন্য তাগিদ দিয়েছেন সবাইকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন এ দোয়াই করছি। যারা এ নিবন্ধ দেখে সংশোধন করেছেন তাদের মধ্যে-

১. আমার মুর্শিদ শাহ্ সুফী মুহাম্মদ কমরুদ্দিন আহমদ ছাহেব রাহমাতুল্লাহি তা"আলা আলায়হি খলিফা মদিনার জামাআত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২. সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম বড় হুজুর হযরত মাওলানা আবদুস সালাম ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, সাবেক খতীব, গাউসুল আজম মসজিদ ও অধ্যক্ষ দুর্বাটি আলিয়া মাদরাসা, গাজীপুর।
৩. আমার সারতাজ উস্তাদ, শায়খুল হাদীস, উসতাজুল আসাতেজা হযরত মাওলানা ওয়াজিউদ্দীন সাহেব (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী) সাবেক মুহাদ্দেস মাদরাসা-ই আলিয়া ঢাকা।
৪. দেশ বরণ্য আলেম, আমার উস্তাদ হযরত প্রফেসর মাওলানা মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন ছাহেব (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী) খতিব, বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ।
৫. আমার উস্তাদ, পীরে কামেল মাওলানা আ.ফ.ম. আবু বকর ছিদ্দিক (দামাত বারাকাতুহু) অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৬. বিশিষ্ট আলেম গবেষক লেখক হযরত মাওলানা ড. আ.র.ম. আলী হায়দার ছাহেব (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী) অধ্যাপক ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৭. পীরে কামেল, মুফতী, মুফাসসির ও খতীব হযরত মাওলানা আব্দুর রব বদরপুরী (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী) খতীব পাটুয়াটুলী জামে মসজিদ ও পীর ছাহেব বদরপুর দরবার শরীফ।
৮. শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী) অধ্যক্ষ, মদীনাতুল উলুম কামিল মাদরাসা, তেজগাঁও, ঢাকা।
৯. দেশ বরেণ্য কবি, গবেষক, সাহিত্যিক জনাব কবি আব্দুল মুকীত চৌধুরী, সাবেক সহযোগী সম্পাদক ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা।
১০. বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, রেডিও তেহরানের বাংলা অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অধ্যাপক, দারুল এহসান ইউনিভার্সিটি, জনাব ফরিদ উদ্দীন খান সাহেব (দামাত বারাকাতুহু)।

যারা উৎসাহ দিয়েছেন তাদের মধ্যে

১. ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক জনাব ডা. মফিজুর রহমান।
চেয়ারম্যান, থিয়ল মেডিকেল কলেজ, গ্রীণ রোড, ঢাকা।
২. হযরত মাওলানা কারী আবু তাহের ছাহেব খলিফা মদীনার জামাত।
৩. জনাব নুরুল ইসলাম খলিফা মদীনার জামাআত এবং এ জামাআতের খলিফা, মুবাল্লিগ, সালেকবৃন্দ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে পবিত্র শবে বারাআত, শবে কুদর ও রমযানুল মুবারক

পূর্বেই উল্লেখ করেছি জ্ঞানের দৈন্যতা, সময়ের স্বল্পতা নিয়েই এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আর্থিক অসংগতি এ উদ্যোগকে পিছিয়ে দিয়েছে। তথ্যগত ভুল থাকা স্বাভাবিক। তথ্যগত ভুল সংশোধন ও নতুন তথ্য উপস্থাপন করে সম্মানিত পাঠক মহল যদি উপকৃত করেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব। এ উদ্যোগে স্নেহের ছাত্র মৌলভী মিজানুর রহমান, মোখতার আহমদ, আমিনুর রহমানসহ যারাই সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্য দোয়া করছি। বিশেষ করে স্নেহের ছোট ভাই বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আমিরুল ইসলাম (সাবেক ইমাম জহুরী মহল্লা, ঢাকা) একই বিষয়ে তার গবেষণা পত্র উদার মনে আমার হাতে তুলে দিয়ে যে সহযোগিতা করেছেন তা স্বরণীয় হয়ে থাকবে। তার দু'জাহানের উন্নতির জন্যে দোয়া করছি।

এ নিবন্ধের সাথে "আমি কেন রোযা রাখব? এ প্রশ্নের জবাব, মাহে রমযানের ফজিলত, জরুরী মাসায়েল, শবে ক্বদরের তাৎপর্য ও এ মুবারক রাতের ইবাদত, ৩০ রোযার ত্রিশ দোয়া, ঈদুল ফেতরের তাৎপর্য এবং সর্বশেষ সাহরী ও ইফতারের চিরস্থায়ী সময়সূচী সংযোজন করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া জানাচ্ছি।

আল্লাহ তা'আলা এ গ্রন্থকে আমার মাথার মনি, মদীনার জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা, ওলীকুল শিরমনি, আমার দাদা হুজুর কেবলা শাহ্ সুফী ডা. বদিউজ্জামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ফয়েজ ও বরকত হাসিলের এবং কুতুবুল আলম আমার মুর্শিদ শাহসুফী সাইয়্যেদ কমরউদ্দিন আহমদ রহমাতুল্লাহে আলাইহির রূহানী ফয়েজ ও বরকতের উসিলা করে দিন, আমার মরহুমা আম্মা রাজিয়া বেগম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও শশুর মরহুম মাওলানা রফিক আহমদ ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর পবিত্র রূহের প্রশান্তির ওসিলা হিসেবে আল্লাহ কবুল করুন। আমার মুহতারাম পিতা শাহসুফী আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আবদুল হক ছাহেব (মুদ্দাজিল্লাহুল আলী)'র দুনিয়া ও আখিরাতের বুলন্দ নছীব করুন এ দোয়া করি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

প্রিয়জনকে কাছে পাবার জন্য বিভিন্ন মানুষ উপলক্ষ নির্ধারণ করে থাকে। যখন প্রিয়জন সপরিবারে স্ববান্ধব হাযির হয়ে যায়। সে সাক্ষাতে প্রিয়জনকে উপহার স্বরূপ কিছু দিয়ে সে তৃপ্তি লাভ করে। বন্ধুর পরিবার পরিজন অথবা কোন স্বজনের পক্ষ থেকে কোন ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে সে আনন্দ ও সাক্ষাতের দিনে সব ভুলে গিয়ে আপন করে নেয়াই প্রিয়জনকে খুশী করার উত্তম পথ। মহান আল্লাহ তা'আলা যদিও এসব মানবীয় কার্যক্রমের চিরাচরিত ধারার উর্ধ্বে তবুও আমাদের বোধগম্য বিষয় ও পদ্ধতিতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধু, সরকারে দোআলমকে খুশী করার জন্য এমন কতগুলো উপলক্ষ স্থির করেছেন যেগুলো আগেরকার নবী রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের জন্য ছিল না। উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাবুদের কুরবত -নৈকট্য হাসিল করার জন্য গুনাহ্ থেকে মুক্ত হওয়া পূর্বশর্ত। এসব গুনাহ্ থেকে মাফ পাওয়ার জন্য আল্লাহ গাফুর ওয়া গাফফার সাধারণভাবে তাঁর দরজা অবারিত রেখেছেন, তারপরও বিভিন্ন উপলক্ষে বিশেষ ক্ষমা করে থাকেন। এসব উপলক্ষের মধ্যে রয়েছে কিছু দিন, কিছু রাত। দিনের মধ্যে ঈদুল ফিতর, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ১০ মুহাররম তথা আশুরার দিন, ৯ই জ্বিলহজ্ব তথা আরাফার দিন, জুমার দিন। রাতের মধ্যে শবে কুদর, শবে মে'রাজ, শবে বরাত, দুই ঈদের রাত। এসব দিবস ও রজনী আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেয়া আল্লাহ তা'আলার বিশেষ উপহার। এসব দিন রাতের মর্যাদা দান তথা যথাযথ কাজে লাগিয়ে গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিলের পথে অগ্রসর হওয়া জ্ঞানদীপ্ত কাজ। এসব মুবারক রাতের অন্যতম রাত হলো শবে বরাত যা হাদীসের ভাষায় لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত। প্রশ্ন হচ্ছে এসব দিনেও রাতে কি কি ইবাদত বন্দেগী করণীয়? এবাদতে জৌলুসের সাথে আনুষ্ঠানিকতা কুরআন হাদিসের দৃষ্টিতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য বা আদৌ এর গ্রহণীয়তার কোন ভিত্তি আছে কিনা? গ্রন্থে এ জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পাবার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শবে বারাআতের অর্থ ও তাৎপর্য

শবে বারাআত شَبِ بَرَأَتِ একটি ফার্সি শব্দ এবং শব অর্থ রাত। বারাআত অর্থ ভাগ্য। আরবীতে বলা হয় لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ লাইলাতুল বারাআতে। শবে বারাআত অর্থ শবে জুদায়ী شَبِ جدائى শবে দূরী شب دورى ফেরাক شب فراق বিচ্ছেদের রাত দূরে চলে যাওয়ার রাত, পৃথক হওয়ার রাত।[১](লোগাত লামে দেহ খোদা খ-৩০, পৃ. ১৯৮) বারাআত অর্থ اَلتَّغَضِّيْ مِمَّا يُكْرَهُ مُجَاوَرَتُهٗ যার সাথে অবস্থান অপছন্দনীয়, তার সংগ থেকে দূরে থাকা। যেমন বলা হয়েছে থাকে بَرَأْتُ مِنَ الْمَرَضِ আমি রোগ থেকে মুক্ত হলাম। بَرَأْتُ مِنْ كَرِيْمٍ আমি করিমের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলাম।

(মুফরাদাতে ইমাম রাগেব, পৃ. ৪৫)

এ রাতকে শবে বারাআত নামকরণের তাৎপর্য

اِنَّمَا سُمِّيَتْ لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ لِاَنَّ فِيْهَا بَرَأَتَيْنِ بَرَأَةٌ لِلْاَشْقِيَاءِ مِنَ الرَّحْمٰنِ وَبَرَاءَةٌ لِلْاَوْلِيَاءِ مِنَ الْخُذْلَانِ

লাইলাতুল বারাআত নামকরণের তাৎপর্য হল এ রাতে দুধরণের বারাআত বা সম্পর্কচ্ছেদ হয়। অপরাধীরা আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে। (এ পবিত্র রাতেও তাদের সাথে দয়াবান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক থাকে না), আর আল্লাহর ওলীগণ পার্থিব অপমান লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত হয়ে যান।

(গুনিয়াতুত তালেবীন পৃ. ৩৬৫)

যেহেতু এরাতে মানুষের জন্ম-মৃত্যু ও রিযিকের বার্ষিক বাজেট নির্ধারিত হয় এ অর্থে এ রাতকে ভাগ্য নির্ধারণী রাত বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থে শবে বারাআত বলতে বুঝায়ঃ

شب پانزهم شعبان كه دران شب ملائكه بحكم الهى حساب عمر وتقسيم رزق ميكند (دهخدا ١٩٨)

শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত যে রাতে ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মানুষের বয়স ও রিযিক বন্টন করে থাকেন।

[দেহ খোদা অভিধান পৃ. ১৯৮, গিয়াসুল লুগাত]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

প্রিয়জনকে কাছে পাবার জন্য বিভিন্ন মানুষ উপলক্ষ নির্ধারণ করে থাকে। যখন প্রিয়জন সপরিবারে স্ববান্ধব হাযির হয়ে যায়। সে সাক্ষাতে প্রিয়জনকে উপহার স্বরূপ কিছু দিয়ে সে তৃপ্তি লাভ করে। বন্ধুর পরিবার পরিজন অথবা কোন স্বজনের পক্ষ থেকে কোন ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে সে আনন্দ ও সাক্ষাতের দিনে সব ভুলে গিয়ে আপন করে নেয়াই প্রিয়জনকে খুশী করার উত্তম পথ। মহান আল্লাহ তা'আলা যদিও এসব মানবীয় কার্যক্রমের চিরাচরিত ধারার উর্ধ্বে তবুও আমাদের বোধগম্য বিষয় ও পদ্ধতিতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধু, সরকারে দোআলমকে খুশী করার জন্য এমন কতগুলো উপলক্ষ স্থির করেছেন যেগুলো আগেরকার নবী রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের জন্য ছিল না। উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাবুদের কুরবত -নৈকট্য হাসিল করার জন্য গুনাহ্ থেকে মুক্ত হওয়া পূর্বশর্ত। এসব গুনাহ্ থেকে মাফ পাওয়ার জন্য আল্লাহ গাফুর ওয়া গাফফার সাধারণভাবে তাঁর দরজা অবারিত রেখেছেন, তারপরও বিভিন্ন উপলক্ষে বিশেষ ক্ষমা করে থাকেন। এসব উপলক্ষের মধ্যে রয়েছে কিছু দিন, কিছু রাত। দিনের মধ্যে ঈদুল ফিতর, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ১০ মুহাররম তথা আশুরার দিন, ৯ই জ্বিলহজ্ব তথা আরাফার দিন, জুমার দিন। রাতের মধ্যে শবে কুদর, শবে মে'রাজ, শবে বরাত, দুই ঈদের রাত। এসব দিবস ও রজনী আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেয়া আল্লাহ তা'আলার বিশেষ উপহার। এসব দিন রাতের মর্যাদা দান তথা যথাযথ কাজে লাগিয়ে গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিলের পথে অগ্রসর হওয়া জ্ঞানদীপ্ত কাজ। এসব মুবারক রাতের অন্যতম রাত হলো শবে বরাত যা হাদীসের ভাষায় لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত। প্রশ্ন হচ্ছে এসব দিনেও রাতে কি কি ইবাদত বন্দেগী করণীয়? এবাদতে জৌলুসের সাথে আনুষ্ঠানিকতা কুরআন হাদিসের দৃষ্টিতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য বা আদৌ এর গ্রহণীয়তার কোন ভিত্তি আছে কিনা? গ্রন্থে এ জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পাবার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শবে বারাআতের অর্থ ও তাৎপর্য

শবে বারাআত شَبِ بَرَأَتِ একটি ফার্সি শব্দ এবং শব অর্থ রাত। বারাআত অর্থ ভাগ্য। আরবীতে বলা হয় لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ লাইলাতুল বারাআতে। শবে বারাআত অর্থ শবে জুদায়ী شب جدائی শবে দূরী شب دوری ফেরাক شب فراق বিচ্ছেদের রাত দূরে চলে যাওয়ার রাত, পৃথক হওয়ার রাত।[১](লোগাত লামে দেহ খোদা খ-৩০, পৃ. ১৯৮) বারাআত অর্থ اَلتَّغَضِّيْ مِمَّا يُكْرَهُ مُجَاوَرَتُهٗ যার সাথে অবস্থান অপছন্দনীয়, তার সংগ থেকে দূরে থাকা। যেমন বলা হয়েছে থাকে بَرَأْتُ مِنَ الْمَرَضِ আমি রোগ থেকে মুক্ত হলাম। بَرَأْتُ مِنْ كَرِيْمٍ আমি করিমের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলাম।

(মুফরাদাতে ইমাম রাগেব, পৃ. ৪৫)

এ রাতকে শবে বারাআত নামকরণের তাৎপর্য

اِنَّمَا سُمِّيَتْ لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ لِاَنَّ فِيْهَا بَرَاَتَيْنِ بَرَاَةٌ لِلْاَشْقِيَاءِ مِنَ الرَّحْمٰنِ وَبَرَاَةٌ لِلْاَوْلِيَاءِ مِنَ الْخُذْلَانِ

লাইলাতুল বারাআত নামকরণের তাৎপর্য হল এ রাতে দুধরণের বারাআত বা সম্পর্কচ্ছেদ হয়। অপরাধীরা আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে। (এ পবিত্র রাতেও তাদের সাথে দয়াবান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক থাকে না), আর আল্লাহর ওলীগণ পার্থিব অপমান লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত হয়ে যান।

(গুনিয়াতুত তালেবীন পৃ. ৩৬৫)

যেহেতু এরাতে মানুষের জন্ম-মৃত্যু ও রিযিকের বার্ষিক বাজেট নির্ধারিত হয় এ অর্থে এ রাতকে ভাগ্য নির্ধারণী রাত বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থে শবে বারাআত বলতে বুঝায়ঃ

شب پانزهم شعبان كه دران شب ملائكه بحكم الهى حساب عمر وتقسيم رزق ميكند (دهخدا ١٩٨)

শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত যে রাতে ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মানুষের বয়স ও রিযিক বন্টন করে থাকেন।

[দেহ খোদা অভিধান পৃ. ১৯৮, গিয়াসুল লুগাত]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শা'বান (شعبان) শব্দের তাৎপর্য

শবে বারাআতকে হাদীস শরীফে নিসফে শা'বান বলা হয়েছে। শা'বান (شعبان) শব্দটি আরবী। শা'বান নাম করণের তাৎপর্য সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا سُمِّىَ شَعْبَانَ لِاَنَّهُ يَنْشَعِبُ لِرَمَضَانَ فِيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ وَاِنَّمَا سُمِّىَ رَمَضَانَ لِاَنَّهُ يَرْمِضُ الذُّنُوْبَ

হযরত আনাস বিন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, শা'বানকে এজন্য শা'বান নাম দেয়া হয়েছে। যেহেতু এ মাসে রমযানের অবারিত কল্যাণ ও বরকত হাসিলের বিভিন্নমুখী দ্বার খুলে দেয়া হয়, আর রমযানকে রমযান নাম রাখার কারণ হল এ মাসে গুনাহ্সমূহ জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করা হয়।

(গুনিয়াতুত তালেবীন পৃ. ৪৪৫)

আল্লামা আল মাগরিবী (রাহ.) বলেন-

افضل الشهور عندنا شهرمضان اى لانه انزل منه فيه القرآن ثم شهر ربيع الاول اى لانه مولد حبيب الرحمٰن ثم رجب اى لانه فرد الاشهر الحرم وشهر الله ثم شعبان اى لانه شهر حبيب الرحمن ومقسم الاعمال والاجال بين شهرين عظمين رجب ورمضان۔

আমার দৃষ্টিতে মশহুর মাস হল রমযান মাস। কেননা এ মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। এরপর রবিউল আউয়াল মাস কেননা এ মাসে আল্লাহর হাবীব দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছেন, এরপর রজব মাস, কেননা হারাম মাস সমূহের মধ্যে একক এবং আল্লাহর মাস এরপর শা'বান মাস যে মাসটি আল্লাহর হাবীবকে দেয়া হয়েছে যে মাসে অর্থাৎ রজব ও রমযানের মত মহান দুই মাসের মাঝে শা'বান মাসে বান্দার আমল ও জীবন মৃত্যু বন্টন করা হয়। [তাফসীরে রুহুল বয়ান, খন্ড-৮, পৃ. ৪০১]

শা'বান শব্দে পাঁচটি অক্ষর আছেঃ শীন, আইন, বা, আলিফ ও নূন, (ش - ع - ب - ا - ن) এর তাৎপর্য হলোঃ

فَالشِّيْنُ مِنَ الشَّرْفِ وَالْعَيْنِ مِنَ الْعُلُوِّ وَالْبَاءُ مِنَ الْبِرِّ وَالْاَلِفِ مِنَ الْاُلْفَةِ وَالنُّوْنُ مِنَ النُّوْرِ

শীন দ্বারা বুঝানো হয়েছে শরফ বা মর্যাদা। অর্থাৎ এ মাস অতীব মর্যাদাপূর্ণ। আঈন দ্বারা উলুব বা উন্নত মর্যাদা, উন্নতির বাহন অর্থাৎ এ মাসে ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। বা- দ্বারা পূর্ণতা ও নেক আমল বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ মাস পূর্ণ নেক অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আলিফ দ্বারা উলফত বা আল্লাহর সাথে বান্দার এবং বান্দার সাথে বান্দার প্রবণতা, ভালবাসা সৃষ্টি মাস। নুন দ্বারা নূর অর্থাৎ এ মাসে আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণ বরকত, প্রিয় রাসুলের প্রতি দরুদ ও সালামের মাধ্যমে মানুষ অন্তরে নূর ধারণ করতে সক্ষম হয়। (গুনিয়াতুত্ তালেবীন পৃ. ৩৬৫)

এ রজনীকে ১২টি নামে আখ্যায়িত করা হয়।

১. লাইলাতুল মুবারাকা (ليلة المباركة) বা বরকতময় রাত ২. লাইলাতুল রহমাহ্ (ليلة الرحمة) বা রহমত পাওয়ার রাত ৩. লাইলাতুল বারাআতে (ليلة البرأة) পাপের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের রাত। ৪. লাইলাতুল চেক (ليلة الصك) বা ছাড়পত্রের রাত। ৫. লাইলাতুল কিসমত বা বন্টনের রাত। ৬. লাইলাতুল তাকফীর বা গুনাহের কাফ্ফারার রাত। ৭. লাইলাতুল এজাবত বা দোয়া কবুলের রাত। ৮. লাইলাতুল ঈদিল মালাইকা বা ফেরেশতাদের ঈদের রাত। ৯. লাইলাতুল জায়েযা অর্থাৎ পুরস্কারের রাত। ১০. লাইলাতুশ শাফায়া বা সুপারিশের রাত ১১. লাইলাতুল গুফরান বা মার্জনার রাত ১২. লাইলাতুত্ তাজীম বা সম্মানিত করার রাত ১৩. লাইলাতুল ইতেকেলে মিনান নীরান বা দোযাখ হতে মুক্তির রাত

[ফাতওয়ায়ে দারুস্ সুন্নাত পৃ. ১৪৭]

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল-কুরআনের আলোকে শবে বারাআত

মহাগ্রন্থ আলকুরআনে লাইলাতুল বারাআত বা লাইলাতুন নিসফে মিন শা'বান কোনটারই সরাসরি উল্লেখ নেই। লাইলাতুল কদর বা শবে কদরের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন-

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ

'আমি শবে কুদরে কুরআন অবতীর্ণ করেছি।' (সূরা আল কাদর, আয়াত -১)

আল-কুরআনে আরেকটি রজনীর কথা উল্লেখ রয়েছে, তাকে বলা হয়েছে লাইলাতুম মুবারাকা বা বরকত, কল্যাণময়ী রাত। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ- اَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّامُرْسِلِيْنَ رَحْمَةً مِنْ رَّبِّكَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ-

আমি একে (কুরআন মাজীদকে) নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয় আমারই আদেশে। আমিই (ফেরেশতাদের) প্রেরণকারী। আপনার পালন কর্তার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। [সূরা দুখান, আয়াত ৩-৬]

তবে উক্ত আয়াতে বর্ণিত মুবারক রাত্র বলতে কি বুঝানো হয়েছে এ নিয়ে মুফাসসিরগণের দু'টি মত পরিলক্ষিত হয়।

১। হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত কাতাদা, হযরত মুজাহিদ (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর এক মত অনুযায়ী লাইলাতুম মুবারাকা বলতে লাইলাতুল কদর বুঝানো হয়েছে।

২। প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত আবু হুরাইরা (রা.), হযরত ইকরামা (রা.)সহ বহু সংখ্যক সাহাবী তাবেয়ীর মতে, লাইলাতুর মুবারকা দ্বারা চৌদ্দ-ই শা'বান দিবাগত রাত বা শবে বারাআত বুঝানো হয়েছে। যেমনঃ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حٰمٓ يَعْنِىْ قَضَى اللّٰهُ مَاهُوَ كَائِنٌ اِلٰى يَوْمِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الْقِيَامَةِ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ يَعْنِىْ الْقُرْاٰنُ فِىْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ هِىَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَهِىَ لَيْلَةُ الْبَرَاَةِ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হামীম অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে। সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ অর্থাৎ আল কুরআন, লাইলাতুল মুবারাকা তা হল শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত আর তা-ই 'লাইলাতুল বারাআত। (তাফসীরে দুররে মনসুর খ-৭, পৃ.৪০১)

عَنْ عِكْرَمَةَ اَللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اَنْزَلَ اللّٰهُ جِبْرَائِيْلَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتّٰى اُمْلِىَ الْقُرْاٰنَ عَلَى الْكِتَبَةِ وَسَمَّاهَا مُبَارَكَةٌ لاَنَّهَا كَثِيْرَةُ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ لِمَا يَنْزِلُ فِيْهَا مِنَ الرَّحْمَةِ وَيُجَابُ فِيْهَا مِنَ الدَّعْوَةِ

হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, 'লাইলাতুম মুবারাকা' দ্বারা শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত জিব্রাইল (আ.) কে ঐ রাতে প্রথম আকাশে প্রেরণ করেন যেন লিখিত কুরআন পুনরায় আবৃত্তি করতে পারেন। এই রাতকে মুবারক নাম রাখার কারণ হলো এতে রয়েছে কল্যাণ ও বরকত এতে নাযিল হয় আল্লাহর রহমত এবং রাতে কবুল হয় দোয়া।
(তাফসীরে কাশফুল আসরার, খ-৯, পৃ.৯৮)

মুবারাকা বা বরকতময় বলার কারণ কি এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রাহ.) বলেছেন-

الليلة المباركة كثرة خيرها وبركتها على العالمين فيها الخيرء وان كان بركات جمالة تعالٰى تصل الى كل ذرة من العرش الى الثرى كما فى ليلة القدر

'লাইলাতুল মুবারাকা বলা হয় এ রাতে খায়ের ও বরকত নাযিল হয়। সৃষ্টি প্রতি আল্লাহর সৌন্দর্যের বরকত আরশের প্রতি কণা থেকে ভূতলের গভীরে পৌছে শবে কদরের মতই। (তাফসীরে রুহুল বয়ান খ-৮, পৃ. ৪০১)

আল্লামা খাজা আনসারী লিখেন-

انرا مبارک خواند از بهرانکه پر خیر و پر برکت است همه شب دعیا نرا اجابت است وسائلا نرا عطیت همه شب درهای اسمان کشاده جنات عدن وفرادیس اعلا در ها نهاده از دوست خطاب می آید که هل من سائل فاعطیه هل من مستغفر فغفر له

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ রজনীকে এই জন্য মুবারক বলা হয়েছে যে, এ রাত কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ থাকে, গোটা রাত দোয়া কবুল হয়, বান্দা যা চায় তাই তাকে দেয়া হয়। রাতভর সকল আকাশের দরজা খোলা থাকে- জান্নাতসমূহের দরজাসমূহ মুক্ত থাকে। বন্ধুর পক্ষ থেকে খেতাব আসে, "কেউ কি চাওয়ার আছ? চাও তাকেই দেয়া হবে, কেউ কি ক্ষমা চাওয়ার আছ? ক্ষমা চাও তাকেই ক্ষমা করা হবে।

[তাফসীরে কাশফুল আসরার ৭মখণ্ড, রহুল বয়ান পৃ. ৪০২]

লাইতুর রাহমাহ্ এ জন্য বলা হয় যে, এ রাতে আল্লাহর বিশেষ রহমত ধারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। লাইলাতুল বারাআত ও লাইলাতুল ছাক বলা হয় এ জন্য যে খাজনা আদায়কারী খাজনা পাওয়ার পর যেভাবে ছাড়পত্র দিলে খাজনা দান কারী সবধরণের শাস্তি থেকে মুক্তি পায় অনুরূপভাবে এ রাতে বান্দাগুনাহ্ মুক্ত হয়ে সকল পাপের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে নিজেকে মুক্ত করে।

[তাফসীরে রুহুল বয়ান, খণ্ড-৪, পৃ. ৪০৪]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقْطَعُ الْاٰجَالَ مِنْ شَعْبَانَ اِلٰى شَعْبَانَ حَتّٰى اَنَّ الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ وَيُوْلَدُلَهُ وَقَدْخَرَجَ اِسْمُهُ فِى الْمَوْتٰى

হযরত আবু হুরাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- এক শা'বান থেকে অপর শা'বান পর্যন্ত মানুষের হায়াত চূড়ান্ত করা হয়। এমনকি একজন মানুষ বিবাহ করে এবং তার সন্তান হয় অথচ তার নাম মৃতের তালিকায় উঠে যায়।

(তাফসীরে দুররে মানসুর, খ-৭, পৃ. ৪০১)

হাদীস শরীফে এ রাতের যে মর্যাদা আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষিত হয়েছে এতে এ রাত যে মোবারক তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরআন মজীদের এ আয়াত فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ 'এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়" এ ঘোষণা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, এ রাতে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে রাতটি যে লাইলাতুল মুবারাকা এটা নিশ্চিত।

এ রাতে সকল বিজ্ঞানময় কাজ স্থির হওয়ার অর্থ হল-

ان فى هذه الليلة يفصل كل امر صادر بالحكمة من السماء فى السنة من اقسام الحوادث فى الخير والشر والمحن والمنن والمنصرة والهزيمة والخصب والقحط فكذا الحجب والجذب والوصل والفصل والوفاق والخلاف والتوفيق والخزلان والقبض والبسط والستر والتجلى فكم بين

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عبد نزله له الحكم والقضاء بالشقاء والبعد آخرينزله حكمه بالوفاء والرفد

[روح البيان جلد ٤٠٤]

নিশ্চয় এই রাতে আসমান থেকে প্রজ্ঞাময় সকল নির্দেশের বার্ষিক তফসীল ঘোষণা করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে কল্যাণ ও অকল্যাণের সব ঘটনাবলী, দুর্ভাগ্য ও সমৃদ্ধ বিজয়, পরাজয়, স্বচ্ছলতা ও দুর্ভিক্ষ, অনুরূপভাবে বিকর্ষণ ও আকর্ষণ, বন্ধন ও পৃথক, ইতিবাচক ও নেতিবাচক, শক্তি ও অপমান, সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা, গোপনীয়তা ও প্রকাশমান সবকিছুর বহিঃপ্রকাশের মোক্ষম সময়। আল্লাহর কত বান্দাই না আছে যাদের জন্য দূভার্গ্যের ও দূরত্বের আদেশ অবতীর্ণ হয়, আবার এমন কিছু বান্দা আছে যাদের প্রতি বিশ্বস্ততা ও বদন্যতার ফয়সালা অবতীর্ণ হয়।

[রুহুল বয়ান, খণ্ড ৪, পৃ. ৪০৪]

সুরা দুখান ও সূরা কদর উভয়ই মক্কা মুকাররমায় অবতীর্ণ হয়েছে। উভয় সূরাতে আন্যালনা انـزلنـا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ একসাথে নাযিল হওয়া বুঝায়। উভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে হতে পারে, সুরা দুখানের লাইলাতুল মুবারাকায় কুরআন মজীদ আল্লাহ তা'আলার ইলমে আযলী থেকে লৌহে মাহফুজে নাযিল হয়েছে। আর লাইলাতুল কুদর দ্বারা লৌহ মাহফুজ থেকে বাইতুল ইজ্জতে নাযিল হয়েছে। অথবা লাইলাতুম মুবারাকায় লৌহ মাহফুজ থেকে বাইতুল ইজ্জতে আর লাইতুল কদরে বাইতুল ইজ্জত থেকে প্রথম আকাশে নাযিল হয়েছে। সুরা দুখানে বরকতময় রজনীর দু'টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। ১. কুরআন নাযিল করা ২. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা, তবে অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, শবে বারাআতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসা করা হয়। কিন্তু শবে কদর সম্পর্কে কোন হাদীস পাওয়া যায় না যে সমীমাংসিত বস্তুর মীমাংসা করা হয়, এই জন্য বরকতময় রজনী দ্বারা শবে বারাআত নেয়াই উত্তম। যদি তর্কের খাতিরে কেউ, একথা বলে বসেন যে লাইলাতুম মুবারাকা দ্বারা শবে কুদরই বুঝানো হয়েছে, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু স্বয়ং আল্লাহর রাসুল এ রাতের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন তাই কোন মতেই এ রাতের গুরত্ব ও মর্যাদাকে খাটো করে দেখা কোন ঈমানদারের কাজ নয়। আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহ.) মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ গ্রন্থে এ মতকেই সমর্থন করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাদীসের আলোকে শবে বারাআত

শবে বারাআত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বহু বাণী ও আমল হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে।

এ রাত বান্দার মাগফিরাতের রাত, প্রার্থনা কবুলের রাতঃ যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ

عَنْ عُثْمَانَ بْنَ اَبِى الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذْ كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلَ فِيْهَا اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا نَادٰى مُنَادٍ هَلْ مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَلَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَاَعْطِيَهُ فَلَا يَسْئَلَ اَحَدٌ اِلَّا اَعْطِىَ اِلَّا زَانِيَةٌ بِفُرْجِهَا اَوْ مُشْرِكٍ [اَلْبَيْهَقِىْ]

হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে প্রথম আকাশে একজন ঘোষক অবতরণ করে ডাকতে থাকেন 'কেউ ক্ষমা চাওয়ার আছ কি? চাইলেই ক্ষমা করা হবে।' কেউ কিছু চাওয়ার আছ কি? তাকে দেয়া হবে। যা চাওয়া হবে তাই দেয়া হবে শুধু জিনাকারী ও আল্লাহর সাথে শরীককারী ব্যক্তি এ সৌভাগ্য লাভ করে না। (সুনানে বায়হাকী)

শা'বান মাসে রোযা রাখা রাসূলে পাকের সুন্নাতঃ এরশাদ হচ্ছে-

عَنْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَرَكَ تَصُوْمُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُوْرِ مَا تَصُوْمُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ ذَالِكَ شَهْرٌ يَّغْفِلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَّ رَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ يَرْفَعُ فِيْهِ الْاَعْمَالُ اِلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَاَحِبُّ اَنْ يُّرْفَعَ عَمَلِىْ وَاَنَا صَائِمٌ

[ابن رنجويه - ابن ابى حاتم - كنز العمّال]

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন আমি প্রশ্ন করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসে যত রোযা রাখেন অন্য কোন মাসে আপনাকে এতো রোযা রাখতে দেখিনা এর কারণ কি? তখন রাসুল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বলেন এ মাস রজব ও রমযানের মধ্যবর্তী, এ মাস থেকে মানুষ গাফেল রয়েছে, এ মাসে আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের কাছে বান্দার (এক বছরের) আমল উঠানো হয়। আমি পছন্দ করি আমার আমলসমূহ এমন অবস্থায় উঠানো হোক যে আমি রোযাদার। (কানযুল উম্মাল, দুররে মানসুর, খ-৭, পৃ. ৪০১)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ شَهْرٍ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ لِاَنَّهُ يَنْسِخُ فِيْهِ اَرْوَاحَ الْاَمْوَاتِ حَتّٰى اَنَّ الرَّجُلَ يَتَزَوَّجُ وَقَدْ رَفَعَ اِسْمُهُ فِيْمَنْ يَمُوْتُ وَاَنَّ الرَّجُلَ لَيَحُجَّ وَقَدْ اِسْمُهُ فِيْمَنْ يَمُوْتُ

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, শা'বান মাসের মতো অন্য কোন মাসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এতো অধিক রোযা রাখতেন না কেননা এ মাসেই জীবিতদের তালিকা থেকে মৃতদের নামের তালিকা তৈরি করা হয়, এমনকি একজন লোক বিয়ে করে অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায় উঠে যায়। আর একজন লোক হজ্ব করছে অথচ তার নামও মৃতদের তালিকায় স্থান পায়।
(খতিব বাগদাদী পৃ. ১৪)

শবে বারাআতে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের দরজা খুলে দেন, যেমন এরশাদ হয়েছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَفْتَحُ اللّٰهُ الْخَيْرَ فِىْ اَرْبَعِ لَيَالٍ - لَيْلَةُ الْاَضْحٰى - وَالْفِطْرِ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْسَخُ فِيْهَا الْاٰجَالَ وَالْاَرْزَاقَ وَيُكْتَبُ فِيْهَا الْحَاجَّ وَفِىْ لَيْلَةِ عَرَفَةَ اِلَى الْاَذَانِ [اَخْرَجَ الْخَطِيْبُ فِىْ رَوَاهُ مَالِكٍ]

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, চার রাতে আল্লাহ কল্যাণের দরজা খুলে দেন। ঈদুল আজহা-কুরবানীর ঈদের রাত, ঈদুল ফেতরের রাত, শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত, যে রাতে মৃতের তালিকা তৈরি হয়, রিযিক নির্ধারিত হয় এবং কারা হজ্বে যাবেন তাদের লিষ্ট তৈরি হয়। আরফার রাত (৮ জিলহজ্ব দিবাগত রাত) ফজরের আজান পর্যন্ত। (সুনানে ইবন মাজা- পৃ. ১০০)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَلَا مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَلَهُ اَلَا مُبْتَلِىٰ فَاُعَافِيَهِ اَلَا مُسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقَهُ اَلَا كَذَا اَلَا كَذَا حَتّٰى يُطْلَعَ الْفَجْرُ وَفِىْ رِوَايَةٍ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ [ابْن مَاجه]

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন শাবানের চৌদ্দ তারিখ আসবে, সে রাতে তোমরা কিয়াম করবে (সালাত ইবাদত বন্দেগীতে কাটাবে) এবং দিনে রোযা রাখবে। আল্লাহ তা'আলা এ রাতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কেউ আছ কি? ক্ষমা চাইলে আমি গুনাহ্ ক্ষমা করে দেব। কেউ রোগাগ্রস্ত আছ কি? (রোগ মুক্তি প্রার্থনা করলে) আমি আরোগ্য দান করব। কেউ রিযিক চাওয়ার আছ কি? আমি তোমাকে রিযিক (জীবনোযাপকরণ) দেব। কেউ আছ কি? কে আছ কি? এভাবে ফজর পর্যন্ত ঘোষণা আসতেই থাকে। কোন কোন বর্ণনা মতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এ ঘোষণা চলতে থাকে।

[ইবনু মাজাহ্-১/৪৪৪, হাদীস নং-১৩৮৮, মিসবাহুয্ জুযাযাহ্ مصباح الزجاجه আল্লামা কিনানী-২/১০ হাদীস নং-৪৯১, তারগীব ওয়াত তারহীব-২/৭৫ হাদিস নং-১৫৫]

শবে বারাআতে কবর যিয়ারত করা সুন্নাত, যেমন এরশাদ হয়েছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَاِذَا بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ اَكُنْتِ تَخَافِيْنَ اَنْ يَحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنَّكَ اَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِاَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ بَنِىْ كَلْبٍ [رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَزَادَ رَزِيْنٌ مِمَّنْ اِسْتَحَقَّ النَّارَ- مشكواة-١١٥]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে হারিয়ে ফেললাম। অর্থাৎ মধ্যরাতে তাকে আমি বিছানায় দেখতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পেলাম না। এ সময় ঘর ছেড়ে গিয়ে তিনি জান্নাতুল বাকীতে অবস্থান করতে ছিলেন। (এবং এ সময় মুনাজাত রোনাজারিতে মশগুল ছিলেন) আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন তুমি কি এ ভয় করেছ যে, আল্লাহ এবং রাসুল তোমার প্রতি যুলুম করেছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি ধারণা করেছি আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর গৃহে গিয়েছেন। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা অর্ধ শাবানের (১৫ শাবান) রজনীতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এরপর বনী কলবের বকরির পশমের সংখ্যার চেয়ে অধিক বান্দাকে ক্ষমা করেন।

[তিরমিযী ১/১৫৬ ও ইবনে মাজাহ, ইবনে আবি শায়বা, বায়হাক্বী]

অবশ্য আল্লামা রাযীন এ হাদিসের সঙ্গে একটু বাড়তি অংশ বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে সেই সমস্ত বান্দাদের ক্ষমা করা হয়, যাদের উপর দোযখ ধার্য হয়েছে। [মিশকাত-১৪৫]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِاَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ [رَوَاه المصابيح]

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং এ রাতে কেলাব গোত্রের বকরী সমূহের পশমের সংখ্যা পরিমাণ গুনাহগারকে ক্ষমা করেন।[২৫][মাসাবিহুস সুন্নাহ]

উক্ত হাদিসসমূহে আল্লাহ তা'আলার অবতরণ অর্থ আল্লাহ তা'আলা স্বশরীরে অবতরণ অর্থ নয় বরং এর অর্থ হল-

وَهُوَ نُزُوْلُ رَحْمَتِهٖ وَمَزِيْدُ لُطْفِهٖ وَمَغْفِرَتِهٖ عَلٰى عِبَادِهٖ وَاِجَابَةُ دَعْوَتِهِمْ وَقَبُوْلُ تَوْبَتِهِمْ

আল্লাহ তা'আলার অবারিত রহমত অসীম অনুগ্রহ ও মাগফিরাত তার বান্দাদের উপর অবতীর্ণ হয় এবং তাদের দোয়া এবং তওবা কবুল হয়। (মাজালেসুল আবরার, পৃ.১৬৪)

عَنْ كَعْبِ الْاَحْبَارِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ يَبْعَثُ اللّٰهُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ جِبْرَائِيْلَ اِلَى الْجَنَّةِ فَيَاْمُرُهَا اَنْ تَتَزَيَّنَ وَيَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِعْتَقَ فِىْ لَيْلَتِكَ هٰذِهٖ عَدَدَ نُجُوْمِ السَّمَاءِ وَعَدَدَ اَيَّامِ الدُّنْيَا وَلَيَالِيْهَا [نزهة المجالس جلد-]

কাব-আল আহবার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহান

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ ১৪ই শা'বান দিবাগত রাতে হযরত জিব্রাইল আমীনকে বেহেশতে প্রেরণ করেন। তিনি বেহেশতকে সুসজ্জিত হতে নির্দেশ দেন। আরো বলেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তোমার এ রাতে আকাশের তারকা এবং পৃথিবীর দিবারাতের সংখ্যানুযায়ী অসংখ্য বান্দাবান্দীকে দোযখ হতে মুক্তি দেন।

[নুযহাতুল মাজালেস খন্ড-১ পৃ. ১৫৮]

আল্লামা নববী (রাহ.) تهذيب الاسماء واللغات (তাহজীবুল আসমা ওয়াল লোগাত গ্রন্থে লিখেন كعب بن ماتع اسلم فى خلافة الصديق رضى الله تعالى عنه وروى عنه جماعة من الصحابة واتفقوا على كثرة علمه وتوثيقه কা'ব বিন মা'তে হযরত আবু বকর (রা.) এর খেলাফত আমলে ইসলাম গ্রহণ করেন। একদল সাহাবা তার সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন, এলেমের অধিক্য বিশ্বস্ততার উপর সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মত।

আল্লামা ইসবাহানী মুয়াজ বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে পাঁচ রাতে রাত জাগরণ করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। জিলহজ্বের ৮ম, ৯ম, দশম তারিখের রাত, ঈদুল ফিতরের রাত, শা'বানের পনের তারিখের রাত অর্থাৎ শবে বারাআত। (হুলাইয়াতুল আউলিয়া)

শবে বরাআতে রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়, এরশাদ হয়েছেঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَ نِىْ جِبْرَائِيْلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَقَالَ يَامُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ اِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ مَاهٰذِهِ الَّيْلَةُ قَالَ هٰذِهِ لَيْلَةُ يَفْتَحُ اللّٰهُ فِيْهَا ثَلٰثُمَائَةَ بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الرَّحْمَةِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِجَمِيْعِ مَنْ لاَ يُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ سَاحِرًا اَوْ كَاهِنًا اَوْ مُصِرًّا عَلَى الزِّنَا وَالرِّبَا اَوْ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَفِى رِوَايَةٍ الْمُشَاحِنُ وَعَاقُ الْوَالِدَيْنِ

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ রাতে জিব্রাইল আমার কাছে আসেন এবং বলেন হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে দেখুন, আমি বলি, এ রাতে কি হচ্ছে, জিব্রাইল (আ.) বলেন এ রাতে আল্লাহ তা'আলা তার রহমতের তিনশ দরজা খুলে দেন। আল্লাহ তা'আলা এ রাতে কয়েক শ্রেণীর লোক ছাড়া সকল গুনাহগারকে ক্ষমা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করেন। তারা হল, যারা আল্লাহর সাথে শেরেক করে, যাদুকর, গনক, জ্বিনার কাজে লিপ্ত, সুদের সাথে জড়িত, মদপানকারী, অন্য বর্ণনা মতে অপর মুসলিম ভায়ের সাথে ঝগড়া বিবাদকারী ও মাতা পিতার অবাধ্য সন্তান। [মাতাপিতার মনে কষ্ট দেয়, তাদের কথা শুনে না।] (নুযহাতুল মাজালিস, খ-১. পৃ.১৫৬)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) আরো বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, রাতের এক চতুর্থাংশে জিব্রাঈল (আ.) এসে বলেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপনার মাথা উঠান। আমি মাথা উঠিয়ে দেখি বেহেশতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হয়েছে। প্রথম দরজায় একজন ফেরেশতা ঘোষণা করছেন-

طُوْبٰى لِمَنْ رَكَعَ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ

যে ব্যক্তি এ রাতে রুকু করবে তার জন্য সুসংবাদ

দ্বিতীয় দরজায় অপরজন ঘোষণা করেছেন-

طُوْبٰى لِمَنْ سَجَدَ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ

যে ব্যক্তি এ রাতে সিজদা করবে তার জন্য সুংসংবাদ

তৃতীয় দরজায় আরেকজন ঘোষণা দিচ্ছেনঃ

طُوْبٰى لِمَنْ دَعَافِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ

এ রাতে যে ব্যক্তি দোয়া করবে তার জন্য সুসংবাদ

চতুর্থ দরজায় অপর একজন ঘোষণা করেছেনঃ

طُوْبٰى لِلذَّاكِرِيْنَ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ

এ রাতে যারা আল্লাহর জিকির করবেন তাদের জন্য সুসংবাদ

পঞ্চম দরজায় আরেক জন ঘোষণা দিচ্ছেন

طُوْبٰى لِمَنْ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ

আল্লাহর ভয়ে যারা এ রাতে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদবে তাদের জন্য সুসংবাদ।

ষষ্ঠ দরজায় অপর জন ঘোষণা দিচ্ছেন

طُوْبٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ

এ রাতে যারা আল্লাহর সামনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করবে তাদের জন্য সুসংবাদ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সপ্তম দরজায় আরেকজন ফেরেশতা ঘোষণা দিচ্ছেন

هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطٰى سُؤَالُهُ

কোন প্রার্থী আছ কি? যা চাইবে তাকে তাই দেয়া হবে।

অষ্টম দরজায় অপর একজন ঘোষণা দিচ্ছেন

هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُلَهُ

কেউ গুনাহ ক্ষমা প্রার্থী আছ কি? তাকে ক্ষমা করা হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, এসব বেহেশতের দরজা কতক্ষণ খোলা থাকবে? তিনি বললেন, রাতের শুরু থেকে ফজর পর্যন্ত। এরপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলা এ রাতে তাঁর বিশেষ রহমতে কালব গোত্রের বকরীর লোম সংখ্যক জাহান্নামীকে মুক্তি দেবেন।

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, একদা শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার কম্বলের নীচ থেকে বের হয়ে যান। আমার এই কম্বল সিল্ক উল বা রেশমের তৈরি ছিল না। হযরত ওরওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রশ্ন করেন, সুবহানাল্লাহ তাহলে কিসের তৈরি ছিল? আমি বললাম, তা বকরীর পশম দিয়ে তৈরি ছিল, আর উটের পশম দিয়ে চার পাশে মোড়ানো ছিল। হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি মনে করে ছিলাম তিনি হয়ত অন্য কোন স্ত্রীর হুজরায় গিয়েছেন, আমি ঘরের ভেতর তাঁকে খুঁজতে ছিলাম, হঠাৎ আমার হাত রাসূলে খোদার কদম মুবারকে পড়ল। তিনি সিজদায় গিয়ে দোয়া করছেন আমি দোয়াটি মুখস্ত করেছি। দোয়াটি ছিল-

سَجَدَلَكَ سَوَادِىْ وَجَنَانِىْ وَاٰمَنَ بِكَ فُؤَادِىْ اَبُوْلَكَ بِالنَّعْمِ وَاعْتَرِفُ لَكَ بِالذَّنْبِ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ نَقْمَتِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

ওগো আল্লাহ! আমার চোখের পুতলী ও মনের দৃষ্টি আপনার কদমে সিজদা দিয়েছে। আমার অন্তর আপনার প্রতি ঈমান এনেছে। আপনার অবারিত নেয়ামত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি লাভ করেছি। আপনার দরবারে আমার গুনাহ্গুলোর কথা স্বীকার করছি, আমি আমার নফসের উপর জুলুম করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দিন আপনি ছাড়া তো ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আমি আপনার ক্ষমার উসিলা দিয়ে আপনার শাস্তি হতে পানাহ্ চাই, আপনার রহমতের উসিলায় অসন্তোষ থেকে পানাহ চাই, আপনার রেজামন্দীর উসিলায় ক্রোধ থেকে পানাহ চাই, আপনার কাছেই একমাত্র পানাহ চাই। আপনার প্রশংসা আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আপনি নিজেই নিজের প্রশংসা করার যোগ্য" হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, এরপর তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন-

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ قَلْبًا تَقِيًّا مِنَ الشَّرِ نَقِيًّا لَا جَافِيًا وَلَا شَقِيًّا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মার যুকনী কালবান্ তাকীয়ান মিনাশ্‌ররে, নাকিয়ান লা জাফিয়ান, ওয়ালা শাকীয়ান।

"ওগো আল্লাহ! আমায় দান করো এমন কালব যা তাকওয়ায় পরিপূর্ণ হবে, অপবিত্রতা, অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে মুক্ত থাকবে।

হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিছু সময় সালাতে দাঁড়িয়ে, কিছু সময় বসে দোয়ায় গোটা রাত কাটিয়েছেন। তাঁর দু'পা মুবারক ফুলে যায়, আমি দুই হাত দিয়ে সে গুলো টিপে দেই, আর বলিঃ ওগো আল্লাহর রাসুল! আমার বাপ মা আপনার জন্য কুরবান হোক! আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের গুনাহ থেকে মুক্ত রাখেন নি? আপনার সাথে কি আল্লাহ ওমুক ওমুক কাজ করেন নি? আল্লাহর রাসুল জবাবে বললেন, হে আয়শা! হে হুমায়রা! আমি কি আল্লাহর শোকরগোজার বান্দা হবনা? তোমার কি জানা আছে, এটি কোন রাত? আমি বললাম, এ রাতে কি হয়? আল্লাহর রাসুল বললেন-

فِيْهَا يَكْتُبُ كُلُّ مَوْلُوْدٍ فِىْ هٰذِهِ السَّنَةِ وَفِيْهَا يَكْتُبُ مَيِّتٌ وَفِيْهَا تَنْزِلُ اَرْزَاقُهُمْ وَفِيْهَا تُرْفَعُ اَعْمَالُهُمْ وَاَفْعَالُهُمْ

এ রাতে সকল নবাগত সন্তানের নাম লেখা হয়, যারা পরবর্তী বছর জন্ম গ্রহণ করবে, এবং রাতে ঐ সকল লোকের তালিকা তৈরি করা হয়ে যায় যারা মৃত্যুবরণ করবে। এ রাতে সৃষ্টির রিযিক অবতীর্ণ হয় (বন্টন হয়) এ রাতে মানুষের পূর্বেকার কাজ-কর্মের গোটা আমলনামা উর্ধ্ব জগতে উঠানো হয়। (গুনিয়াতুত্ তালেবীন পৃ. ৩৬৪)

উক্ত হাসিদসমূহ বিশ্ব বিখ্যাত সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুহাদ্দিস, মুফতী ও ওলীকুল শিরমণি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সনদসহ বর্ণিত হাদিস, ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এর এহইয়াউ উলুমুদ্দীন গ্রন্থ ও ইমাম জালাল উদ্দীন সিয়ূতী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র রচিত প্রখ্যাত তাফসীরে দুররে মানসুরে উল্লেখিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সহজেই বুঝা যায় যে, এ মুবারক রাতে আল্লাহর রাসুল আল্লাহরই নির্দেশে সহযোগিতায় রহমত ও বরকত লাভের জন্য ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিয়েছেন এবং সিজদায় পড়ে আল্লাহর দরবারে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে মুনাজাত করেছেন। কাজেই মাগফিরাত ও নাজাতের রাত হিসেবে এ রাতে ইবাদত বন্দেগী করা সুন্নাতে রাসূলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন-

رايت النبى صلى الله تعالٰى عليه وسلم فى ليلة النصف من شعبان ساجدًا يدعو فنزل جبريل فقال ان الله قد اعتق من النار الليلة بشفاعتك ثلث امتك فزادعليه السلام فى الدعاء فنزل جبرئيل فقال ان الله يقرأ ئك السلام ويقول اعتقت نصف امتك من النار فزاد عليه السلام فى الدعاء فنزل جبرئيل وقال ان الله اعتق جميع امتك من النار بشفاعتك الامن كان له خصم حتى يرضى خصمه فزاد عليه السلام فى الدعاء فنزل جبرئيل عند الصبح وقال ان الله قد ضمن لخصماء امتك ان يرضيهم بفضله ورحمته فرضى النبى عليه السلام [روح البيان جلد ٤.٣]

আমি নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শা'বানের ১৪ তারিখ রাতে দেখেছি সেজদায় পড়ে দোয়া করছেন। (হুজুরের দোয়ার অবস্থা দেখে) হযরত জিব্রাইল (আ.) অবতীর্ণ হলেন এবং বললেন আল্লাহ আপনার শাফাআতে আজকের রাতে আপনার উম্মতের তিনভাগের এক ভাগ উম্মতকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। একথা শুনে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বেশী বেশি দোয়া করতে লাগলেন, আবার জিব্রাইল (আ.) অবতীর্ণ হয়ে বললেন আল্লাহ আপনাকে সালাম জানিয়ে বলেছেন আপনার শাফাতের কারণে আপনার অর্ধেক উম্মতকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। হুজুর আরো বেশি বেশি দোয়া শুরু করলেন। এবার জিব্রাইল অবতীর্ণ হয়ে বললেন আল্লাহ আপনার উম্মতের মধ্যে মামলার আসামী ছাড়া সবাইকে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দিয়েছেন যতক্ষণ না তাদের ঝগড়া মিটিয়ে পরস্পরে রাজী হয়ে যাবে। একথা শুনে আল্লাহর নবী আরো বেশী বেশী দোয়া শুরু করলেন এতে ভোর হয়ে গেল। জিব্রাইল অবতীর্ণ হয়ে বললেন আল্লাহ্ আপনার ঝগড়াটে উম্মতের জামিন হয়ে তারই অনুগ্রহ ও রহমতে তাদেরকেও রাজী করে মুক্ত করে দিয়েছেন। এরপর আল্লাহর নবী সন্তুষ্ট হলেন। [তাফসীরে রুহুল বয়ান- খণ্ড-৮ পৃ.৪০৪]

শবে বারাআতের জন্য হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম এর আকুতী

مرّعيسى بن مريم عليه السّلام على جبل فرأى فيه صخرة بيضاء فطاف بها عيسى عليه السّلام وتعجّب عنها فأوحى الله إليه أتريد أن أبسّر لك أعجب مما رأيت قال نعم فانفلقت الصخرة عن رجل بيده عكازة خضراء وعنده شجرة عنب فقال هذا ارزق كل يوم فقال كم تعبد الله فى هذا الحجر فقال منذ أربع مائة سنة فقال عيسى يارب ما اظن أنك خلقت خلقا أفضل منه فقال من ليلة النصف من شعبان من أمة محمد صلى الله تعالٰى عليه وسلم ركعتين فهو أفضل من عبادته أربع مائة عام قال عيسى ليتنى من أمة محمد صلى الله تعالٰى عليه وسلم [كذافى نزهة المجالس جلد ١٠٧]

একদা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম একটি পাহাড় অতিক্রম করছিলেন। পথে একটি বড় আকারের সাদা পাথর দেখতে পান। পাথরটির আকর্ষণে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম বারবার তা ঘুরে দেখছিলেন। পাথরটি তাঁর কাছে বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা তার কাছে ওহী প্রেরণ করে বললেন, আপনি কি চান যা দেখলেন এর চেয়েও বিস্ময়কর কিছু আপনাকে দেখাব? হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম বললেন, হ্যাঁ, তখনই সাদা পাথরটি ফেটে দু'ভাগ হয়ে গেল। তিনি দেখলেন এক ব্যক্তি সেখানে রয়েছেন এবং তাঁর হাতে রয়েছে সবুজ রংয়ের একটি লাঠি তাঁর পাশেই রয়েছে একটি আঙ্গুর গাছ। ঐ ব্যক্তি বললেন, এটাই আমার প্রতি দিনের রিযিক। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম জিজ্ঞেস

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করলেন, কতদিন থেকে আপনি এ পাথরের ভেতর রয়েছেন? তিনি জবাবে বললেন, চার'শ বছর ধরে আমি এখানে আছি। তখন হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম বললেন হে পরওয়ারদিগার! আমার মনে হচ্ছে আপনি আপনার এ বান্দার চেয়ে উত্তমা আর কাউকে সৃষ্টি করেন নি। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, উম্মতে মুহাম্মদীর যে কোন লোক শবে বারাআতে দু'রাকআত নামায আদায় করবে, এ ব্যক্তির চার'শ বছরের ইবাদতের চেয়েও তা উত্তম হবে। (অর্থাৎ অধিক ছাওয়াবের অধিকারী হবে) তখন হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম আকুতি জানালেন, হায় আমি যদি উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত হতাম। [নুযহাতুল মাজালেস-২য় খন্ড, পৃ. ১৫৭]

মনীষীগণের দৃষ্টিতে শবে বারাআত

১। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন

يَنْزِلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مَسِيْ اِلَّا رَجُلٌ مُشْرِكٌ فِىْ قَلْبِهٖ شَحْنَاءُ [اَلْبَيْهَقِىْ]

আল্লাহ তা'আলা শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ প্রথম আকাশে তাঁর তাজাল্লী (প্রভা) বিকিরণ করেন আর মুশরিক এবং হিংসুক ছাড়া অন্যান্য গুনাহগারকে ক্ষমা করেন। (বায়হাক্বী শরীফ)

২। প্রখ্যাত তাবেয়ী আল্লামা আতাবিন ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

مَابَعْدَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةٍ مِنْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَهِىَ مِنَ اللَّيَالِىْ الَّتِىْ يُسْتَجَابُ فِيْهَا الدُّعَاءُ

লাইলাতুল কদরের পরই শবে বরাতের সর্বোত্তম রাত। কেননা এ রাতটি ঐ সব রাতেরই একটি, যে রাতে দোয়া কবুল হয়। (নুযহাতুল মাজালেছ-খ-১, পৃ. ১৫৭)

৩। হযরত হাকীম ইবনে কাইসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন

يُطْلِعُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى خَلْقِهٖ فِى النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَمَنْ طَهَّرَهُ فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ زَكَاهُ اِلٰى مِثْلِهَا-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ তা'আলা শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে তার সৃষ্টির প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে থাকেন, যে ব্যক্তি এ রাতে পবিত্রতা অর্জন করে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী শবে বরাত পর্যন্ত তাকে পবিত্র রাখেন। (রওজুল আফকার)

৪। মাজালিসুস আবরার গ্রন্থকার লিখেন-

وَكَانَ التَّابِعُوْنَ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ كَخَالِدِبْنِ مَعْدَانَ وَمَكْحُوْلٌ وَلُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ وَغَيْرُهُمْ يُعَظِّمُوْنَهَا وَيَجْتَهِدُوْنَ بِالْعِبَادَةِ فِيْهَا

শামের (বর্তমান সিরিয়া) প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত খালেদ ইবনে মা'দান, মাকহুল, লোকমান ইবনে আমের (রাহ) ও অন্যান্য তাবেয়ী এ রাতকে অত্যন্ত সম্মান দান করতেন এবং এ রাতে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। (মাজালেসুল আবরার পৃ. ১৬৫)

৫। বড়পীর হযরত আবদুল কাদেরী জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

فَعِيْدُ الْمَلَائِكَةِ لَيْلَةُ الْبَرَاَةِ وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ وَعِيْدُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْاَضْحٰى وَعِيْدُ الْمَلَائِكَةِ بِاللَّيْلِ لِاَنَّهُمْ لَا يَنَامُوْنَ وَعِيْدُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالنَّهَارِ لِاَنَّهُمْ يَنَامُوْنَ وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَظْهَرَ لَيْلَةَ الْبَرَاَةِ لِاَنَّهَا لَيْلَةُ الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ وَلَيْلَةِ السَّخَطِ وَالرِّضٰى لَيْلَةَ الْقَبُوْلِ وَالرَّدِ وَالْوَصُوْلِ وَالصَّدِّ لَيْلَةُ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَالْكَرَامَةِ وَالنُّقَا

'ফেরেশতাগণের ঈদ হলো লাইলাতুল বারাআত ও লাইলাতুর কুদর মু'মিনগণের ঈদ হলো ঈদুল ফিতরের দিন ও ঈদুল আযহার দিন, ফেরেশতাদের ঈদ রাতে কেননা তারা ঘুমায় না, মু'মিনের ঈদ দিনে, কেননা তারা রাতে ঘুমায়। আল্লাহ শবে বারআতে প্রকাশিত হন, কেননা এ রাত নির্দেশের ফয়সালার, ক্রোধের ও সন্তুষ্টির, কবুলের, প্রত্যাখ্যানের, নৈকট্যের, দূরত্বের, সৌভাগ্যের, দুর্ভাগ্যের, মর্যাদার, এবং পররিযগারীর রাত। [গুনিয়াতুত্ তালেবীন-৩৬৫]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শবে বারাআতের রোযা

প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ আইয়্যামে বিজের (চন্দ্রের শুক্লপক্ষ) রোযা রাখা বহু সায়াবের কাজ। আর শবে বারাআতের রোযা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসে অধিক রোযা রাখতেন। যেমন উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন-

لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ فِىْ شَهْرٍ بَعْدَ رَمَضَانَ اَكْثَرُ صِيَامُهُ فِىْ شَعْبَانَ وَذَالِكَ اَنَّهُ كُلُّ مِنْ يَمُوْتَ فِىْ ذَلِكَ السَّنَةُ فَيُنْسَخُ اِسْمُهُ فِىْ شَعْبَانَ مِنَ الْاَحْيَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ وَاَنَّ الرَّجُلَ لَيُسَافِرُ وَقَدْ نَسَخَ اِسْمُهُ فِيْمَنْ يَّمُوْتُ

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রযমান মাসের পর শা'বান মাসের চেয়ে এতো অধিক রোযা আর কোন মাসে রাখেন নি। আর এটা এ জন্য যে, পরবর্তী বছরে যারা মৃত্যু বরণ করবে এ শা'বান মাসেই জীবিতদের তালিকা থেকে মৃতুদের তালিকায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ হয়। লোকটি সফররত অথচ তার নাম মৃতুদের সাথে লেখা হয়ে যায়। (গুনিয়াতুত্ তালেবীন-)

শবে বারাআত উপলক্ষে কমপক্ষে দু'টি রোযা রাখতে হয়। কারণ আহলে কিতাবগণ এক রোযা রাখার নিয়ম চালু করেছে। আল্লাহর নবী তাই যে কোন সময় নফল রোযা রাখতে হলে কমপক্ষে দু'টি রোযার নির্দেশ দিয়েছেন। এ রোযা হবে শা'বান মাসের চৌদ্দ ও পনর তারিখ। আল্লাহর রাসুল ইরশাদ করেছেন

اِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا [الحديث]

শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে নামায ও ইবাদত বন্দেগীতে কাটাবে আর দিনে রোযা রাখবে। তাই এ মাস মুবারক রাতের ফজিলত ও বরকত লাভের জন্য রোযা রাখা যে একটি উত্তম কাজ এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

(ইবনে মাজা ১/৪৪৪)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শবে বারাআতের ইবাদত

১.। শবে বারাআতে ইবাদতের মধ্যে নফল সালাত আদায় করা। সালাতের কোন নির্ধারিত রাকাআত নেই। যে যত অধিক পড়বে তার সওয়াবও তত বেশী হবে। তবে কমপক্ষে বার রাকাআত পড়া সম্পর্কে হাদীসে বর্ণনা রয়েছে-

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِثْنَتَى عَشَرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ مُحِيَتْ سَيِّاَتُهُ وَبُوْرِكَ لَهُ فِىْ عُمْرِهِ

মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে (শবে বারআত) বার রাকআত সালাত আদায় করবে এর প্রতি রাকাআতে একবার সূরাতুল ফাতিহা আর দশবার সূরা ইখলাছ (কোল হুয়াল্লাহু আহাদ) পড়বে আল্লাহ তা'আলা এর বদৌলতে তার জীবনের গুনাহ্ (মাফ) করে দেবেন এবং তার জীবনে বরকত দান করবেন।

[নুজহাতুল মাজালেস খন্ড-১, পৃ. ১৫৮]

২. এ রাতের অপর কাজ হলো কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা। যেহেতু কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণে এ রাতের এতো মর্যাদা, তাই তিলাওয়াত ও মর্মার্থ অনুধাবন করা হবে এ রাতের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৩. আল্লাহ তা'আলার যিকির করা। বিভিন্ন তাসবিহ আদায় করা। যেমন হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম এর উপর অবতীর্ণ তাওরাত কিতাবে লেখা রয়েছে।

مَنْ قَالَ فِىْ شَعْبَانَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ كَتَبَ اللّٰهُ عِبَادَةَ اَلْفِ سَنَةٍ وَمَحَاعَنْهُ ذُنُوْبَ اَلْفِ سَنَةٍ وَخَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَكَتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا۔

যে ব্যক্তি শা'বান মাসে এ ঘোষণা দেবে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোন এলাহ নেই, (কোন স্রষ্টা, আইনদাতা, বিপদে মুক্তিদাতা, সমস্যার সমাধানকারী হিসেবে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাউকে স্বীকার করি না) একমাত্র তাঁরই বিধান একনিষ্ঠভাবে মেনে নিয়ে তারই ইবাদত করছি যদিও কাফের গোষ্ঠি এটা পছন্দ করে না।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

আল্লাহ তা'আলা তার আমলনামায় এক হাজার বছরের নফল ইবাদতের সওয়াব দেবেন। এক হাজার বছরের ছাগিরা গুনাহ্ ক্ষমা করবেন এবং তিনি কবর থেকে বের হবেন এমন অবস্থায় যে,তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত হবে এবং আল্লাহর দরবারে ছিদ্দিক হিসেবে তার নাম লেখা থাকবে। (নুযহাতুল মাজালেছ খণ্ড-১, পৃ.১৫৯)

৪. এ রাতের আরেকটি কাজ হলো বেশী বেশি আল্লাহর রাসুলের উপর দরুদ শরীফ পড়া। কারণ কোন দোয়াই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর দরুদ ছাড়া কবুল হয় না। যে কোন দরুদ পড়া যায়। তবে নিম্ন লিখিত দরুদ শরীফ অধিক ফায়দা দিতে পারে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়ে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম।

এ দরূদের সাথে সাথে আমাদের উচিত আল্লাহর রাসুলকে সালাম দেয়া। কারণ তাঁর উসিলায় আমরা এ মুবারক রাত পেয়েছি।

৫. খালেছ অন্তরে তওবা করে নিজের পরিবার আত্মীয় স্বজন বিশেষ করে মা-বাবা-ওস্তাদ, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী দেশবাসী ও মজলুম মুসলমানের জন্য দোয়া করা। ইমাম জাফর সাদেক রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন-

الصلوة ليلة النصف من شعبان اربع ركعات تقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله احد مائتين وخمسين مرة ثم تجلس وتشهد وتسلم وتدعو بعد التسليم فتقول - اللهم انى اليك فقير (وانى عائذبك) من عذابك خائف وبك مستجير - رب لاتبدل اسمى رب لا تغير جسمى رب لا تجهد بلائى - اللهم انى اعوذ بعفوك من عقوبتك واعوذ برضاك من سخطك واعوذ برحمتك من عذابك واعوذبك منك لااله الا انت جل ثناؤك لااحصى مدحتك ولا الثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وفوق مايقول قائلون

[صحيفه الباقربه والصاردقية جلد- ٣٩٣]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শবে বারাআতের নামায চার রাকআত। প্রত্যেক রাকআতে একবার সুরা ফাতেহা, সূরা ইখলাস আড়াইশ বার এরপর তাশাহহুদ ও সালামের পর নিম্নলিখিত দোয়া পড়বে।

হে আল্লাহ আমি একজন অসহায়। আমি আপনার আজাবকে ভয় করি আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আমার নাম যেন পরিবর্তন না হয়, আমার শরীর যেন বিকৃত না হয়, হে রব আমার পরীক্ষা নিয়ো না, হে আল্লাহ্ আমি আপনার ক্ষমার উসিলা দিয়ে বলছি আপনার শাস্তি থেকে নাজাত চাই, আপনার গোস্বা ও রাগ থেকে আপনারই সন্তুষ্টির উসিলায় পানাহ্ চাই, আপনার রহমতের সন্তুষ্টির উসিলায় পানাহ্ চাই, আপনার রহমতের গুণে আপনার আজাব থেকে মুক্তি চাই, আপনারই কাছে মুক্তি চাই, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আপনার প্রশংসা সুমহান, আপনার প্রশংসা ও গুণগুণের শেষ নেই। কারো পক্ষে আপনার যথাযথ প্রশংসা করা সম্ভব নয়। আপনি নিজেই নিজের প্রশংসায় যা বলেছেন তাই যথার্থ। যত সৃষ্টি যেভাবেই আপনার প্রশংসা করে থাকে আপনি তারও উর্দ্ধে।

(সহীফায়ে কাদেরিয়া পৃ. ৩৯৩)

৬. শরীয়ত সম্মত পন্থায় মা, বাবা, আত্মীয়, স্বজন আল্লাহর ওলীদের কবর যিয়ারত করা। আল্লাহর রাসুল এ রাতে জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত সাহাবায়ে কেরামগণের কবর যিয়ারত করেছেন।

৭. ফকীর মিসকিনকে দান খয়রাত করা। সদকার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসীবত দূর করেন।

৮.। পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে সাক্ষাৎ এবং পরস্পরে সৌহার্দ্য পরিবেশ বজায় রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নফল নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতুআন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকাআতাই ছালাতিন্ নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

নফল নামায পড়ার নিয়ম

দুই রাকাআত করে নফল নামায পড়তে হবে। প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতেহার পর ৩বার সূরা ইখলাছ (কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ) পড়তে হবে। কিছু লোক নামাযের রাকাআত বৃদ্ধির খাতিরে তাড়াতাড়ি করে নামায পড়ে থাকেন, তা ঠিক নয় বরং আল্লাহর দরবারে সেই ইবাদত প্রশংসনীয় যে ইবাদত আন্তরিকতা ও শান্ত মনে আদায় করা হয়।

শবে বারাআতের নামায সম্পর্কে ইমাম গায্যালী (রাহ.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন গ্রন্থে লিখেন-

يصلى فى الليلة الخامسة عشره من شعبان مائة ركعة كل ركعتين بستليمة يقرأفى كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله احد عشر مرّات وان شاء صل عشر ركعات يقرا فى كل ركعة بعد الفاتحة مائة مرة قل هو الله احد فهذه ايضا اى كصلوٰة رجب مروية عن النبى عليه السلام فى جملة الصلوة كان السلف يصلون هذه الصلواة فى هذه الليلة ويسمونها صلواة الخير ومجتمعون فيها وربما صلوها جماعة۔

শবে বারাআতে এক সাথে একশত রাকআত পড়তে হয়, প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহার পর সুরা ইখলাস ১০ বার, আর যদি ১০ রাকআত পড়া হয় তা হলে প্রতি রাকআতে সূরা ফাতেহার পর সুরা ইখলাছ ১০০ বার। এ নামাযটি রজব মাসের নামাযের মত যে সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, অতীতে গ্রহণযোগ্য আলেম ও সালেহীন গণ এরাতে এ নফল নামায আদায় করেছেন, আর এ নামাযের নাম দিয়েছেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সালাতুল খায়ের (صلواة الخير) বা কল্যাণের নামায এ রাতে মানুষ সমবেত হতো। অনেক সময় দেখা যেত তারা জামাআতের সাথে এ নামায আদায় করেছেন। হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

حدثنى ثلاثون من اصحاب النبى عليه السلام ان من صل هذه الصلوة فى هذه الليلة نظر الله اليه سبعين نظرة وقضى الله له بكل نظرة سبعين حاجة ادناه المغفرة [حياء علوم الدين]

আমাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ৩০ জন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি এ নামায (পূর্ব উল্লেখিত পদ্ধতিতে আদায় কৃত) এই রাতে আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সত্তর বার রহমতের নজর দান করবেন, প্রত্যেক নজরে আল্লাহ সত্তরটি হাজত পূর্ণ করবেন। এর মধ্যে একটি হল মাগফিরাত বা ক্ষমা। [এহইয়াউ উলুমিদ্দীন-ইমাম গায্যালী, রুহুল বয়ান, খণ্ড-৮, পৃ. ৪০৩]

عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله تعالٰى عنهما قال يقرأ فى كل ركعة منها الفاتحة مرة والاخلاص عشر مرات كل ركعتين بتسلمية

ইমাম মুজাহিদ (রাহ.) হযরত ইবনু আব্বাস (রাহ.) থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন প্রতি রাকআতে ১ বার সুরা আল-ফাতেহা ও ১০ বার সুরাতুল ইখলাছ পড়বে এবং প্রত্যেক দু'রাকআত সালাম ফেরাবে।

[খযিনাতুল আসরার ও ফাতওয়ায়ে দারুচ্ছুন্নাত পৃ. ১৫৯]

ইমাম তাউস (রাহ.) ওয়াসেলা ইবনুল আসকা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন-

اربع ركعات بعد الغسل والنطاقة يقرأ فى كل ركعة الفاتحة مرة والا خلاص خمساوعشرين مرة

৪ রাকআত নফল নামায পড়বে। যার পূর্বে গোসল করতঃ পাক-পবিত্র জামা কাপড় পরিধান করবে। প্রতি রাকআত সুরাতুল ফাতেহা ১ বার সুরা ইখলাস পচিশবার পড়বে। [খযিনাতুল আসরার-পৃ. ৩৬]

প্রসিদ্ধ বুযুর্গানে দ্বীন হতে শবে বারাআতের কিছু ওয়াজিফা বর্ণিত আছে সেগুলো নিম্নরূপ-

প্রথমে মাগরিব জামাআতের সাথে পড়া। সুন্নত ও নফল শেষ করে তিনবার সূরা ইয়াছিন পড়া, প্রত্যেক বার সূরার শুরুতে ও শেষে ১১ বার দরুদ শরীফ পড়া।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রথম এ উদ্দেশ্য করে পড়তে হবে যে, এই তেলাওয়াতের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা যেন সমস্ত বালা মুছিবত থেকে নাজাত দান করেন এবং জাহেরী বাতেনী শান্তি দান করেন। দ্বিতীয় বার এ উদ্দেশ্য পড়া, যেন আল্লাহ পাক সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন দান করেন এবং ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করার তাওফীক দান করেন। তৃতীয়বার এ উদ্দেশে পড়া, যেন আল্লাহ পাক তেলাওয়াতের বিনিময়ে রিযিকের মধ্যে বরকত দান করেন এবং অভাব ও দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করেন। অতঃপর সূরা ইয়াছিন ও দোয়া দরুদ এর সাওয়াব হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এর প্রতি প্রেরণ করা এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য দোয়া করা। যারা শবে বারাআতের ওয়াযিফা পড়তে অপরাগ, তারা সূরা এখলাছ, দুরুদ শরীফ বেশী হারে পড়া ভালো। প্রতিবার সূরা ইয়াছিন শেষে শাবানের দোয়া পড়তে হবে।

[ফাজায়েলে মাহে রহমান-৪৮ মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল এহ্ছান রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

জামায়াতে শবে বারাআতে নফল নামায

নফল নামায জামায়াতে পড়া যাবে কিনা এ নিয়ে দু'টি মত পরিলক্ষিত হয়।

১। আল্লামা মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তার প্রসিদ্ধ শরহুন নেকাইয়া গ্রন্থে বলেন

تَجُوْزُ الصَّلٰوةُ النَّافِلَةُ بِالْجَمَاعَةِ

অর্থাৎ নফল নামায জামায়াতে পড়া বৈধ। তা মাকরূহ নয়। ৪৬(শরহুন নেকাইয়া)

২। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তার গুনিয়াতুত তালেবীন গ্রন্থে লিখেন-

اِنَّ الصَّلٰوةَ الْخَيْرِ مِائَةُ رَكْعَةٍ تُؤَدِّىْ بِالْجَمَاعَةِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ اَيْضًا

অর্থাৎ কল্যাণের জন্য নামায একশত রাকাআত জামায়াতে আদায় করবে শাবানের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে এবং শবে কদর রাতে। এ মতের সপক্ষে সহীহ বুখারী শরীফের بَابُ الصَّلٰوةِ النَّافِلَةِ بِالْجَمَاعَةِ অধ্যায়ে উদ্ধৃত একখানা হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রখ্যাত সাহাবী হযরত ইতবান ইবনে মালেক আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর দৃষ্টি শক্তিতে অসুবিধা দেখা দিলে তিনি বনি সালেম গোত্রের মসজিদে যেতে পারতেন না। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে আরজ করলেন, আপনি যদি আমার ঘরে তাশরীফ এনে একটি স্থানে নামায আদায় করতেন তাহলে সেই স্থানকে আমি নামাযের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করতাম। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, অনতি বিলম্বে আমি তা করব। পরদিন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে সংগে নিয়ে তিনি আমার ঘরে তাশরিফ আনলেন, আমি তাঁকে বসতে বললাম, তিনি না বসে বললেন اَيْنَ تُحِبُّ اُصَلِّىْ مِنْ بَيْتِكَ অর্থাৎ তোমার ঘরের কোন স্থানে আমি নামায পড়তে তুমি পছন্দ কর? আমি তাকে আমার পছন্দনীয় স্থান দেখিয়ে দিলাম। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দাড়ালেন। فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ তাকবীর দিলেন। আমরা তার পিছে সারিবদ্ধভাবে দাড়ালাম এবং দুই রাকাআত নামায পড়লাম। তিনি সালাম ফিরালে আমরাও সালাম ফিরালাম। (গুনিয়াতুত্ তালেবীন-৩৬৫)

اِنَّ الصَّلٰوةَ এর তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে,(سُوْرَةُ الْقَدْر)তাসফীরে রুহুল বয়ানে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

النَّافِلَةَ بِالْجَمَاعَةِ خُصُوْصًا صَلٰوةُ الرَّغَائِبِ فِىْ اللَّيَالِىْ الْمُبَارَكَةِ لاَسَيَّمَا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِمَّا يَفْعَلُ بِهٖ اَوْلِيَاءُ وَ الصَّالِحُوْنَ

অর্থাৎ নফল নামায সমূহ জামায়াতে আদায় করা বিশেষ করে মুবারক রাতসমূহে নফল নামায যেমন শাবানের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতের নামায, রমযান মাসের لَيْلَةُ الْقَدْرِ এর নামায আল্লাহর ওলী ও সালেহ বান্দাগণ জামায়াতের সাথে আদায় করেছেন। وَفِيْهَا تُوْجَدُ حَلاَوَةَ الطَّاعَةِ অর্থাৎ এর মাধ্যমে ইবাদতের মিষ্টতা পাওয়া যায়। (রুহুল বয়ান, খ-৮. পৃ.৪০৪)

শেরে বাংলা আল্লামা আজিজুল হক আলকাদেরী উমদাতুল আসরার, সিরাজিয়া, বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস, নেকাইয়া মুহীত, গুনিয়া, রুহুল বয়ান, ফতোয়ায়ে রজভীয়া ইত্যাদি গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে শবে বারাআত, শবে ক্বদর সহ মোবারক রাতের নামাযসমূহ জামায়াতে আদায় করাকে জায়েয ফতোয়া দিয়েছেন। তবে জামায়াতে পড়তেই হবে এমন মানসিকতা কে ফকীহগণ মাকরূহ বলেছেন। আল্লাহর ওলীগণ অধিক সওয়াবের আশায় কখনো কখনো জামাআতে নফল নামায আদায় করেছেন আর যেহেতু হাদীসেও প্রমাণ রয়েছে তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে জামায়াতে নফল নামায আদায় করা যেতে পারে।

শবে বারাআতের দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শবে বারাআতে শেষ রাতে করুণ সূরে নিম্নে দোয়া পড়লে আল্লাহ তা'আলা সকল হাজত পূর্ণ করে দেন।

اِلٰهِىْ جُوْدِكَ عَلَيْكَ وَاِحْسَانِكَ قَرِّبْنِىْ اِلَيْكَ اَشْكُرُ اِلَيْكَ مَالاَ يَخْفٰى عَلَيْكَ وَاسْئَلُكَ مَالاَ يَعْسُرُ عَلَيْكَ اِذْ عِلْمُكَ بِحَالِىْ يَكْفٰى سُؤَالِىْ يَامُفَرِّجَ كُرَبِ الْمَكْرُوْبِيْنَ فَرِّجْ عَنِّىْ مَااَنَافِيْهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ـ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ يَاذَ الْمَنِّ وَلاَ يَمُنُّ عَلَيْهِ ذَالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ وَذَالْطَوْلِ وَالْاَنْعَامِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ظَهْرَ الْاَجِيْرِ وَجَارَ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ وَمَاْمَنَ الْخَائِفِيْنَ وَكَنْزُ الطَّالِبِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِىْ عِنْدَكَ فِىْ اُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا اَوْ مَحْرُوْمًا اَوْ مَطْرُوْدًا اَوْ مُقَتَّرًا عَلَىَّ فِى الرِّزْقِ فَامْسَحِ اللّٰهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِىْ وَحِرْمَانِىْ وَطَرْدِىْ وَاقْتَارِ رِزْقِىْ وَاثْبِتْنِىْ عِنْدَكَ فِىْ اُمِّ الْكِتَابِ سَعِيْدًا مَرْزُوْقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ فَاِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقِّ فِىْ كِتَابِكَ الْمُنَزَّلُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ يَمْحُو اللّٰهُ مَايَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ اَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ التَّجَلِّىْ الْاَعْظَمِ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ التى يُفْرَقُ فِيْهَا كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ وَيُبْرَمُ اَنْ تَكْشِفَ مِنَ الْبَلاَءِ مَانَعْلَمُ وَمَالاَ نعلم وَمَااَنْتَ بِهٖ اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الاَعَزُّ الْاَكْرَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمْ ـ

এক নজরে শবে বারাআতের ফজিলত

১. এ রাতে সৃষ্টির পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা অনুমোদন দেয়া হয়।
২. ইবাদত বন্দেগী কবুল হয়।
৩. এ রাতে আল্লাহ বিশেষ মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রদান করেন।
৪. এ রাতে উম্মতের গুনাহ্ ক্ষমার জন্য প্রিয় নবীজির শাফাআত গ্রহণ করা হয়।
৫. এ রাতে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ মুমিনের প্রতি বর্ষিত হয়।
৬. এ রাতে আল্লাহর হুকুমে মানুষের আমলসমূহ পেশ করা হয়।
৭. এ রাতে মানুষের এক বৎসরের রিযিক নির্ধারিত হয়।
৮. এ রাতে পরবর্তী এক বৎসরের মৃত্যুবরণকারীদের নাম তালিকা ভূক্ত করাহয়।
৯. এ রাতে পরবর্তী বৎসরের জন্মগ্রহণকারী বাচ্চাদের নামও তালিকাভুক্ত করা হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১০. এ রাতে বিশেষ ধরণের অপরাধী ছাড়া বাকি সকলকে মাফ করা হয়।
১১. এ রাতে আল্লাহ পাক মাখলুকাতের দিকে বিশেষ রহমতের নজরে তাকান।
১২. এ রাতে বনী কিলাব নামক গোত্রের ছাগ পালের যত লোম আছে, তার চেয়েও অধিক বান্দাগণকে ক্ষমা করা হয়। কথিত আছ যে, সেই গোত্রের ছাগলের সংখ্যা বিশ হাজরেরও বেশী ছিল।
১৩. এ রাতে যমযমের পানি সুমিষ্ট ও বৃদ্ধি হয়।
১৪. এ রাতের মাঝামাঝি সময়ে নবীজী মদীনা শরীফের প্রসিদ্ধ মাযার 'জান্নাতুল বাকীতে' গমন করে শহীদগণের মাযার জিয়ারত করেন। তাই এ রাতে কবর যিয়ারত সুন্নাত। এ রাতে কবর যিয়ারতে নিজের ও মুর্দাগণের ফায়দা হয়।

এ রাতে ক্ষমার অযোগ্য যারা

মহান আল্লাহ তা'আলা এ পবিত্র রাতে অগণিত বান্দাকে ক্ষমা করেন, কিন্তু কয়েক শ্রেণীর লোক আছে যারা এ ক্ষমার অযোগ্য। তারা হলো-

১. মুশরিক- যারা আল্লাহর সাথে কোন মানুষ মূর্তি বা সৃষ্টিকে শরিক করে। ক্ষমতার মালিক, বিপদে মুক্তিদাতা, রোগের আরোগ্যদাতা, রিযিকদাতা, জীবন চলার পথের সকল পর্যায়ে আইনদাতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মনে করে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে জনগণকে ক্ষমতার উৎস মনে করে। নামাযের বেলায় আল্লাহকে মানে আর অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতিতে মানুষ বা শয়তানকে মানার শেরকী আক্বিদা পোষণকারী এ রাতে খাটি তওবা করে আল্লাহর আইন বিধান প্রতিষ্ঠা করার শপথ গ্রহণ করতে হবে। সকল প্রকার শেরক থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার করতে হবে।

২. যাদুকর- যাদুর কাজে যে ব্যক্তি লিপ্ত। সামান্য টাকার বিনিময়ে যারা যাদুমন্ত্রের দ্বারা অন্যের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা চালায় আল্লাহ এ পবিত্র রাতে তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। এ রাতে তাদের তওবা করতে হবে।

৩. যিনাকার- যে সকল পুরুষ বা নারী যিনায় লিপ্ত তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না। যিনা তিন প্রকার ক. চোখের যিনা খ. অন্তরের যিনা গ. শারীরিক যিনা।

কোন বেগানা পুরুষ বা নারীর শরীরের ঐ অংশ দেখা, যা ঢাকা ফরয ছিল অথচ সে নারী বা পুরুষ তা খোলা রেখেছে। ফরয অংশ খোলা অবস্থায় নারী পুরুষের প্রতি আর পুরুষ নারীর প্রতি যখনই কুমতলবে নজর দেবে সাথে সাথে তা চোখের যিনা হয়ে যাবে। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে زِنَا الْعُيُوْنَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

النَّظَرَ "চোখের যিনা হল নজর দেয়া।" আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী না হওয়ায় বর্তমানে আমরা কমবেশী যিনায় লিপ্ত। এ যিনা থেকে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকের রক্ষা করা সকলের জন্য ফরয। আর সমাজকে এ যিনা মুক্ত করার জন্যও সম্মিলিত প্রয়াস চালানো জিহাদের শামিল।

অন্তরের যিনা হলো- শিক্ষা ক্ষেত্রে, অশ্লীল পত্র পত্রিকায়, ম্যাগাজিনে যেসব অশ্লীল বক্তব্য ও ছবি ছাপানো হয় অথবা যাদের কথা শুনা হয়, তাদের মুখ থেকে যিনার মানসিকতা সৃষ্টিকারী বক্তব্য একজন যুবক যুবতীর মনে যিনার খেয়াল সৃষ্টি করতে পারে। টিভি চ্যানেলে অশ্লীল ছবি দেখানোর ফলে প্রতিনিয়ত চোখের যিনাহ হচ্ছে এবং কলুষিত হচ্ছে মন-মানসিকতা। এ জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রথমে, আর সামাজিকভাবে দ্বিতীয়ত-এসব শয়তানী ব্যবস্থা বন্ধ করাও একজন মুমিনের দায়িত্ব। যাতে কোন অবস্থাতে সমাজের প্রাপ্ত বয়স্ক জনগোষ্ঠী মনমানসিকতার দিক থেকে কুচিন্তা ও অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত হতে না পারে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً مُّبِيْنَةً

"যিনার কাছেও যেয়োনা এ টা নিশ্চিত গর্হিত অশ্লীল কাজ।"[৪৯][সূরা ইসরা, আয়াত ৩১] এর অর্থ এমন পরিবেশ বা ব্যক্তির কাছে যেয়ো না অথবা এমন কিছু পড়বে না বা শুনবে না, দেখবে না, যাতে যৌন কাজে প্রলুব্ধ হতে পারে। এ রাতে ব্যক্তি ও সমাজকে এ মানসিক যিনা থেকে মুক্ত করার জন্য সংকল্প করতে হবে এবং আল্লাহর দরবারে তওবা করতে হবে।

শারিরীক যিনা- বিয়ে ছাড়া অন্য যে কোনভাবে নারী পুরুষের মিলন সম্পূর্ণ হারাম। এক্ষেত্রে বিবাহিত হলে উভয়ের মৃত্যুদন্ড আর অবিবাহিত হলে একশো বেত্রাঘাত এ বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষিত। ব্যক্তি ও সমাজকে এ হারাম থেকে তওবা করতে হবে। সরকারীভাবে যে সরকার যিনার লাইসেন্স দেয় এবং কোরআনের সরাসরি ঘোষণাকে লংঘন করে, কোন মুসলমান সে সরকার ও ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারে না। এ জন্য সরকার ও সমাজ ব্যবস্থার দায়িত্বশীলগণকে এ পবিত্র রাতে খাঁটি তওবা করতে হবে। এ তওবা হবে এসব অবৈধকাজ বন্ধের ঘোষণা দান ও বাস্তবে এসবের উৎখাত করে নিজের অতীত অন্যায়ের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাওয়া। হারাম কাজ চলতে থাকবে আর সরকার ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা মসজিদে এসে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শুধু আনুষ্ঠানিকতা পালন করবে, এতে ক্ষমা পাওয়ার আশা সুদূর পরাহত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ হারাম থেকে মুক্ত রাখুন, আমীন।

৪. সুদ- যে ব্যক্তি সুদ খায় এবং যে দেয়, আর যে সাক্ষী হয়, সবাই হারামে লিপ্ত। আর যে সমাজে অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদের উপর সে সমাজটাই হারামকে হালাল করে সামাজিকভাবে হারামে লিপ্ত রয়েছে। ব্যক্তি এ পবিত্র রাতে সুদ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে খালেছভাবে তওবা করবে, আর সমাজ থেকে সুদী ব্যবস্থা উৎখাত করে ইসলামী অর্থনীতি চালু করার জিহাদে জানপ্রাণ দিয়ে শরীক হবে এবং দীপ্ত শপথ গ্রহণ করবে, আর সামাজিকভাবে এ চেতনা জাগানোর চেষ্টা করার সংকল্প করার পরই তার তওবা কবুল হওয়ার আশা করা যায়। সুদের সাথে জড়িত ব্যক্তি বা সমাজ আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত সে যে জাহান্নামের পথে ধাবমান এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই আমাদের সবাইকে খালেছ অন্তরে বাস্তবভাবে তওবা করে পবিত্র রজনীতে দোয়া কবুলের যোগ্য হওয়াই সুবিবেচনা প্রসূত কাজ বলে মনে করি।

৫. মাদকদ্রব্য- আল্লাহ তা'আলা অপর যাকে এ পবিত্র রাতে ক্ষমা করবেন না সে হলো- মাদক দ্রব্যের সাথে জড়িত ব্যক্তি। মদ তাকেই বলে যা মানুষের স্বাভাবিক মানসিক অবস্থাকে পাল্টিয়ে নেশাগ্রস্ত করে। চাই তা মদ, তাড়ি, ভাং, গাজা, হাসিশ, হেরোইন, হুইস্কি বা যে নামেই হোক না কেন। মদ যে খায়, যে সরবরাহ করে, আর যে বিক্রি করে সবাই একই অপরাধে অপরাধী। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মদ হারাম ঘোষণা করেছেন, তাই কোন অবস্থায় তা হালাল হতে পারে না। যে সমাজ ব্যবস্থা এ হারামকে বৈধ লাইসেন্স দিয়ে জনগণকে এ হারামে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয়, সে সমাজ ব্যবস্থা ও প্রশাসন একজন মুসলমান কোন অবস্থায় মেনে নিতে পারে না। তাই এ পবিত্র রাতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে এ হারাম দূরীভূত করার দীপ্ত শপথ ও দৃঢ় অঙ্গীকার করার পরই আল্লাহই তওবা কবুল করতে পারেন।

৬. গণক- পবিত্র রজনী শবে বারাআতে যাদের দোয়া কবুল হবে না তাদের অন্যতম হলো গণক। যে মানুষের ভাগ্য গণনা করে এবং যে বিশ্বাস করে উভয় ব্যক্তিই সমান অপরাধে অপরাধী। তাই গণক ও গণকদের কথায় যারা বিশ্বাস করেন, তাদেরকে এ কাজ ও বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে পরিহার করার অঙ্গীকার করার পরই আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করতে পারেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৭. মাশাহেন- المشاحن যে সব লোকের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ রয়েছে, তাদেরকে এ রাতে হিংসা থেকে তওবা করতে হবে। উদার মন নিয়ে অন্যের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হতে হবে। মুসলমান ভাই বোনের প্রতি হিংসা রেখে দোয়া করলে এ রাতে সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তির দোয়া কবুল হবে না। স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া ও পরস্পরের দূরত্ব রেখে এ রাতের বরকত লাভ করা যাবে না, তাই এ পবিত্র রজনীকে কেন্দ্র করে ত্রুটি ভুলে গিয়ে মহব্বত গড়ে তোলা উচিত।

৮. মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান- এ পবিত্র রাতে ঐ সকল সন্তান যারা মা বাবার মনে কষ্ট দিয়েছে, যতক্ষণ না তাদের কাছ থেকে ক্ষমা নেবে তাদের দোয়া কবুল হবে না। এ রাতের বরকত থেকে মাহরুম থাকবে। যাদের মা বাবা কাছে আছেন, প্রথমে মা বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে তাদের দোয়া নিয়ে ইবাদতে মশগুল হওয়া এবং তাদের জন্য দোয়া করা। আর যাদের মা বাবা দূরে অবস্থান করছেন তারা রাতের শুরুতেই এ সংকল্পবদ্ধ হবেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মা বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবো এবং বাড়ীতে বা তাদের অবস্থানে গিয়ে প্রথম কাজ হবে তাদের কাছ থেকে ক্ষমা নেয়া। অথবা টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। আর যাদের মা বাবা বা দু'জনের একজন ইন্তেকাল করেছেন, যদি তাদের মাযার কাছে থাকে তা যিয়ারত করে তাদের জন্য দোয়া করা। যদি দূরে থাকে তাহলে এ অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া যখনই তাদের মাযারের কাছে যাব তাদের জন্য দোয়া করব। তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা প্রতিটি সন্তানের জন্য ঈমানী দায়িত্ব। মা বাবার মনে কষ্ট দিয়ে কোন লোক নাজাত পেতে পারে না।

৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী- পবিত্র শবে বারাআতে ঐ সমস্ত লোকের দোয়া গ্রহণযোগ্য হবে না, যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মকেন্দ্রীক জীবন যাপন করে, আত্মীয়ের হক আদায় করেন না, তাদের উচিত আত্মীয় স্বজনের সাথে মনকষাকষির অবসান করে সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে তোলা। কোন আত্মীয়ের মনে যদি নিজের আচরণের কারণে কষ্ট থাকে, এ পবিত্র রাতের বরকত থেকে মাহরুম থাকতে হবে।

উল্লেখিত এ নয় শ্রেণীর লোকের মধ্যে কোন না কোন একটিতে আমরা শামিল, তাই এসব দোষ মুক্ত হওয়ার অঙ্গিকার করে যখন আমরা নিজেদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করার জন্য দোয়া করব, তখনই আশা করি রহমান রহীম গাফুর ও গাফ্ফার আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শবে বারাআতের নিষিদ্ধ কাজসমূহ

১. আতশবাজি- শবে বারআত একটি পবিত্র রাত। এ রাতে অর্থের অপব্যয় করা এ রাতের প্রতি অসম্মানেরই শামিল। কোন সময়ই অপচয় বৈধ নয়। যারা অপব্যয় করে তাদেরকে আল কুরআন শয়তানের ভাই আখ্যা দিয়েছে যেমন ঘোষিত হয়েছে-

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

নিশ্চিয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। [সুরা, ইসরা, আয়াত ২৭]

শয়তানের ভাই হওয়া ঈমানের খেলাপ। আতশ্বাজি, পটকা ফুটনো সবই হারাম। এছাড়াও এ কাজের ফলে ইবাদতের জন্য নিরবতা দরকার তা ভংগ হয়, মানুষের জীবন হুমকীর সম্মুখীন হয়। তাই এ হারাম কাজ বন্ধ করার জন্য সবাইকে সদা সচেতন থাকতে হবে। এসব পটকা বানানো এবং বিক্রি করা, এগুলো খরিদ করার জন্য টাকা দেয়া সবগুলোই হারাম।

২. আলোকসজ্জা- যে রাতে আল্লাহর নবী সিজদায় পড়ে কেঁদেছেন সারা রাত ইবাদত বন্দেগী করে পা ফুলে গেছে, সে রাতে আলোকসজ্জার প্রশ্নই আসে না। তাই এসব অপব্যয় ও শরীয়ত সম্মত নয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৩. গোরস্তানে মোমবাতি জ্বালানো- গোরস্থানে কেউ যদি কুরআন মজিদ দেখে দেখে তিলাওয়াত করেন অথবা আলোর অভাবে সেখানে যেয়ারতের অসুবিধা হয়, তাহলে মোমবাতি জ্বালানো যেতে পারে। প্রয়োজন ব্যতিরেকে শবে বারাআতে মোমবাতি জ্বালানো অপব্যয়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে না জায়েয।

৫. রোযাদারগণকে ইফতার ও ফকীর মিসকীনকে দেয়ার জন্য হালুয়া রুটি বানানো যেতে পারে তবে এ দিনে এগুলো তৈরি করতেই হবে, না করলে ক্ষতি হবে, এমন আক্বিদা পোষণ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

৬. কোন কোন অঞ্চলে এ দিনে মুশরী ডাল পাকাতেই হবে মনে করা হয়, এসব ধারণা ভিত্তিহীন।

৭. শবে বারাআতের শিরনী বিতরণ করতে গিয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক ফকীর মিসকীন বা আত্মীয় স্বজনের সাথে মেয়েদের অবাধ দেখা সাক্ষাৎ কোন অবস্থায় জায়েয নয়।

৮. কোন কোন এলাকায় শাবানের চাঁদকে রুটি খাওয়ার চাঁদ বলা হয়। এটাও গ্রহণযেগ্য নয়।

এসব গর্হিত ও অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখার জন্য আগে থেকেই কিশোর যুবক ও অজ্ঞ লোকদেরকে বুঝাতে হবে, সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, আগ থেকেই মসজিদে ওয়াজ মাহফিলে বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শবে বারাআতের সামাজিক গুরুত্ব

আমাদের সমাজে ঈদে পবিত্র মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, আশুরা, শবে মেরাজ, শবে বারাআত, মাহে রমযান মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনি মানসিকতা সৃষ্টিতে অনন্য ও প্রত্যক্ষ অবদান রাখে। যে যুবকটিকে শত চেষ্টা করেও মসজিদে আনা যায় না, সে শবে বারাআতে মসজিদে আসে লেবাস পোষাকে একজন মুসলমান হিসেবে এবং ঐ দিন আলেম সমাজের কথা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে শোনে, অন্যায় অশ্লীলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করে, মুছল্লিগণের সাথে আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের হাদীস বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনী শুনে, এতে তার মনে দ্বীনি চেতনা জাগে। শেষ রাতে সবার সাথে সাথে দু'হাত তুলে সেও মুনাজাত করে। এই যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়, পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব সৌহার্দ্য গড়ে উঠে, মা বাবার কবরের পাশে গিয়ে কাঁদে, মুরুব্বীদের কাছে গিয়ে দোয়া চায়, এ সব দৃষ্টিকোণ থেকে কোন অবস্থাতেই এ পবিত্র অনুষ্ঠানকে খাটো করে দেখা যায় না।

যে সব দেশে ইহুদী চক্রান্তের কারণে দ্বীনি চেতনা সৃষ্টিকারী অনুষ্ঠানকে নানা ফতোয়া দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে, সে সব দেশের যুবকদের মাঝে এ চেতনা দেখা যায় না। ইহুদী চক্র মুসলমানদের সামনে আল্লাহর কুরআন, রাসূলের সুন্নাহ ও মুসলমানদের বীরত্বের কথা যুবকদের সামনে উপস্থাপিত হোক এটা চায় না। তারা জানে মুসলিম সমাজ জেগে উঠলে এ জাতিকে দাবিয়ে রাখা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই তারা নানা কলা কৌশল অবলম্বন করে, দ্বীনি চেতনা সম্পন্ন অনুষ্ঠানমালাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে, এগুলো বন্ধের পায়তারা চালায়। যেসব মনীষী এ পবিত্র রজনীর মরতবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তাদের প্রতি কোনরূপ সম্মান না দেখিয়ে কুরআন সুন্নাহ্ ভিত্তিক তাদের মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বর্তমান যুগের কিছু সংখ্যক লোক এসব অনুষ্ঠান বন্ধ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। সচেতন, গবেষক হককানী আলেমগণকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তবে এ সব অনুষ্ঠানে যে সব শরীয়ত বিরোধী কাজের সূত্রপাত হয়েছে, তা বন্ধ করে গোটা অনুষ্ঠানকে জনগণের মধ্যে আল-কুরআনের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যম হিসেবে সাজিয়ে তোলা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ পবিত্র রজনীর বরকত লাভের তাওফীক দান করুন। আমিন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শবে বারাআত

ড.এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান

রহমতেরই দ্বার খুলবে আজি
পাব মোরা মাগফিরাত,
আসলো আবার সওগাত নিয়ে
বরকতেরই শবে বরাত।

ফয়জে খোদার জোয়ার দেখে
উঠছে নেচে কায়েনাত,
খোদার দয়ার নজর নেওয়াজ
পাবে আজি মাখলুকাত।

ডাকবে মাবুদ কাছে এসে
খুলেছি আজ দয়ার হাত,
রিযিক দৌলত শান্তি চাও হে
ফিরাবো না খালি হাত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্র কুরআন - সুন্নাহ্'র আলোকে

রামাযানুল মুবারক

আমি কেন রোযা রাখব?

১. আমি আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। আমার অস্তিত্বের ২টি অংশ একটি শরীর অপরটি রূহ বা আত্মা। এক ফোটা নাপাক পানির কম পক্ষে পাঁচ লাখ ভাগের একভাগ থেকে আমার সৃষ্টি। মায়ের পেটে এ অতীব ক্ষুদ্র শুক্র থেকে সৃষ্টি হয়েছে আবার চোখ, কান, জিহ্বা, মাথা, মগজ, রক্ত, মাংস, হাড় সব কিছু। শরীরের এ সহস্রাধিক অংশের জোড়া লাগিয়ে একটি সুন্দর রূপ সৃষ্টি হয়েছে মায়ের উদরে। প্রথমে চোখের ছিলনা দৃষ্টি শক্তি, মুখের ছিল ভাষা, কানের ছিল না শ্রবণ শক্তি, নাকের ছিল না গন্ধ অনুভবের সুযোগ, শিরা উপশিরা ছিল স্পন্দনহীন, রক্ত ছিল জমাট বদ্ধ। মাথার মগজ ছিল শুষ্ক। আমার শরীরে সব কিছু মিলিয়ে গোটা অস্থিত্বের পাঁচভাগ আর পঁচানব্বই ভাগ হল আমার রূহ। আমার শরীরে যদি রূহ না থাকে আমি তখন লাশ। ক্ষমতাহীন দ্রুত পচনশীল একটি অবাঞ্ছিত বস্তু। যখনই আমার এ শরীর নামক খাচায় রূহ নামক শক্তির প্রবেশ ঘটে তখনই গোটা অস্তিত্ব সক্রিয় হয়। সকল অংগ প্রতঙ্গ নিজ নিজ দায়িত্ব পালন শুরু করে, শরীর ও রূহের সমন্বয়ে সৃষ্টি আমি মানুষ। দীর্ঘপ্রায় দশমাস দুনিয়ার আলো, বাতাস, আগুন, পানি, সরাসরি না পেয়েও বেঁচে ছিলাম। দুনিয়ায় আগমনের পরও মায়ের স্তনে দুধ, নিশ্বাসের জন্য বায়ু উত্তাপের জন্য আগুন, জীবন রক্ষার জন্য পানি, চলার জন্য মাটি, চাঁদের আলো, সূর্যের কিরণ, নদীর জোয়ার ভাটা, জমিনের শস্য, গাছের ফল সবই ব্যবস্থা হল আমার জন্য। সমগ্রী দুনিয়া ও এর সবকিছু আমার সেবায় নিয়োজিত। কিন্তু আমার এ শরীর রূহ এবং দুনিয়ার সব কিছুর মালিক ও স্রষ্টা আমি নই। আমার কথা মতো এ দুনিয়ার কিছুই চলে না। আমার চোখ দিয়ে দেখি, যদি বলি চোখ দিয়ে দেখব না আমি শুনব দেখা যাবে চোখ আমার কথা মতো চলবে না। কান দিয়ে খাব দেখব তাও সম্ভব নয়। সব আমার ক্ষমতার বাইরে। আমার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, মালিকানা বলতে কিছুই নেই। আমার জীবন, শরীর, বিবেক বুদ্ধি ক্ষমতা ঘর-বাড়ী স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যা কিছু আছে এর মালিকানা তার, যার হাতে আমার জীবন মৃত্যু, একটি নিশ্বাস ফেলার পর অপরটি নেয়ার ক্ষমতা যার হাতে তিনি হলেন মহান স্রষ্টা, পালন কর্তা, রিজিকদাতা রাব্বুল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলামীন আল্লাহ তা'আলা। যেহেতু তিনি মনিব আর আমি তার বান্দা, তারই ইবাদত আর তারই নির্দেশ পালন হলো একমাত্র কাজ। সৃষ্টি জগতের কেউ তার অবাধ্য হয় না আর আমি সৃষ্টির সেরা জীবন হয়ে তার অবাধ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যখন কোন কিছুর মালিক না হয়ে মনিবের দেয়া শরীর রূহ, সম্পদ, আলো, বাতাস, পানি মাটি সবকিছু ভোগ করে নিজের খেয়াল খুশীমত চলার চেষ্টা করি মনিবের সরাসরি ও পরোক্ষ নির্দেশ পালনের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করি না তখনই মালিকের পক্ষ থেকে আযরাইল নামক অপ্রতিদ্বন্দ্বি সৈন্য এসে মৃত্যু নামক বুলডোজার দিয়ে মূহুর্তে আমার সকল পরিকল্পনা, স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ করে দেবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তারপরই শুরু হয়ে যাবে এ নাফরমানির, এ অবাধ্যতার বিচার ও শাস্তি। তাই নামাযের মাধ্যমে শরীরের ইবাদত আর রোযার মাধ্যমে ষড় রিপুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে রূহ জগতকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার সুযোগকে সূবর্ণ সুযোগ মনে করা যে কোন বিবেকবান মানুষের কাজ। যারা নির্বোধ ক্ষমতাহীন হয়ে সকল ক্ষমতার মালিক স্রষ্টার কথা ভুলে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে, পরকালকে অস্বীকার করে রাসূলের নির্দেশকে অবজ্ঞা করে একমাত্র তারাই নানা অজুহাতে বা প্রবৃত্তির দাসত্বে রোযা ভংগ করতে পারে। যে ব্যক্তি মনে করে আল্লাহ আমার সব কিছু দেখেন, সবকিছু জানেন, তার শক্তিতেই আমি চলছি সে কোন অবস্থাতেই রোযা ভাঙ্গতে পারে না।

দোকানে ঝাপ লাগিয়ে, হোটেলে পরদা টানিয়ে বা ঘরের দরজা বন্ধ করে যারা আল্লাহ তা'আলাকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা চালায় মূলতঃ তারা নিজের সাথে প্রবঞ্চনা করে নিজের উপরই জুলুম করে। এসব আত্ম প্রতারক ব্যক্তিদের জন্যেই রয়েছে ইহ ও পরকালিন ভয়াবহ শাস্তি। আমি যেহেতু আমার মালিকের অনুগত বান্দা তাঁর সাথে দিদারই হবে আমার চরম চাওয়া পাওয়া। তিনি যে দয়া করে রোযা পালনের নির্দেশ দিয়ে তার নৈকট্য লাভ এবং তার দিদারের যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ দিয়েছেন এবং কুরআন নামক দাওয়াত কার্ড আমার জন্য পাঠিয়েছেন তখন আমার দায়িত্ব হবে লোভ, লালসা, কাম ক্রোধ, মোহ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, বিদ্বেষ তথা যত প্রকার ময়লা আবর্জনা আমার অন্তরকে কালিমাযুক্ত করেছে। ভ্রাতৃত্ব সৌহাদ্য, পর দুঃখ কাতরতা, সৃষ্টির প্রতি দয়ার কথা আমি এসব ময়লা আবর্জনার কারণে ভুলে বসেছি। মাহে রমযানের রোযা পালনের মাধ্যমে সে দাওয়াত কার্ডে বর্ণিত শর্তাবলী তথা তাকওয়ার সর্বোচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করা। আমি যদি এ সুযোগ হাত ছাড়া করি তাহলে সত্যিই আমি এমন বোকা মূর্খ যে নিজের কল্যাণ নিজেই বুঝি না। মানুষ আমাকে শিক্ষিত চিন্তাবিদ বুদ্ধিমান মনে করলেও আমি অর্থব, নির্বোধ, মানুষ নামের অযোগ্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল কুরআনের দৃষ্টিতে মাহে রমযান

রমযানের রোযা যে ফরজ এ ঘোষণা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, এ ফরজ গেজেট নোটিশ আকারে প্রকাশ করা হয়েছে যা অলংঘনীয় নির্দেশ, এ ফরয অমান্য করার কোন সুযোগ একজন মুসলমানের নেই। এরশাদ হয়েছে-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامَ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

অর্থঃ ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমাদের জন্য রোযার বিধান দেয়া হলো। যেমন বিধান তোমাদের পুর্বতীদেরকে দেয়া হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। [সূরা বাক্বারা আয়াত-১৮৩]

আত্মিক পরিশুদ্ধি তথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য তথা রিপুসমূহকে দমন করার জন্য এ রোযা চিরন্তন। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে এ রোযা শুরু। এ রোযার মাধ্যমে মানুষ যখন নিজের কলব বা আত্মাকে পুত পবিত্র করবে তখনই আল্লাহর বাণী আল-কুরআনের নূর তার অন্তরে স্থান পাবে। রমযান মাসের মর্যাদার অন্যতম কারণ হলো এ মাসেই নাযিল হয়েছে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ, মানব জাতির অমোঘ বিধান আল-কুরআন, শুধু তাই নয় তাওরাত যাবুর ও ইঞ্জিল এ মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। এরশাদ হচ্ছেঃ

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ - يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَاهَدٰاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ -

রমযান মাস, যে মাসে অবতীর্ণ হয়েছে আল-কুরআন, যাতে রয়েছে মানুষের পথের দিশা এবং পথ নির্দেশনার স্পষ্ট নির্দেশন আর এ কুরআন সত্য মিথ্যার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পার্থক্যকারী। তাই তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পুরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজটাই চান তোমাদের জন্য কঠিন তা চান না। সংখ্যা পুরণ করাই অন্যতম ব্রত। আর এ হেদায়ত দান করার জন্য আল্লাহ তা'আলার মহিমা ঘোষণা করবে যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পার। আমার বান্দারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুত আমি নিকটেই রয়েছি। যারা প্রার্থনা করে তাদের প্রার্থনা কবুল করে থাকি যখনই সে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে ঈমান রাখা তাদের একান্ত কর্তব্য। এর মাধ্যমেই তারা সৎ পথে আসতে পারে।

[বাক্বারা, আয়াত ১৮৫-৮৬]

আল-কুরআনে রমযান মাসের মাহাত্ম

১. রমযান মাস হলো মঞ্চ আর অতিথি আল-কুরআন। এ মাসেই মহান অতিথি শবে কদরে আগমন করেছেন।
২. হেদায়ত বা সঠিক পথ পেতে হলে কুরআনের মাঝে তা খুঁজতে হবে।
৩. হক বাতিলের পার্থক্যকারী আল কুরআন। কুরআন মজীদ ছাড়া অন্য কিছু হক বাতিলের পার্থক্যের মানদণ্ড হতে পারে না।
৪. যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে তাকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। অক্ষম অসুস্থতা বা সফর ছাড়া অন্য কোন অযুহাতে রোযা ভঙ্গ করা হবে নাফরমানীর শামিল তার জন্য জাহান্নাম নির্ঘাত অবাধারিত।
৫. আল-কুরআন নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ মানব জাতিকে হেদায়তের পথ দেখিয়ে যে বিরাট অনুগ্রহ করেছেন এজন্য প্রত্যেক মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব হল আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করা। আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত না করা। রোযা পালনের মাধ্যমে আত্মিক শক্তি অর্জন করে কুরআনের নুরে আলোকিত হয়ে আল্লাহ বিমূখ সকল তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে আজীবন জিহাদের যোগ্যতা অর্জন করা।
৬. আল্লাহ তা'আলা যে ঈমান আনার তাওফীক দিয়েছেন। তাকওয়া অর্জনের বিধান দিয়েছেন, অসুস্থ ও মুসাফির হলে পরবর্তী সময়ে থাকার সুযোগ দিয়েছেন। হক বাতিলের পার্থক্যকারী হেদায়তের মশাল আল কুরআন অবতীর্ণ করে যে অনুগ্রহ করেছেন এ জন্য একজন মুমিনের উচিৎ শোকরিয়া স্বরূপ রোযা পালন করা। রমযানের পবিত্রতা রক্ষা করা। হক বাতিলের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পার্থক্য নির্ণয় করে হকের পথে চলা আর বাতিলের পথ পরিহার করা। উপরন্তু তার মনিবের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা। আর তা অর্জিত হতে পারে আল-কুরআনকে বুঝার মাধ্যমে ইবাদত বন্দেগী জিহাদ, মোরাকাবা, মোশাহাদা, জিকির আজকার দান ছদকা এবং সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে। তার আমল আখলাক ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার এতই কাছে সে অবস্থান করবে যখনই তার মাবুদকে ডাকবে সাথে সাথে সাড়া পাবে। মাহে রমযানের পবিত্রতা রক্ষা করে নিজ খুদীকে ফানা করে মানুষ যখন গুনাহ্ মুক্ত হয়। অন্তরে আল-কুরআনের নূর সৃষ্টি হয় কালব বা আত্মা রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ফয়েজ ও বরকত দ্বারা পরিপূর্ণ হয় তখনই বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করে। তখনই আল্লাহকে অতি কাছে পায়। আল্লাহর দিদার লাভের জন্য অন্যতম মাধ্যম হলো রোযা।

৭. এ পবিত্র মাসের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বেশী বেশী দোয়া করা। আল্লাহকে ডাকা। যাতে রয়েছে দেহ, মন মানসিকতার শান্তি, এ মাসে অর্জিত হবে তাকওয়া পূর্ণ কালব। যে তাকওয়ার বলে বলিয়ান হয়ে রোযাদার মুক্ত থাকবে সকল প্রকার শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে, নিজেকে গড়ে তুলবে আল্লাহর ওলী হিসেবে।

হাদীসের আলোকে মাহে রমযান

মাহে রমযানের মহিমা ও ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহর নবী অনেক ব্যাপক বক্তব্য রেখেছেন, নিম্নে প্রণিধান যোগ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হল-

১. রমযান মহান মাস।
২. রমযান মুবারক মাস।
৩. এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।
৪. এ মাসে রোযা রাখা সকল মুসলমানদের জন্য ফরজ।
৫. এ মাসের নফল ইবাদত পালনে অন্য মাসের ফরজ ইবাদতের সাওয়াব পাওয়া যায়।
৬. এ মাসে একটি ফরজ আদায় করলে অন্য মাসের সত্তরটি ফরজ আদায়ের সাওয়াব পাওয়া যায়।
৭. এ মাসে সবর ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার প্রশিক্ষণ হয়। আর এ প্রশিক্ষণই মানুষকে জান্নাত মুখী করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৮. এ মাসে মুমিনের রিযিক বৃদ্ধি পায়।
৯. এ মাসে প্রথম দশ দিন বিশেষ রহমত নাযিল হয়।
১০. এ মাসে দ্বিতীয় দশ দিন বিশেষ মাগফিরাত ক্ষমা করা হয়।
১১. এ মাসে শেষ দশদিন জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি লাভের উপর খুঁজে পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা তার বিশেষ রহমতে অসংখ্য জাহান্নামীকে মুক্তি দেন। [বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান]
১২. এ মাসে আকাশের দরজা সমূহ উন্মুক্ত থাকে।
১৩. এ মাসে দোযখের দরজা বন্ধ থাকে।
১৪. এ মাসে বড় বড় ও সেরা শয়তানগুলোকে আটক রাখা হয়।
১৫. এ মাসে রোযা পালনকারীদের দু'টি আনন্দ। একটি আনন্দ ইফতারের সময় এবং দ্বিতীয় আনন্দ তার মালিক মুমিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভের সময়।
১৬. এ মাসে রোযা পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধি হতেও উত্তম।
১৭. রোযা মুমিনের জন্য ঢাল স্বরূপ যা জাহান্নামের আগুন হতে মুমিনকে রক্ষা করে।
১৮. রোযাদার যতক্ষণ না ইফতার করে ফিরিশতাগণ তাদের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকেন।
১৯. রমযান মাসে প্রত্যেক দিন আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সুসজ্জিত করে রাখেন।
২০. এ মাসে শেষ রাতে নেক বান্দাদের মাগফিরাত দান করানো হয়।
২১. যে লোক রমযান মাসে রোযা রাখবে ঈমান ও চেতনা আত্মউপলব্ধি সহকারে তার পূর্ববর্তী সকল সগিরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। [বুখারী শরীফ]
২২. বেহেশতে একটি দরজা আছে তাকে রাইয়্যান বলে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন কেবল মাত্র রোযাদার লোকেরা এ বেহেশতে প্রবেশ করবে। অন্য কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। [মুসলিম শরীফ]
২৩. রোযা পালন করে যে লোকেই সে দ্বার পথে (রাইয়্যান) প্রবেশ করবে সে আর কোন দিন পিপাসিত হবে না। [নাসায়ী শরীফ]
২৪. রোযা ও কুরআন রোযাদার বান্দার জন্য শাফায়াত করবে, রোযা বলবে "হে আল্লাহ আমিই এই লোকটিকে রোযার দিনগুলোতে পানাহার ও যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা হতে বিরত রেখেছি। অতএব আপনি এ রোযাদারের জন্য আমার শাফাআত কবুল করুন।
২৫. আদম সন্তানের প্রত্যেকটি নেক আমলের সাওয়াব দশগুণ থেকে সাত'শ গুণ বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন রোযা এই সাধারণ নিয়মের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যতিক্রম কেননা রোযা একান্তভাবে আমার জন্য। অতএব আমিই তার প্রতিদান দেব। [বুখারী শরীফ]
২৬. যে লোক একজন রোযাদারকে ইফতার করাবে তার জন্য সেই রোযাদারের মতই সাওয়াব লিখা হবে। এতে মূল রোযাদারের সাওয়াব হতে এক বিন্দুও কম হবে না। [তিরমিজী]
২৭. যে লোক এ মাসে রোযা পালন করবে আর আল্লাহ তা'আলার সামনে দাড়াবে। (তারাবির নামায পড়বে) ঈমানও চেতনা সহকারে সে তার গুনাহ হতে নিস্কৃতি লাভ করে সেই দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যাবে যে দিন তার "মা" তাকে প্রসব করেছিল [মসনদে আহমদ]
২৮. রযমানের প্রথম মতান্তরে তৃতীয় রাতে নাযিল হয়েছে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম এর উপর সহিফা। ষষ্ঠ রাতে নাযিল হয়েছে হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম'র উপর তাওরাত। ১৩ রমযান নাযিল হয়েছে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম এর উপর ইঞ্জিল। ১৮ রমযান নাযিল হয়েছে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম এর উপর যাবুর। আর চব্বিশ বা ছাব্বিশ তারিখ দিবাগত রাতে নাযিল হয়েছে আল-কুরআন।
২৯. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসে কোন যিকিরের মজলিসে হাজির হবে। তার প্রত্যেক পদক্ষেপের বদৌলতে আল্লাহ তাকে এক বছরের সাওয়াব দান করবেন। সে কিয়ামত দিবসে আমার সাথে আল্লাহ তা'আলার আরশের নিচে স্থান পাবে। যে ব্যক্তি রমযান মাসে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাকাআত নামাযের প্রতিদান হিসেবে একটি নূরের শহর দান করবেন। যে ব্যক্তি সাধ্যানুযায়ী মাতাপিতার খেদমত করবে তার প্রতি দয়া ও রহমতের দৃষ্টি দিবেন। আর আমি তার জিম্মায় হয়ে যাব। যে স্ত্রী রমযান মাসে তার স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে হযরত মরিয়ম ও আসিয়ার সমান সাওয়াব দান করবেন। যে ব্যক্তি রমযান মাসে কোন মুসলমানের প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ তা'আলা তার হাজার হাজার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি এ মাসে কোন অভাব গ্রস্ত দরিদ্র পরিবারকে ছদকা করবে আল্লাহ তা'আলা তার আমল নামায় হাজার হাজার নেকী দেবেন এবং মিটিয়ে দিবেন হাজার হাজার গুনাহ্, আর উন্নত করবেন তার মর্যাদা হাজার গুনে। [নুযহাতুল মাজালেছ ১ম খন্ড-১৫৯]
৩০. যে ব্যক্তি রোযাদারকে তৃপ্তিভরে খাওয়াবে আল্লাহ তা'আলা তাকে আমার হাওজে কাউসার থেকে পান করাবেন যার ফলে তার আর পিপাসা লাগবে না। [গুনিয়াতুত্ তালেবীন ২য় খন্ড-৩৭৩]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মনীষীগণের দৃষ্টিতে রোযা

ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন,

اَلصَّوْمُ ثَلاَثُ دَرَجَاتٍ صَوْمُ الْعَوَامِّ وَهُوَ كَفُّ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَصَوْمُ الْخَوَاصِّ وَهُوَ كَفُّ الْجَوَارِحِ عَنِ الْمَعَاصِيْ وَصَوْمُ خَوَاصِّ الْخَوَاصِّ وَهُوَ الْكَفُّ عَنْ كُلِّ مَاسِوَى اللّٰهِ [اِحْيَاءُ عُلُوْمِ الدِّيْنِ]

রোযা তিন প্রকার

১. সাধারণ লোকের রোযা। আর তাহলো উদর ও লজ্জাস্থানকে প্রবৃত্তি হতে বিরত রাখা।

২. বিশেষ লোকের রোযা। তাহলো সকল প্রকার গুনাহ্ থেকে শরীরকে মুক্ত রাখা।

৩. আর সর্বোচ্চ স্তরের লোকের রোযা। তা হল আল্লাহ ছাড়া সব কিছু হতে নিজেকে মুক্ত করা। [এহইয়াউ উলুমিদ্দিন, নুযহাতুল মাজালেস-১৬০]

হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রমযানকে রমযান নাম রাখার কারণ হলো।

لِاَنَّهُ يَغْسِلُ الْاَبْدَ اَنْ مِنَ الْاٰثَامَ غُسْلاً وَيُطَهِّرُ الْقُلُوْبَ تَطْهِيْرًا

কেননা এ মাস মানুষের শরীরকে গুনাহ্ থেকে বিধৌত করে এবং অন্তরসমূহকে পুত ও পবিত্র করে। [গুনিয়াতুত্ তালেবীন-৩৭১]

রমযান رمضان শব্দটি رَمْضٌ রময্ ধাতু হতে উৎকলিত। رمض রময অর্থ জ্বালিয়ে দেয়া, ভস্মিভূত করা সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষের দেহ ও অন্তর থেকে গুনাহ্সমূহকে জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে মানুষকে পূত পবিত্র করে, তাই এ মাসের নাম রাখা হয়েছে رَمَضَانَ রমযান।

গাউছে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

رَمَضَانَ خَمْسَةُ اَحْرُفٍ اَلرَّاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ وَالْمِيْمُ مُحَابَاةِ اللّٰهِ اَلضَّادُ ضِمَانِ اللّٰهِ وَالْاَلِفُ اُلْفَةِ اللّٰهِ وَالنُّوْنُ نُوْرُ اللّٰهِ

রমযান লিখতে ৫টি হরফ রা (ر) দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার রেদওয়ান বা সন্তুষ্টি বুঝানো হয়েছে। (ميـــم) দ্বারা আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত বা ভালবাসা। (ض)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বারা আল্লাহ তা'আলার জামিন। (الف) দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উলফত বা আকর্ষণ এবং নুন (ن) দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নুর বুঝানো হয়েছে। এক কথায় মাহে রমযান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ভালবাসা পাওয়া তারই জিম্মাদারীতে যাওয়া তারই দিকে আকৃষ্ট হওয়ার এবং তার নুর দ্বারা নিজেকে আলোকিত করা মাস।

হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, রোযা শ্রেষ্ঠ পূণ্যের কাজ। কেননা রোযা ফেরেশতা শক্তিকে প্রবল ও পশু শক্তিকে দুবল করে দেয়। আত্মার পরিচ্ছন্নতা এবং প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখার জন্য রোযার ন্যায় উপকারী এমন অস্ত্র আর কিছুই নেই। [হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা]

রোযা স্বাস্থ্যের কি উপকার করে

এক মাস রোযা রাখার ফলে শরীরের অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশ্রাম ঘটে। প্রতিদিন প্রায় ১৫ ঘন্টা সময় এই বিশ্রামে লিভার, প্লীহা, কিডনী, মূত্রথলিসহ দেহের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ দীর্ঘ একমাস কাল ব্যাপী বেশ বিশ্রাম পায়। এতে মানব দেহের যন্ত্রপাতির ও আয়ুস্কাল বেড়ে যায়। সারা বছর দেহের অভ্যন্তরে যে বিষ সৃষ্টি হয় তা এক মাসের সিয়াম সাধনায় পুড়ে ভস্মীভূত হয়।

প্রখ্যত ডাক্তার জয়েলশ বলেন, যখনই কেউ এক বেলা খাওয়া বন্ধ রাখে তখনই দেহ সেই মূর্হুতটিকে রোগমুক্তির সাধনায় নিয়োজিত করে।

ডাক্তার আইজাক জেনিংস বলেন, যারা আলস্য ও গোড়ামীর কারণে এবং যারা অতি ভোজন দ্বারা তাদের সংরক্ষিত জীবনী শক্তিকে ভারাক্রান্ত করে রাখে তারা হাটি হাটি পা পা করে আত্মহত্যার দিকেই এগিয়ে যায়। রোযা এ বিপদ থেকে তাদেরকে রক্ষা করে থাকে।

ডাক্তার গ্রাহাম বলেন, আলসার ও তজ্জনিত ফুলো রোগ এবং প্রদাহ্ রোযা রাখার ফলে দ্রুত উপশম হয়।

ডাক্তার এম.এ. রাহাত বলেন, অতি ভোজনের ফলে অনেকেরই পাকস্থলী বড় হয়ে যায়। রোযার ফলে এই বড় পাকস্থলী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

রোযা রাখলে পেপটিক আলসার হবে বা বেড়ে যাবে কথাটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিহীন। ফুসফুসে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা বা বাধার সৃষ্টি হলে রমযানের রোযা তা দূর করে দেয়।

বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক নাষ্টবারনার বলেন, ফুসফুসে কাশি, লোবার নিউমোনিয়া, কঠিন কাশি, সর্দি এবং ইনফ্লুয়েনজা কয়েক দিনের রোযা পালনেই নিরাময় হয়।

ডা. দেওয়ান এ.কে.এম. আব্দুর রহীম বলেন, রোযা পালনে মস্তিস্ক এবং স্নায়ুতন্ত্র

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সর্বাধিক উজ্জীবিত হয়।

আল্লাহর কুরআন রাসূলের সুন্নাহ এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণা সব দিক থেকেই মাহে রমযান মুসলিম জাতির জন্য বিরাট রহমত, স্বাস্থ্যের জন্য অনন্য নেয়ামত। আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য অন্যতম মাধ্যম এতে সন্দেহ নেই। নিজেকে সত্যিকার মানুষে পরিণত করার জন্যে নিস্কুলুষ চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখানোর নিমিত্তে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্যে রোযা আমার জীবনের জন্য একটি উপকারী ইবাদত। একজন বিবেকবান সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী হিসেবে আমার নিজেরই স্বার্থেই রোযা রাখব। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দিন।

আমি রোযা রাখলে কি পাব

১. আল্লাহ তা'আলা হাশরের ময়দানে হিসাব নিকাশের পুর্বে বিশেষ মেহমান হিসেবে আমার চাহিদা অনুযায়ী উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করবেন।

২. হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধকে সুগন্ধে পরিণত করবেন। এবং তা হবে মেশক আম্বরের চেয়ে উন্নত।

৩. অন্যান্য ইবাদতের প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলা তার ইবাদতের পরিমাণ মত দান করবেন। কিন্তু রোযা এমন একটি ইবাদত যার প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা নিজেই দান করবেন। যার কোন সীমা পরিসীমা থাকবে না, যেমন আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেন اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَااَجْزِىْ بِهٖ উচ্চারণঃ আস্সাওমু লি ওয়া আনা আজযীবিহী। অর্থাৎ রোযা আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।

৪. বেহেশতে রোযাদারদের জন্য বিশেষভাবে একটি গেইট তৈরি করা হবে যার নাম রাইয়্যান যাতে আছে অতি উন্নত মানের খুশবু।

৫. একজন মু'মিনের সর্বোত্তম পাওয়া হল তার মনিব আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাত, রোযাদারের সাথে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে সাক্ষাৎ দান করবেন।

রোযার প্রকার ভেদ

রোযা ৫ প্রকার

১. ফরজ রোযা

২. ওয়াজীব রোযা

৩. সুন্নাত রোযা

৪. নফল রোযা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১. **ফরজ রোযাঃ** বছরে শুধু রমযান মাসের রোযা রাখা মুসলমানদের উপর ফরজ। পবিত্র কুরআন এবং হাদীস থেকে রমযানের রোযা ফরজ হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে।

২. **ওয়াজীব রোযাঃ** মানতের রোযা। অর্থাৎ কোন কারণে নিজেই রোযা রাখার সংকল্প প্রকাশ করে নিয়ত করা। কাফ্ফারার রোযা ওয়াজীব। কোন নির্দিষ্ট তারিখে রোযা রাখার নিয়ত করলে তা নির্দিষ্ট দিনেই পালন করা ওয়াজিব। নির্দিষ্ট তারিখে না থাকলে যে কোন দিন রাখা যাবে।

৩. **সুন্নাতঃ** যে রোযা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং পালন করেছেন এবং করতে বলেছেন তা সুন্নাত, তা পালনে যথেষ্ট সওয়াব রয়েছে তবে বাধ্যতামূলক নয়। সুন্নাত রোযা নিম্নরূপ-

ক) আশুরার রোযা অর্থাৎ মহররমের নয় এবং দশ তারিখের রোযা রাখা।

খ) আরাফার দিন রোযা। ইহা জিলহজ্ব মাসের নয় তারিখ হজ্বের দিন রাখতে হয়।

গ) আইয়্যামে বীযের রোযা। অর্থাৎ চাদের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রাখা।

৪. **নফল রোযাঃ** ফরজ ওয়াজিব সুন্নত ব্যতীত বাকী সব রোযা নফল ও মুস্তাহাব এসব রোযা বাধ্যতামূলক না হলেও স্বেচ্ছায় রোযা আরম্ভ করলে সেটা পালন করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। শুধু শনিবার অথবা রবিবার রোযা রাখা। শুধু আশুরার দিন রোযা রাখা, স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোযা রাখা মাকরূহ।

৫. **হারাম রোযাঃ** আবার কিছু কিছু সময় আছে যখন রোযা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেমন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন এবং ঈদুল আযহার দিনের পরবর্তী তিন দিন অর্থাৎ ১১, ১২, ১৩ ইং জিলহজ্ব রোযা রাখা হারাম।

ফরয রোযা না রাখার পরিণাম

রমযানের রোযা আল্লাহ তা'আলার অলংঘনীয় অকাট্য ফরয। কোন লোক নিজেকে মুসলমান দাবী করে রোযা রাখবে না এটা কল্পনাও করা যায় না। রোযা ফরজ ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ "ওহে যারা ঈমান এনেছ। তোমাদের উপর রোযাকে ফরজ করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণা অনুযায়ী রোযা আমাদের উপর ফরয। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যিনি এ ফরযকে অস্বীকার করবেন তিনি কাফের হবেন। আর যে ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করবে সে ফাসিক হবে আর যে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে রোযা রেখে তা ভঙ্গ করবে সে মহাপাপী হিসেবে পরিগণিত হবে। আর শরীয়তের হুকুম মুতাবিক তাকে এ রোযার কাফ্ফারা কাযা উভয় পালন করতে হবে। দুটাই তার উপর ওয়াজীব। কাযা ও কাফ্ফারা পরিমাণ হবে কাযার জন্য একটি রোযা এবং কাফ্ফারার জন্য একাধারে ৬০টি (ষাটটি) রোযা পালন করতে হবে। এর মধ্যে যদি একটি বাদ পড়ে আবার পুনরায় কাফ্ফারর রোযা শুরু করতে হবে। আর যদি তিনি কোন যুক্তিসংগত কারণে রোযা না রাখতে পারেন তাহলে ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে দু'বেলা পেটভরে খাওয়াতে হবে। তাহলে মাত্র একটি রোযার কাফ্ফারা পূর্ণ হবে।

উল্লেখ্য যে ৬০ জন ব্যক্তিকে খাইয়ে কাফ্ফারা করতে হলে তাদের প্রত্যেকে পূর্ণ বয়স্ক লোক হতে হবে। আর খাওয়ানোর পরিবর্তে খাদ্য শস্য বা তার সমান মূল্য প্রদান করাও জায়েজ।

রোযা কাযা ও কাফ্ফারা

যে কারণে রোযা কাযা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজীব হবে। রোযার কাযাও কাফ্ফারা নিম্নরূপ

১. স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে কোন নারী বা পুরুষ উত্তেজনা বশে যৌনক্রিয়া করলে রোযা ভঙ্গ হবে এবং কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজীব হবে।

২. কোন নারী পুরুষ একত্রে শয্যা সঙ্গিনী হয়েও উত্তেজনা বশতঃ পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ নারী যৌণ ধারে প্রবেশ করলে বীর্যপাত হোক বা না হোক রোযা বাতিল হয়ে যাবে। কাযা ও কাফ্ফারা দিতে হবে।

৩. পশ্চাতদ্বার দিয়ে পুরষাঙ্গ ঢুকিয়ে যৌন ক্রিয়া করলে রোযা নষ্ট হবে এবং কাযা ও কাফ্ফারা উভয় আদায় করতে হবে।

৪. রোযা অবস্থায় কোন খাদ্য বস্তু গ্রহণ বা ঔষধ সেবন করলে রোযা নষ্ট হবে। ফলে রোযার কাযা ও কাফ্ফারা উভয় দিতে হবে।

৫. স্ত্রী ঘুমন্ত অবস্থায় বা বেহুশ অবস্থায় যৌন কর্ম করলে পুরুষের কাযা কাফ্ফারা দিতে হবে। স্ত্রীর কাযা করলে চলবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রোযার কাযা

যে সেব ব্যাপারে শুধু রোযার কাযা করতে হবে তা নিম্নে দেয়া হলোঃ

১. বিলম্বে জাগরিত হওয়ার পর সাহরীর সময় আছে মনে করে পানাহার সম্পন্ন করে দেখল যে ভোর হয়ে গেছে এমতাবস্থায় রোযার কাযা ওয়াজীব।

২. সূর্যাস্তের পূর্বেই সূর্য ডুবেছে মনে করে ইফতার করার জন্য কাযা করতে হবে।

৩. অনিচ্ছায় কোন বস্তু নাক, কান, গলা বা যে কোনভাবে পেটে প্রবেশ করালে রোযার কাযা ওয়াজীব হবে।

৪. একজন রোযাদারকে কেউ জোরপূর্বক খাইয়ে দিলে শুধু কাযা করতে হবে।

৫. কেউ নিয়ত ব্যতিত পানাহার থেকে বিরত থাকলে বা দুপুরের পরে নিয়ত করলে এতে রোযা হবে না। কাযা ওয়াজীব।

৬. রোযা অবস্থায় মুখ ভরে বুমি করলে বা চোখের পানি ঘাম গিলে ফেললে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং কাযা করতে হবে।

৭. কোন মহিলাকে ঘুমন্ত অবস্থায়, বেহুস অবস্থায় বা জোর করে ধর্ষণ করলে ঐ মহিলার রোযার শুধু কাযা করতে হবে।

৮. কেউ রোযা অবস্থায় পাথর, লোহার টুকরা বা এ ধরণের অখাদ্য খেয়ে ফেললে রোযা কাযা করতে হবে।

৯. কোন মহিলাকে চিকিৎসার জন্যে স্বীয় গুপ্তাঙ্গে কোন ঔষধ বা হাত ঢুকায়ে একাধিক বার মর্দণ করলে বা তুলা লাগিয়ে রাখার পর উহা যোনিদ্বার দিয়ে প্রবেশ করালে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে।

১০. কেউ রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু খেয়ে রোযা নষ্ট হয়েছে মনে করে স্বেচ্ছায় পানাহার করলে রোযা নষ্ট হবে এবং কাযা করতে হবে।

১১. কোন নির্বোধ লোক যে কোন অবস্থায় হোক বীর্যপাত ঘটালে শুধু কাযা করতে হবে।

১২. কোন পুরুষ কিংবা নারী সহবাস ব্যতিরেকে কোন অস্বাভাবিক উপায়ে বা কোন অবাঞ্ছিত স্পর্শের কারণে বীর্যপাত করলে বা ঘটারে রোযা ভঙ্গ হবে এবং কাযা করতে হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রোযা ভঙ্গ করা যাবে

১. ভ্রমণকালে- শরী'আত সমর্থিত দূরত্বে ভ্রমণকারী যে কোন অবস্থায় থাকুক রোযা রাখা থেকে বিরত থাকতে পারে। তবে রোযা রাখা মুস্তাহাব।

২. রোগ ভোগে- রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বা রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকলে রোযা রাখা বিরত থাকা যাবে। তবে তাতে কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অথবা নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩. গর্ভাবস্থায়-কোন স্ত্রী লোক সন্তান সম্ভাবনা হলে স্বাস্থ্য অথবা গর্ভজাত সন্তানের ক্ষতির প্রবল আশংকা দেখা দিলে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে।

৪. স্তন্যদানকালে- স্তন্যদানকালে মাতা অথবা সন্তানের স্বাস্থ্যহানী বা জীবনের আশংকা যদি থাকে তাহলে এমতাবস্থায় মানবতার প্রশ্নে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। তবে পরবর্তীতে কাযা করতে হবে।

৫. বার্ধক্যজনিত কারণে-কোন ব্যক্তির বয়োবৃদ্ধির কারণে প্রবল দুর্বলতার কষাঘাতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়লে নিজে রোযা না রেখে ফিদিয়া দিয়ে তা পূর্ণ করতে পারবে।

৬. জীবনের আশংকা- কঠোর পরিশ্রমের কারণে জীবনের আশংকা হলে বা অন্য কোন দিক থেকে রোযা রাখার কারণে জীবনের হুমকি আসলে, তখন বাঁচার উপায় না থাকরে রোযা না রাখলে চলবে।

৭. জিহাদ- দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা থাকলে বা যুদ্ধ চলাবস্থায় শত্রুদের মুকাবিলায় দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকায় রোযা না রাখার হুকুম রয়েছে।

৮. বেহুশ ও মস্তিস্ক বিকৃত অবস্থায় কোন পাগল ব্যক্তির জন্য রোযা ফরজ নয়। তদুপরি রোযা অবস্থায় কোন ব্যক্তি বেহুশ থাকলে জ্ঞান ফিরে আসা বা সুস্থ হওয়া পর্যন্ত রোযা না রাখার অনুমতি দেয়া আছে।

৯. মেয়ে লোকের হাফেজ, নিফাসের সময় রোযা না রাখার নির্দেশ রয়েছে।

রোযা ভাঙ্গা জায়েয

যে সব অবস্থায় রোযা ভাঙ্গা জায়েয

১. রোযা অবস্থায় কোন রোগের কারণে বা আহত হওয়ার কারণে সংজ্ঞাহীন হলে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে।

২. হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে জীবনের আশা না থাকলে ও রোগ বৃদ্ধি সম্ভাবনা থাকলে রোযা ভাঙ্গা বৈধ।

৩. ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রচন্ড আগাত সইতে না পাররে বা এর কারণে জীবনাবসানের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভয়ও রয়েছে এমন অবস্থায় রোযা ভাঙ্গা যাবে।

৪. কোন গর্ভবতী মহিলার হঠাৎ দূর্ঘটনার কারণে উদরস্থ বাচ্চার জন্য একান্ত ক্ষতিকর সম্ভাবনায় রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ আছে।

৫. কোন বিষাক্ত জন্তুর আঘাতে তাৎক্ষণিক ঔষধ সেবণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে রোযা ভাঙ্গা যাবে।

৬. কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি বা অসুস্থ ব্যক্তির রোযা পালনে সক্ষম হবে বলে রোযার নিয়্যত করার পর মারাত্মক কাতর হয়ে পড়লে রোযা ভাঙ্গার অনুমতি আছে। মোটামুটি উপরে বর্ণিত পরিস্থিতি রোযা না রাখার এবং ভাঙ্গার অনুমতি থাকলেও পরবর্তীতে এগুলো কাযা করা বাধ্যতামূলক, তবে কাফ্ফারা দেয়ার প্রয়োজন হবে না শুধু কাযা করলেই চলবে।

রোযা মাকরূহ হওয়ার কারণ

যে সব কারণে রোযা মাকরূহ হয়

১. বিনা কারণে কোন জিনিস মুখে দিয়ে চিবালে।

২. স্ত্রীকে চুমু দেয়া, যাতে শুক্রক্ষরণ বা সহবাসে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে। যুবকদের জন্য আশংকা না থাকলেও চুমু দেয়া মাকরূহ।[১৪] [তুহ্ফাতুস্ সায়িমীন]

৩. গীবত করা হারাম। রোযা রেখে গীবত, পরনিন্দা করলে রোযা মাকরূহ হয়।

৪. ঝগড়া বিবাদ করা, গালি দেয়া, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা।

৫. অযু করার সময় গড়গড়া করা। কয়লা বা মাজন, টুথপেষ্ট বা অনুরূপ বস্তু রোযা থাকা অবস্থায় ব্যবহার করা।

রোযার নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمُ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكَ فَرْضًالَّكَ يَااللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতুয়ান আছুমাগাদাম্ মিন শাহরে রামাদানাল মুবারাকা ফারদাল্লাকা ইয়া ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাছ্ সামিউল আলিম।

অর্থঃ হে আল্লাহ আমি আগামী কাল রমযানের ফরয রোযার নিয়্যত করছি। তুমি উহা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।

আরবী ভাষায় নিয়ত করা শর্ত নয়, মনে মনে ফরয রোযা রাখার নিয়ত করলেই রোযা হয়ে যাবে। তবে আরবী নিয়ত সহীহভাবে করলে মন মানসিকতা ভালো হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইফতারের দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَاَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়ালাইকা তাওয়াককালতু ওয়া আলা রিযকিকা আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থঃ হে আল্লাহ তোমারই জন্যে রোযা রেখেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি এবং তোমারই প্রতি আস্থা স্থাপন করছি, তোমারই দ্বারা ইফতার করছি তোমারই অনুগ্রহে হে দয়ার ভাণ্ডার।

সূর্য ডুবলে ইফতার করতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন রাত আসে দিন বিদায় নেয়, সূর্য অস্তমিত হয়, তখন রোযাদার ইফতার করবে। [বুখারী, মুসলিম]

ইফতারের সঠিক সময় হওয়ার পর অতিপরহেযগারী স্বরূপ ইফতারে বিলম্ব ঠিক নয় কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে সাবধানতা বশতঃ সামান্য দেরী করা চলে। হযরত সাহল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষ সর্বদা মঙ্গলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ ইফতার দ্রুত আঞ্জাম দেবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, আল্লাহর নিকট সেই বান্দা অধিক প্রিয় যে শীঘ্র ইফতার করে।

তবে অধিক তাড়াহুড়া করে সুযাস্তের আগেই যেন ইফতার হয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। তাজা খেজু না থাকলে শুকনা খেজুর দ্বারা তাও না পেলে কয়েক চুমুক পানি দ্বারা ইফতার করতেন।

তারাবিহ্ নামায

তারাবিহ্ নামায মাহে রমযানের একটি বিশিষ্ট ইবাদত। রমযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে এরূপভাবে বিশ রাকাআত নামায পড়তে দেখা যায় না। আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র উপর। তিনি সাহাবায়ে কিরামের সম্মতি ও সমর্থন নিয়ে জামাআতসহ বিশ রাকাআত সালাতুত তারাবীহর একটি সুন্দর ও মঙ্গলময় প্রথা মুসলিম মিল্লাতকে উপহার দিয়েছেন।

ক. শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিখ্যাত 'মা-ছাবাতা বিসুন্নাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, উলামাদের কেউ তারাবীহকে নফল, কেউ মুস্তাহাব, কেউ সুন্নত বলে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু যারা সুন্নত মানেন, তারাই সঠিক পথে অধিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে তারাবিহ্ পড়া প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

আল ফিক্বহ্ আলাল মাজাহিবিল আরাবিয়া গ্রন্থের ফতোয়া হলোঃ

هِيَ سُنَّةُ عَيْنٍ مُؤَكَّدَةٍ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عِنْدَ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْاَئِمَّةِ وَطَائِفُ مِنَ الْمَوَالِكَ

তারাবিহ্ নামায হানাফী, শাফী, হাম্বলী এবং মালেকী মাজহাবের কিছু সংখ্যক আলেমের মতে সুন্নতে মুয়াক্কাদা- নারী, পুরুষ সকলের জন্য। মালেকী মাজহাব মতে মুস্তাহাব। এই মাসনুন বিধানই বুযুর্গান থেকে এখন পর্যন্ত প্রচলিত। তারপর তিনি উল্লেখ করেছেন-

'ইমাম আবু হানিফা হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারাবীহ্ পড়া সুন্নাত উহাকে কোন অবস্থায় ছাড়া জায়েজ নেই, কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আায়হি ওয়াসাল্লাম রমযান শরীফে তারাবীহর নামায পড়েছেন। কোন সময় ছেড়ে দিলেও তিনি কারণ উল্লেখ করেছেন। "আমি একাদিকক্রমে এ জন্য পড়ি না যে, আমার ভয় হয় অবশেষে তোমাদের উপর তারাবীহ্ ফরয না হয়ে যায়।'

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও অন্যান্য খুলাফায়ে রাশেদীন তারাবীহ্ হামেশা পড়তেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে লোক সকল তোমরা আমার খলীফাদের তরীকা অনুসরণ কর মজবুতভাবে। হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় গোলাম 'যাকওয়ান' এর ইমামতিতে তারাবীহ্ পড়তেন।

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাতে নিজের যে হুজরায় নামায পড়তেন তার বেড়া ছিল খাটো। কাজেই লোকেরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র শরীর দেখতে পেতেন। একদা কিছু লোক তার অনুসররেণ নামায পড়লেন। তারা এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাতে নামায পড়তে দাঁড়ালেন এবং কিছু লোক তার অনুসরণে নামায পড়লেন। তারা দুই বা তিন রাত এরূপ করলেন। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বসে থাকলেন তিনি আর নামাজের জন্য বের হলেন না। ফজর হলে লোকেরা এ বিষয়ে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার ভয় হয়েছিল যে, রাতের নামায তোমাদের উপর যেন ফরজ হয়ে না যায়। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

انَّ اللّٰه تعَالٰى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامة ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه ليوم ولدته امه [مسند احمد]

নিশ্চয়ই মহিমাময় আল্লাহ তা'আলা রমযানের রোযা ফরজ করেছেন, আমি কিয়াম-তারাবীহ্র নামাযকে সুন্নত করেছি ফলে যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখবে এবং দাঁড়াবে (তারাবীহ্) পড়বে ঈমান ও আত্মউপলব্ধির সাথে সওয়াবের নিয়তে সে সদ্য প্রসূত শিশুর মত গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যাবে।

তারাবীহ্ বিশ রাকায়াত

ইবনু আবি শায়বা হযরত ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

كان رسول اللّٰه صلى الله تعالٰى عليه وسلم يصلى فى رمضان عشرين ركعة سوا الوتر [البخارى والنسائى عمدة القارى ج– ١٣٨]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমযানে বিতির ব্যতীত বিশ রাকাআত নামায পড়তেন। [উমদাতুল ক্বারী, খ.৬, পৃ. ১৩৮]

হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

كنا نقوم من زمان عمر بن الخطاب رضى الله تعالٰى عنه بعشرين ركعة والوتر (اعلاء السنف جلد–٤ – صفحه ٦٩)

আমরা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা নাহুর যুগে বিশ রাকআত (তারাবীহ) এবং বেতর নামায আদায় করতাম। [এলাউস্ সুনান, খ-৪, পৃ.৬৯]

عن ابى الحسناء ان على بن ابى طالب أمر رجلا يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة

আবিল হাসানা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব এক ব্যক্তিকে পাঁচটি বিশ্রামের মাধ্যমে বিশ রাকআত নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। [মসনদে আহমদ খ-৩, পৃ.৩১০]

ক. অধিকাংশ উলামার মতে তারাবীহ্ বিশ রাকাআত। কেউ কেউ আট রাকাআত বলে উল্লেখ করেছেন। বিশ রাকাআত তারাবীহ্ যে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এ বিষয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাহাবাদের ইজমা। (সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইজমার বিরুদ্ধাচারণ না জায়েয। সাহাবীদের সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে, এর বিপক্ষের হাদীসগুলো রহিত হয়েছে।

খ. তারাবীহ্ ব্যতীত অন্য কোন নফল নামায জামায়াতে পড়া যায় না। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আা আনহু অনেক সাহাবী এর উপস্থিতে তারাবীহ্ পড়েছেন্ হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও পড়েছেন কিন্তু তিনি তিন দিনের অধিক নয়। তার না পড়ার কারণ উপরে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত মাওলানা সৈয়দ আসগর হোসাইন সাহেব লিখেছেন, কুড়ি রাকাআতের চেয়ে কম তারাবীহ্ কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং কোন মুজতাহিদ ও ইমামের মাযহাব মতেও বিশ রাকাআতের কম পড়া যায় না। বার, আট, রাকাআতের হাদীস তাহাজ্জুদ সম্পর্কে বর্ণিত, তারাবীহ্ সম্পর্কে নয়।

[ফরহাতুস সায়িমীন, পৃ. ১৭]

দীর্ঘ ১৪শ বছর বাইতুল্লা শরীফ ও মসজিদে নববী শরীফে ২০ রাকআত তারাবীহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্তমানেও ২০ রাকআত তারাবীহ পড়া হচ্ছে।

তারাবীহ্ নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

নিয়্যতঃ আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুই রাকাআত সুন্নাতুত তারাবীহ্ কিবলামুখী হয়ে ইমামের ইকতিদাতে পড়ছি, আল্লাহর আকবর।

চার রাকাআত তারাবীহর পর চার রাকাআত পরিমাণ বিশ্রয়াম নেয়া ভাল। এ অবকাশকে তরবীয়া' বলা হয়, যার অর্থ বিশ্রাম গ্রহণ।

তারাবীহর দোয়া

তারাবীহ নামাযের চার রাকআতের পর যে কোন দোয়া, দরূদ, তাসবীহ পড়া যেতে পারে। তবে আল্লামা শামী রাদ্দুল মোহতার ওরফে ফাতওয়ায়ে শামী গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আল্লামা কাহাস্তানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, তারাবীহ্ নামাযে ৪ রাকাআতের পর নিম্নলিখিত দোয়া পড়তেন। দোয়াটি নিম্নরূপঃ

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ ـ سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ ـ

দোয়াঃ সুবহানাযিল্ মুলকি ওয়াল্ মালাকুতি, সুবহানাযিল ইয্যাতি ওয়াল্ আজমাতি, ওয়াল হায়বাতি। ওয়াল কুদরাতে ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবারুতি, সুব্হানাল মালিকিল হাইইল্ লাযি লা ইয়ানামু ওয়ালা ইয়ামুতু আবাদান আবাদান সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ্।

অর্থঃ পবিত্র তিনি, যিনি মূলক ও মালাকুতের অধিকারী, পবিত্র তিনি, যিনি ইয্যত, মহত্ত্ব, হায়বত এর মালিক, কুদরত ও কিবরিয়াইর মালিক, প্রভাব ও প্রতিপ্রত্তির অধিকারী। পবিত্র তিনি চিরঞ্জীব নিদ্রা ও মৃত্যু তাকে সম্পর্শ করে না কস্মিণকালেও। তিনি সুব্বুহ্, তিনি কুদ্দুস, তিনি আমাদের ফেরেশতা কুলে এক রূহ্ নামক ফেরেশতাদেরও পালন কর্তা।

[ফাতওয়ায়ে শামী-খণ্ড-১, পৃ. ৪৭৩, বাহরে শরীয়ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২]

তারাবীহর নামাযের মুনাজাত

اَللّٰهُمَّ اِنَّ نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَاخَالِقُ يَا بَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَامُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাছআলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউজু বিকা মিনান্ নারি, ইয়া খালিকাল জান্নাতি ওয়ান্ নারী, বিরাহ্মাতিকা ইয়া আজীজু ইয়া গাফ্ফারু ইয়া কারিমু ইয়া ছাত্তারু, ইয়া রাহিমু, ইয়া জাববারু, ইয়া খালেকু, ইয়া বাররু। আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান নারি ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু বিরাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহীমিন।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে জান্নাত চাই, দোযখ থেকে পানাহ্ চাই, হে জান্নাত জাহান্নামের স্রষ্টা! তোমার রহমত চাই, হে পরাক্রমশালী! হে ক্ষমার আঁধার, হে দয়াবান! হে গোপনীয়তা রক্ষাকারী! হে রহীম! হে প্রতাপশালী, হে সম্রাট! হে আবিস্কারক, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও, হে রক্ষাকারী,! হে রক্ষাকারী! হে রক্ষাকারী! তোমারই রহমতে, হে মহাদয়াবান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তারাবীহ্ ও খতমে কোরআন

রমযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, এ মাসে কুরআন বেশী বেশী তেলাওয়াত করা দরকার। কুরআন আল্লাহর কালাম, কুরআন তেলাওয়াতে আল্লাহর সাথে কথোপকথন হয়। বেশুমার নূর তেলাওয়াতকারী ও শ্রোতাদের কলব ও অঙ্গ প্রতঙ্গ বর্ষিত হয়। এ মাস কুরআনের মাস। এ মাসে কুরআনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়া কুরআনের হক আদায় করা অত্যন্ত জরুরী।

তারাবীহ্ যেমন সুন্নত, তারাবীহতে এক খতম কুরআন পড়াও সুন্নাত আরও বেশী খতম করতে পারলে তা নুরুন আলা নুর। খতমে কুরআন যেমন ফজীলতের কাজ, তার হক ও আদবের প্রতি মনোযোগী হওয়াও ফযীলতের কাজ। উভয়ের পূর্ণ হক আদায় ও আদব রক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করা একান্ত প্রয়োজন নামাযের রুকু সিজদা, আত্তাহিয়্যাতু দুআ, দরুদ প্রভৃতি আরকান আহকাম ঠিকমত আদায় হওয়া চাই। কুরআন তেলাওয়াতের পর পূর্ণ হক পালিত হওয়া চাই। শাহী কালাম মনে করে ধীরে সুস্থে, মুহাব্বত সহকারে তেলাওয়াত করা একান্ত বাঞ্চনীয়। অনেক সময় দেখা যায় কিছু সংখ্যক মুসল্লি বসে বসে সময় কাটান ইমাম রুকুতে যাওয়ার জন্য যেই আল্লাহর আকবর বললেন, হুরমুর করে উঠে রুকুতে শামিল হন। এটা অত্যন্ত বেয়াদবী পূর্ণ আচরণ।

খতমে কুরআনের জন্য হাফিজ নির্বাচনের সময় যথাসম্ভব তার আমল আখলাক ও পরহেযগারী দেখে নির্বাচন করা উচিৎ। এ মহান মাসে হাফিজে কুরআনদের উচিত তাদের প্রতি আল্লাহর মহান ইহসানকে স্বীকার করা। কত বড় আনন্দের বিষয়, যে আমানত পাহাড় পর্বত, জমিন আসমান ও অন্যান্য কোন মাখলুক বহন করতে সাহসী হয় নি। সে মহান আমানত আল্লাহর কালামকে তার খাস কৃপায় হাফিজদের সীনায় মাহফুজ করে দিয়েছেন। দর দস্তর করে টাকা নেওয়া, তাড়াহুড়া করে কুরআন পড়ে কুরআনের হক নষ্ট করা, এ নিয়ামতের অকৃজ্ঞতারই আলামত বটে।

ইতিকাফ

ইতিকাফ অর্থ অবস্থান করা। এখানে ইতিকাফের অর্থ হচ্ছে রমযানের শেষ দশকে সওয়াবের নিয়মে মসজিদে অবস্থান করা। পবিত্র রমযানের বিশেষ বিশেষ আমলের মধ্যে এটা অন্যতম আমল। সংসারের মোহ ত্যাগ করে আল্লাহর সংগে মুহাব্বতের সম্বন্ধ স্থাপন করা তার দুয়ারে রাত দিন পড়ে থাকা, আত্মার উৎকর্ষ সাধন, কুপ্রবৃত্তি ইত্যাদি দমন বেহুদা কাজ ও কথা বার্তা বর্জন, সর্বদা তসবীহ্ তাহলীল, কুরআন তেলাওয়াত, মুরাকাবা, মুশাহাদা, যিকির ফিকির, দ্বারা হৃদয়কে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নূরানী করে আল্লাহর অবর্ণনীয় নৈকট্য লাভ, শবে কদরের সন্ধান প্রভৃতি এ মহতী ইবাদতের মূল লক্ষ্য। ইতিকাফ কারী যাবতীয় সম্পর্ক ত্যাগ করে সংসারের মায়া জাল ছিন্ন করে স্ত্রী পুত্রের বাড়ী ঘরের ব্যবসা বাণিজ্যের, সর্দারী, মাতব্বরির রাজত্বে মন্ত্রীত্বের মায়ারুজ্জু কেটে মমতার বন্ধন বিসর্জন দিয়ে পরওয়ার দিগারের দরবারে নিজেকে উপস্থাপিত করেন।

রমযান বছরের সেরা মাস। রমযানের শেষের দশদিন বিশ দিনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এ দশকে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ দশকে লাইলাতুল কুদর হয়ে থাকে। এ দশদিনে বিশেষভাবে আল্লাহর রহমতের সাগরে জোয়ার আসে আত্মার উন্নতি হয়। যারা সৌভাগ্যবান তারা এ দশকে প্রভূর দুয়ারে শির নত করে পড়ে থাকেন। প্রিয নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আয়হি ওয়াসাল্লাম শেষ দশকের জ্যোতির ছড়াছড়ি, নূরের বাহার যেন রূহানী চক্ষে দেখতে পেতেন। তাই তিনি এ দশকে ইতিকাফ করে রিয়াজত, মুজাহেদা করে অফুরন্ত কল্যাণ সঞ্চয়ে মশগুল হতেন এবং পরিবারের অন্যদেরকে তৎপ্রতি অতিমাত্রায় উৎসাহিত করতেন। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন ইযা দাখালাল আশহুরু শাদ্দা মিযারাহু ও আহইয়া লাইলাহু ওয়া আইকাজা আহলাহু। অর্থাৎ রমযানের শেষ দশক যখন আসত, তখন তিনি স্ত্রীদের কাছ থেকে দুরে থেকে কোমর বেধে ইবাদতে মশগুল হতেন, সারা রাত জাগতেন এবং স্বীয় পরিজনকে জাগাতেন। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে, ছুম্মা আতিম্মুস সিয়ামা ইলাল লায়লি ওয়ালা তুবশিরুহুন্না ওয়া আনতুম আকিফুনা ফিল মাসাজিদে। অর্থাৎ তোমরা রোযাকে রাত পর্যন্ত পূর্ণ কর। আর যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় থাক, তখন স্ত্রীদের সাথে মেলা মিশা করো না।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে আরো বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষের দশদিন ইতিকাফ পালন করতেন। তার ওফাত পর্যন্ত তিনি অনুরূপ করেছেন তারপর তার বিবিগণও ইতিকাফ করেছেন। [বোখারী শরীফ]

ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। ইতিকাফকারী গুনাহ্ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে এবং তার জন্য সওয়াবসমূহ জারি রাখা হয়, যেরূপ সওয়াবের অংশ গ্রহণকারীর জন্য সওয়াব জারি রাখা হয়। [মিশকাত]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অন্য এক হাদীসে আছে যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের প্রয়োজনে বের হয়। তার জন্য দশ বছর ইতিকাফ অপেক্ষাও উত্তম। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির মানসে একদিন ইতিকাফ পালন করে আল্লাহ তার এবং জাহান্নামের মধ্যে তিনটি গহবর সৃষ্টি করেছেন। যার দূরত্ব আসমান জমিনের দূরত্বের চেয়েও অধিক [তাবরানী]

ইতিকাফের মাসআলা

১. পুরুষের জন্য ইতিকাফের স্থান মক্কার মসজিদে তারপর মদীনার মসজিদে, তারপর বায়তুল মোকাদ্দাস, তারপর স্থানীয় জামে মসজিদ। ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আনহু এর মতে জামে মসজিদ হওয়া শর্ত। ইমাম আবু ইউসুফ মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আনহু -এর মতে মসজিদে ইলেই যথেষ্ট। মেয়ে লোকেরা ঘরের কোণে নামাযের জন্য নির্ধারিত স্থানে ইতিকাফ করবে।

২. ইতিকাফে প্রবেশ করতে হলে বিশ তারিখের সূর্যাস্তে পূর্বে যে কোন সময় মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে, ইতিকাফ সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিফায়া, মহল্লার কেউ ইতিকাফ না করলে সকলেই গুনাগার হবে আর একজনও যদি করে তবে সকলে গুনাহ্ থেকে পরিত্রাণ পাবে।

৩. পেশাব, পায়খানা, ফরজ গোসল, লোক না থাকলে খাদ্য আনতে যাওয়া সে মসজিদে জুমা না হলে জুমাআর জন্য অন্য মসজিদে যাওয়া দুরস্ত আছে। রোগী দেখা, জানাযা নামায ইত্যাদির জন্য বের হওয়া দুরস্ত নহে। ইতিকাফে থাকাকালে স্ত্রীর সাথে মেলা মেশা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। খারাপ কথা বলা, গীবত শেকায়েত করা হারাম। একেবারে চুপ থাকাও ঠিক নয়। ওয়ায নসীহত প্রয়োজনীয় আলাপে নিষেধ নেই। অবশ্যই আল্লাহর যিকিরে বেশি বেশি মশগুল থাকাই উত্তম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাহে রমযান

ড. এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান

সালাম জানাই তোমায় মোরা
হে মাহে রমযান।
রহমতেরই সওগাত নিয়ে
আসলে যে মেহমান।

জান্নাতেরই দ্বার খুলে আজ
আসলে যে ধরায়,
জাহান্নামে তালা আজি
তোমার মহিমায়।
আসলে তুমি বরকত নিয়ে
সাথে আল-কুরআন।

ইবলিছ আজি শিকল পরা
তোমার আগমনে।
ওলীকুল আজ মতোহারা
তোমার দরশনে
পাবে নাজাত তোমার মাঝে
যত নাফরমান।

ক্ষুধার জ্বালায় দীনহীনে
সদা কষ্ট পায়।
বুঝতে পারে ধনীজনে
তোমার মহিমায়।
মানবতার মুক্তি তুমি
মাহে গোফরান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহর মেহমান

ড.এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান

রাখবো রোযা খুশি মনে
আমরা মুসলমান।
আল কুরআনের মাসে মোরা
আল্লাহর মেহমান।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ
যত রিপু আছে।
জ্বালিয়ে ছাই করব মোরা
থেকে উপবাসে।
মুখের গন্ধ হবে মোদের
খাটি আতরদান।

খাওয়া পাবো আরশ নীচে
কঠিন হাশর দিনে
হাউজে কাউসার পান করে যে
থাকবো সুখী মনে
সাজবে সেথায় মোদের বাড়ী
জান্নাতের রাইয়্যান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাহে রমযান আল বেদা

ড. এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান

মাহে রমযান, মাহে গোফরান, আল বেদা
মাহে রমযান, মাহে রাইয়্যান, আল বেদা।

পাপ সাগরের অথৈ জলে হাবুডুবু খাই
পেতে নাজাত বিপদ হতে তোমার দয়া চাই
তবু তুমি যাওগো চলে রহমতের ধারা।

মা বাপ হারা এতিম যারা কাঁদে তোমার মাঝে
ক্ষমা চাহে গুনাহ্ তাদের তোমার উসিলাতে
দুঃখ মনে জানায় তারা আলবেদা আলবেদা।
দিতে বিদায় তোমায় আজি কাঁদে মোদের মন
বুঝিয়েছ গরীব দুঃখীর কষ্ট যে কেমন
মানবতার বাণী শুনে জানাই আলবেদা।

সালাম জানাই বিদায় বেলা করগো কবুল
নামে তোমার পাব ক্ষমা ভাঙ্গবে মোদের ভুল
আশা নিয়ে রহমত তব জানাই আলবেদা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তৃতীয় অধ্যায়
পবিত্র কুরআন- সুন্নাহ্'র আলোকে

শবে কুদর

শবে কদরের তাৎপর্য ও শিক্ষা

شب (শব) ফার্সী শব্দ, এর অর্থ রাত (قدر) কুদর আরবী শব্দ, এর অর্থ মহিমান্বিত। "শবে কদর অর্থ মহিমান্বিত রাত" আরবীতে বলা হয় লাইলাতুল কদর لَيْلَةُ الْقَدْرِ লাইলাতুল কুদর অর্থ-

لَيْلَةُ الْعَظْمَةِ وَالشَّرَفِ مِنْ قَوْلِ النَّاسِ لِفُلَانٍ عِنْدَ الْاَمِيْرِ قَدْرٍ اَىْ جَاهٍ وَقَدْرُ مَنْزِلَةٍ قَالَ عَلَّامَةُ الْاَزْهَرِىْ

অর্থাৎ মর্যাদাবান ও মহত্বের রাত যেমন বলা হয়ে থাকে আমিরের কাছে অমুক ব্যক্তির কদর আছে অর্থ সম্মান মর্যাদা ও প্রতিপত্তি রয়েছে,

[আল্লামা আজহারী, তাফসীরে কাশফুল আসরার ১০ম খন্ড-৫৫৮পৃ.]

شب قدر است او در یاب او را امان یابی چو برخوانی برآتش

"সে তো মর্যাদার রাত খুঁজে নাও তাঁকে যার মাঝে পাবে তুমি
জাহান্নাম থেকে মুক্তি [মাওলানা রূমী মসনবী শরীফ]

ان شب قدری کہ گویند اہل خلوت امشب است
یارب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است

আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তরা বলছে আজ রাতেই সেই শবে কদর
হে খোদা এ মহা সম্পদ আছে কোন গ্রহে। [খাজা হাফেজ সিরাজী]

اگر ہمہ شبہا قدر بودی شب قدر بی قدر بودی

সকল রাত যদি শবে কদর হতো তাহলে তাকতো না শবে কদরের মর্যাদা।

[শেখ শাদী]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আল্লামা بدرالدين عينى বুখারী শরীফের শরাহ্ উমদাতুল কারীতে লিখেছেন-

تَقْدِيْرُ الْاُمُوْرِ وَقَضَائِهَا وَالْحُكْمُ وَالْفَضْلُ وَمَعْنَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ يَقْضِى اللّٰهُ فِيْهَا قَضَاءَ السَّنَةِ۔

"লাইলাতুর কদর" বলতে এমন রাত বুঝায় যাতে যাবতীয় বিষয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এর চূড়ান্ত রূপদান করা হয় এবং একটি বছরের জন্য আল্লাহ তা'আলা এই রাতে সব বিধান ও মর্যাদার ফয়সালা করেছেন। [আইনী]

ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বর্ণনা করেন, এ রাতকে শবে কদর এ জন্যে বলা হয় যে, এ রাত অত্যন্ত মূল্যবান, অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চ মর্যাদাবান সম্পন্ন।

শেখ আবু বকর ওয়াররাক (র.) বর্ণনা করেন এ মহান রাতে ইবাদতের কারণে এমন লোকের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পায় ইতোপূর্বে যাদের কোন মর্যাদা মরতবা কদর ছিল না। তাই এ রাতকে শবে কদর বলা হয়।

[ফাজায়েলে মাহে রমযান মুফতী আমীনুল ইহসান রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, পৃ.-২৬]

এ মর্যাদাবান রাতের মহত্ব ও মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একটি সূরা নাযিল করেছেন যে সূরাটির নাম "সূরাতুল কদ্বর' এরশাদ হয়েছে-

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۔ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۔ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

অর্থাৎ আমি এ কুরআন কদর তথা মর্যাদাবান রাতে নাযিল করেছে। আপনি কি জানেন কদর রাত কি? কদর রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ রাতে অবতীর্ণ হয় ফেরেশতাগণ ও রূহ, প্রতিটি কাজেই তাদের প্রতিপালকের হুকুম মোতাবেক সম্পাদিত হয়। [সূরা আল কাদর]

ফজর পর্যন্ত সব কিছু থাকে শান্তিময়। শবে কদর উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর জন্য আল্লাহর তা'আলার পক্ষ থেকে মহান দান। যেমন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ اَهَبَ لِاُمَّتِىْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَلَمْ يُعْطِهَا مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ

"আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকেই শবে কদর দান করেছেন। এর পূর্বে কোন উম্মতকে তা দেয়া হয়নি। [দূররে মানসুর, খন্ড ৮, পৃ. ৫৮০]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সত্যিই আমরা সৌভাগ্যবান সর্বশেষ ও সর্বশেষ নবীকে দেয়া আল্লাহর বিশেষ উপহার এ রাত। বছরের যেমন বসন্তকাল থাকে কুরআনের বসন্তকাল হলো এ মাহে রমযান। আবার বসন্ত কালের মাঝেও একটি সময় থাকে, যেদিন কোকিল পাপিয়ার সুরলহরী চাঁদের স্নিগ্ধ আভা প্রকৃতির নব সাজে সমগ্র সৃষ্টি হয় মুখরিত, আনন্দিত। তদ্রুপ কুরআনের বসন্তকাল মাহে রমযানের একটি রাত, এমনই মর্যাদাবান যে রাতে এক হাজার মাস তথা ৮৩ বছর ৪ মাসের চেয়েও উত্তম। এ রাত রমযানের শেষ দিকের বেজোড় যে কোন রাত হতে পারে। মূল্যবান বস্তুকে আহরণ করার জন্য ডুবুরীগণ যেভাবে বারবার সমুদ্রে ডুব দেয়, শত বারের চেষ্টার পর হয়ত একবার তার কাংখিত হীরা জহরত মনি মানিক্য হাতে আসে। তদ্রুপ আল্লাহ তা'আলার দিদারে পাগল আশেক, সালেক ও আরেফগণ এ অমূল্য রত্নকে পেয়ে প্রেমাস্পদের নূরে জালাল ও জামালের সাগরে ডুব দেয়ার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে শবে কদরকে। পূর্বেকার নবীগণের উম্মতগণ এক হাজার মাস সাধনা করলে সে সুযোগ হয়তো আসতো কিনা তাও সন্দেহ ছিল।

আখেরী জামানার উম্মত হয়ে রাসুলে খোদার বকরতে এক রাতেই তা পাওয়ার নিশ্চয়তা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। এর চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কি হতে পারে?

এ রাতের যে কোন আমল এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। যেমন কেউ যদি এ রাতে এক রাকাআত নফল নামায পড়ে। তার আমলনামায় এক হাজার মাস নফল নামায পড়ার সাওয়াব লিখা হবে। যেমন আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বর্ণনা করেছেন-

عَمَلٌ فِيْهَا خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ فِى اَلْفِ شَهْرٍ

এ রাতের যে কোন আমল হাজার মাসের আমলের চেয়ে উত্তম। এ রাতে ইবাদত করা ত্রিশ হাজার দিনও ত্রিশ হাজার রাত ইবাদতের সমতুল্য।

[নুযহাতুল মাযালিছ, পৃ. ১৬৬]

এখন প্রশ্ন হলো এ রাতের এত মর্যাদা কেন? জবাব পরিস্কার আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলে দিচ্ছেন এ রাতের নিজস্ব কোন মর্যাদা নেই। এর মর্যাদার মূল কারণ হলো এ রাতে নূরের ফেরেশতা জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম এর মাধ্যমে নূরে মুজাস্সসামের কাছে জালাল ও জামালের সমাহার মহান নূর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে সর্ব যুগের গ্রহণযোগ্য নূর আল-কুরআন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ প্রদত্ত কুরআনকে তার কালব, রূহ, সের, খফি ও আখফার পাওয়ার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাউজে প্রজ্জলিত করতে পেরেছেন। যার সালাত হচ্ছে মিরাজ। যার সিয়াম হচ্ছে আল্লাহর দিদারের বাহন। সে অনুধাবন করতে পারে এ শবে কদরের মহাত্ম্য শান ও মর্যাদা।

"মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবায়ে কেরামগণের সামনে বনি ঈসরাইলের চার আবেদের কথা উল্লেখ করলেন। যারা আশি বছর ইবাদত করেছেন যাদের জীবনে কোন প্রকার গুনাহ্ হয় নি। তারা ছিলেন নিষ্পাপ। এ বর্ণনা শুনে সাহাবায়ে কেরাম রিদ্বয়ানিল্লাহি আজমাঈন যখন বিস্মিত হলেন তখনই নাযিল হয়েছে শবে কদর এক হাজার রাত চেয়ে উত্তম। ১০[রওজুল আফকার]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একবার বনি ইসরাঈলের প্রখ্যাত যুদ্ধা "শামসুন আবেদের' কথা উল্লেখ করে বলেছিরেন এ মুজাহিদের বয়স ছিল হাজার মাস। যিনি দিনের বেলায় রোযা রাখতেন আর রাতের বেলায় নামাযে মশগুল থাকতেন। তিনি পথভ্রষ্ট বনি ইসরাইলকে ঈমানের দিকে আহবান জানালে তারা সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। হাজার হাজার কাফের তাকে ঘিরে ফেলে কিন্তু তার ঈমানী তেজ এবং সমর কৌশলের কাছে শত্রুরা পরাভূত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিজয় দান করেন। তার মর্যাদা ছিল অপরিসীম। রাসূলে খোদার কাছে এ ঘটনা শুনে সাহাবায়ে কেরাম আফসুস করতে লাগলেন হায়! আমাদের যদি এত অধিক হায়াত থাকতো, আমরা যদি এরূপ ইবাদত ও জিহাদ করতে পারতাম। আল্লাহ তা'আলা তখনই নাযিল করলেন সূরা কদর যা বনি ইসরাঈল কাওমের আবেদের হাজার মাসের ইবাদত ও যুদ্ধে চেয়েও উত্তম। [তাফসীরে সূরাবাদী, পৃ. ৪৫৭]

আলী ইবনে উরওয়াহ্ বর্ণনা করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন বনি ইসরাঈলের চারজন নবী হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালাম, হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম, হযরত হিযকীল আলাইহিস্ সালাম এবং হযরত ইউশা ইবনে নুন আলাইহিস্ সালাম এদের প্রসঙ্গে এরশাদ করেন যে, এরা এক কজন বিরামহীনভাবে ৮০ বছর আল্লাহর ইবাদতে মশগুল ছিলেন এবং চোখের পলক পরিমাণ সময়ের জন্যও গাফেল থাকেন নি। এ ঘটনা শ্রবণে সাহাবাগণ বিস্মিত হলেন। তখন হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম সুরা কদর নিয়ে হাজির হয়ে বললেন, যেহেতু আপনার উম্মত তাদের ৮০ বছর ইবাদতের জন্য আফসোস করছে সুতরাং আল্লাহ পাক আপনাকে এমন একটা রাত প্রদান করলেন যে রাতে ইবাদত করলে ৮০ বছর ইবাদতের চাইতে বেশী সাওয়াব লাভ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করতে পারবেন। এরপর হযরত জীব্রাইল আলাইহিস্ সালাম সূরা কদর পড়ে শুনালেন। [ফাজায়েলে মাহে রমযান মুফতী আমীনুল ইহসান, পৃ.২৯]

এ পবিত্র রজনীতে আল্লাহ তা'আলা জিব্রাইল মিকাইল ও ইস্রাফিল আলাইহিমুস্ সালামকে বেহেশত থেকে চারটি পতাকা নিয়ে প্রতিজনের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতাসহ দুনিয়ার আগমনের নির্দেশ দিন। এর চারটি পতাকার নাম

لِوَاءَ الْحَمْدِ لِوَاءَ الْمَغْفِرَةِ لِوَاهُ الْكَرَامَةِ وَلِوَاءُ الرَّحْمَةِ

১. হামদের পতাকা।
২. মাগফিরাতের পতাকা।
৩. কারামাত বা মর্যাদার পতাকা।
৪. রহমত বা দয়ার পতাকা।

মাগফিরাতের পতাকা রাসূলে খোদা, শাফিউল মুজনাবীনের রওজা পাকের উপর, হামদের পতাকা আকাশ জমিনের মধ্যখানে, রহমতের পতাকা বায়তুল্লাহ্ শরীফে, কারামত বা মর্যাদার পতাকা বাইতুল মোকাদ্দাসের উপর স্থাপন করা হয়। এ রাতে প্রতিটি মু'মিন কে ফেরেশতাগণ সালাম জানিয়ে থাকেন। তাই মাগফিরাত পেতে হলে বেশী বেশী তওবা ও দরূদ শরীফ পড়তে হবে। [নুহযাতুল মাজালিছ, পৃ. ১৬৭]

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক শবে কদরের দ্বারাই অন্যান্য রাতের সৌন্দর্য দান করেছেন। কেননা এ রাতই সর্বশ্রেষ্ঠ রাত।

নবীজি অন্যত্র ইরশাদ করেন, "তোমরা যদি তোমাদের কবরসমূহকে আলোকিত পেতে চাও, তবে শবে কদর জাগ্রত থেকে আল্লাহর ইবাদত কর।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ الَّذِىْ هُمْ سُكَّانُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَمِنْهُمْ جِبْرَائِيْلُ فَيَنْزِلُ جِبْرَائِيْلُ وَمَعَهُ الرَّايَةُ يَنْصِبُ لِوَاءُ مِنْهَا عَلَى قَبْرِىْ وَلِوَاءَ عَلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَلِوَاءٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلِوَاءٌ عَلَى طُوْرِ سِيْنَا وَلَا يَدَعُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَلَا مُؤْمِنَةً اِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ اِلَّا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَاَكِلُ لَحْمِ الْخِنْزِيْرِ وَالْمُتَضَمِّخِ بِالزَّعْفَرَانِ [تفسير الميران-ج-١-ص-٣٢٥]

লাইলাতুল কদরে হযরত জীব্রাঈল আলাইহিস্ সালামসহ সিদরাতুল মোন্তাহায়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অবস্থানরত ফেরেশতাগণ চারটি পতাকা নিয়ে জমিনে আসেন। একটি পতাকা আমার কবরের উপর। উপর দ্বিতীয়টি বায়তুল মোকাদ্দাসে তৃতীয়টি মসজিদুল হারাম তথা কাবা ঘরে এবং চতুর্থটি সিনাই পর্বতে স্থাপন করবেন। মাদকাসক্ত, মাদক ব্যবসায়ী, শুকরের গোশত ভক্ষণকারী এবং জাফরান দ্বারা শরীরকে রঞ্জিতকারী ছাড়া সকল মুমিনকে সালাম জানান। [মাজমায়া-তাবরাসী]

শবে কদরের ফজিলত

১. কুরআন মজীদ এ রাতে প্রথম নাযিল হয়।

২. এ রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

৩. এ রাতে সিদরাতুল মোনতাহায় অবস্থিত অগণিত ফিরেশতাসহ হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম দুনিয়ায় অবতীর্ণ হন এবং দুনিয়ার সমস্ত অংশে ছড়িয়ে পড়েন। প্রত্যেক স্থানে স্থানে সিজদা, রুকু করেন। মুমিন নর-নারীর জন্য দোয়ায় মশগুল হন। কিন্তু গির্জা ঘর ও মন্দির প্রতিমা, অগ্নি পূজার স্থানে, আবর্জনার স্তুপে এবং যে ঘরে নেশাখোর, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি থাকে সে ঘর হতে তারা দূরে সরে থাকেন। [তাফসীরে ইবনে কাসির]

৪. এ রাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তাজাল্লী বিকশিত হয়।

৫. এ মহান রজনীতে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য গুনাহগারকে মাফ করেন।

৬. এ রাতের তওবা কবুল হয়।

৭. এ রাতের ইবাদতে মশগুল প্রত্যেক মুমিনকে ফেরেশতারা সালাম করেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম তাদের সাথে মোসাফাহা করেন। শরীরের লোম খাড়া হয়ে যাওয়া, দিল নরম হওয়া, অশ্রু বহির্গত হওয়া ইত্যাদি তার মুসাফাহার আলামত।

৮. এ রাতে মাতা পিতা ও আত্মীয় স্বজনের রুহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে তাদের কবর জিয়ারত ও তাদের জন্য দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করেন।

৯. এ রাতে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম স্বীয় পাখাগুলো পাখা মেলে ধরেন।

১০.এ রাতে একজন মুমিন কি দোয়া পড়বে এ প্রসঙ্গে হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেনঃ

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَمَا اَقُوْلُ؟ قَالَ قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَوْفٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল যদি শবে কদর পেতে সক্ষম হই কি পড়ব? রাসুল বললেন

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউবুন তুহিব্বুল আফউয়া ফা-ফু আন্নী

হে আল্লাহ আপনিতো ক্ষমাপছন্দ করেন আমাকেও ক্ষমা করুন।

[তিরমিযী, মসনদে আহমদ]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এ রাতে পড়ার জন্য আল্লাহর রাসুল যে দোয়া শিখাইয়েছেন তা হল-

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ فِيْهِ فَضْلَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَصَيِّرْ اُمُوْرِىْ فِيْهِ مِنَ الْعُسْرِ اِلَى الْيُسْرِ وَاقْبِلْ مَعَاذِيْرِىْ وَحُطَّ عَنِّىْ الذَّنْبَ وَالْوِزْرَ يَارَوُوْفًا بِعِبَادِهِ الصَّالِحِيْنَ

আল্লাহ আজকের রাতে আমাকে শবে কদরের ফজিলত দান করো। আমার কাজ কর্মকে কঠিন থেকে সহজতর দিয়ে নিয়ে নাও। আমার অক্ষমতা কবুল করো। আমার পাপ সমূহ মার্জনা করো। হে যোগ্য বান্দাদের প্রতি মেহেরবান খোদা!

[৩০ রমযানের ৩০ দোয়া, পৃ. ৮৭]

শবে কদর কোন রাতে এ নিয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর যুগে সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয়েছে যে, ইহা রমযানের শেষের দশ দিনে রয়েছে। কোন হাদীসে ১৭, আবার কোন হাদীসে ২৩, কোন হাদীসে ২৪ এবং বেশীর ভাগ আলেমের মতে ২৭ তারিখ শবে কদর। হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

تَحَرُّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

"রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত শবে কদর তালাশ করো।

[বুখারী ১ম খন্ড, পৃ. ২৭০]

বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য বিধান করে হযরত ইমাম শাফেয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন আসলে এসব বর্ণনা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর যেমন কেহ জিজ্ঞেস করল হুজুর আমরা শবে কদর অমুক রাতে তালাশ করব কি? উত্তরে হুজুর বললেন, হ্যা তালাশ কর। প্রকৃতপক্ষে শবে কদর নির্ধারিত এতে কোন পরিবর্তন হয় না। আবু কুলাবা বলেন শেষ দশকের রাতগুলোতে এটা ঘুরাফেরা করে পরিবর্তিত হয়। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, ইমাম সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তা'আলা আলায়হি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আবু বকর ইবনে খুযাইমা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র মতে এটাই সঠিক।

[তাফসীরে ইবনে কাসীর, বরকতের রাত-৪৪]

ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি রমযানের শেষ দশ রাতে সমানভাবে শবে কুদর অনুসন্ধান করা উচিৎ, হযরত শাহ্ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাজিহ তা'আলা আলায়হি বলেন শবে কদর ২টি।

১. একটিতে বিশ্ব প্রশাসনের বিধি-ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়। এ শবে কদর অনির্দিষ্ট এক এক বৎসর এক এক রাতে অনুষ্ঠিত হয়।

২. দ্বিতীয়টি হলো কল্যাণ, ফয়েজ ও বরকত সাওয়াব বৃদ্ধি এবং ফেরেশতাদের অবতরণ ইত্যাদির জন্য এ রাত রমযানের শেষ দিকের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে রয়েছে। ঘটনাক্রমে কুরআন নাযিলের সময় উভয় রাত মাহে রমযানে একত্রিত হয়। ২০[হুজ্জাতুল্লাহি বালিগ]

এ পবিত্র ও মহিমান্বিত রাতে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত থেকে যারা বঞ্চিত থাকবে তারা হল।

১। মদখোর, মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ী।

২। মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান।

৩। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী।

৪। ইচ্ছাকৃত শক্তি থাকা সত্ত্বেও নামায তরককারী।

৫। বিনা কারণে অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী।

[তাফসীরে কাশফুল আসরার ১ম খন্ড, পৃ. ৫৬৪]

উপরোক্ত দোষে যারা দোষী তারা এ রাতের বরকত পাওয়ার জন্য প্রথমেই খালেছ অন্তরে তওবা করতে হবে। তাদের তওবা আল্লাহ কবুল করার পরই তারা এই রাতের ফজিলত লাভ করবে। এ রাতে যারা নিজের অপরাধ ক্ষমা চেয়ে এবং আল্লাহর রহমত কামনা করে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদবে এবং যার চোখ দিয়ে পানি বের হবে বুঝতে হবে হযরত জিব্রাঈল তার হাতের উপর হাত দিয়েছে। [কাশফুল আসরার-১ম খন্ড, পৃ. ৫৬৫]

এ রাতের নামায ও ইবাদতের উসিলায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অতীতের গুনাহ্ ক্ষমা করেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ

হযরত আবু হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে লোক ঈমানের সাথে সাওয়াবের নিয়তে কদর রাতে আল্লাহর ইবাদতের জন্যে দরবারে এলাহীতে দন্ডায়মান হবে তার বিগত জীবনের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। [বুখারী শরীফ ১খণ্ড, পৃ. ২৭০]

এ হাদীসে দণ্ডায়মান হওয়ার যে কথা রয়েছে তা শুধু নামাযের অবস্থায় দণ্ডময়মান হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এ রাতে নামায, তিলাওয়াতে কুরআন যিকির, ইস্তিগফার, তসবীহ্ পাঠ, বেশী বেশী দরুদ শরীফ পড়া একান্ত করনীয়।

আল্লামা আলুসী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি লিখেছেনঃ লাইলাতুর কদরে সর্ব প্রকার এবাদতই হওয়া উচিৎ। যেমন নফল নামায, তেলাওয়াতে কুরআন কারীম। আল্লাহর জিকির তাসবীহ্ পাঠ। ক্ষমা প্রার্থনা এবং দোয়া এসব থাকা উচিতৎ

[ফাযায়েলে রমযান, মুফতী আমীনুল এহসান রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, পৃ. ২৭]

শবে কদরের নফল নামায

নামাযের নিয়ম নিম্নে দেয়া হলো

প্রথম, দুই দুই রাকাআত করে ১২ রাকাআত নামায আদায় করা উত্তম। প্রথম চার রাকাআতে প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতেহার পর একবার সূরা কদর ও তিনবার সূরা ইখলাছ প্রতি সালাম ফিরিয়ে একশতবার দরুদ শরীফ পাঠ করা। দ্বিতীয় চার রাকাআতে প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতেহা ও সূরা কদরের পর সূরা এখলাছ দশ বার পড়তে হবে। এরপর সালাম ফিরিয়ে একশতবার দরুদ শরীফ পড়তে হবে। তৃতীয় চার রাকাআতে একই নিয়মে সূরা এখলাছ ২৫ বার পড়তে হবে। এরপর একশত বার দরূদ শরীফ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানিয়ে নিজের গুনাহ্ ক্ষমা চেয়ে সমস্ত নবী ওলীগণের রূহে সওয়াব রেসানী করতে হবে। দেশ জাতি মুসলিম উম্মার জন্য দোয়া করতে হবে।

শবে কদরের নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকাআতাই সালাতি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লাইলাতিল ক্বদরি মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

হযরত ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি লিখেন, কদরের রাতে জাগ্রত থেকে নফল নাযায পড়া কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা এবং দরূদ শরীফ পাঠ করা উত্তম।

শবে কদরের আরেকটি কাজ হলো আত্মীয় স্বজনের কবর জিয়ারত করা এবং দান সদকা করা। এ রাতের বরকত, মাগফিরাত ও রহমত পেতে হলে আমাদেরকে খোদার মুহাব্বত অন্তরে সৃষ্টি করতে হবে। বনি ইসরাঈলের শামসুন গাযীর মত জিহাদের ময়দানে জীবনকে বিলিয়ে দিতে হবে। তবে ইবাদত বন্দেগীতে ও জিহাদের পুর্বশর্ত হলো আল-কুরআনকে ভালভাবে জানা বুঝা ও উপলব্ধি করা। নিজ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে আল কুরআনের নূরে নুরান্বিত করা। যে দিন সমাজ ও রাষ্ট্রে এ কুরআনের ঝাণ্ডা উড্ডীন হবে সে দিনই আমাদের জন্য উড্ডীন হবে হামদ, মাগফিরাত, রহমত ও কারামতের ঝাণ্ডা। তাই আসুন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে বিশেষ নেয়ামত শবে কদরের বরকত পাওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করি। দোয়া করি হে আল্লাহ আমাদেরকে তোমার নিষ্ঠাবান বান্দা হওয়ার তাওফীক দান করো। মুসলিম উম্মাহর মাঝে এমন ঈমান এখলাছ ও তাকওয়াহ দান করো যার বলিয়ান হয়ে তোমার কুরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা যেন ঝাপিয়ে পড়তে পারে। হে আল্লাহ তোমার নূর, তোমার হাবিবের নূর, তোমার কুরআনের নুর, আমাদেরকে দান করো। নির্যাতিত মুসলিম জাতিকে তুমি নিজ রহমতেই হেফাজত করো। আমিন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চতুর্থ অধ্যায়

ত্রিশ রোযার ত্রিশ দোয়া

দোয়া ইবাদতের মূল الدعاء مخ العبادة আল হাদীস

পেশ কালাম

আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ হল মাবুদের সাথে বান্দার প্রেম-ভালবাসা ও মিলনের পথ সুগম করা। বান্দা যখন তার মা'বুদকে অন্তর থেকে স্বীকার করে এবং তার পরিচয় (মারেফাত) জানা শুরু করে তখন থেকেই সৃষ্টি হয় তার মনে এক অজানা মহাসত্যকে জানার অদম্য আগ্রহ। এ আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তাকে রুকু-সিজদার মাধ্যমে, তার দেয়া অর্থকড়ি তারই রাস্তায় খরচ করে। তবে মন মানসিকতায় সে প্রেমিকের একচ্ছত্র ভালবাসা হতে হবে সকল আবিলতা মুক্ত। তাই অন্তর, দেহ ও মনকে জালিয়ে পুড়িয়ে পরিশুদ্ধ পরিচ্ছন্ন ও একনিষ্ঠ করে তোলার জন্যই প্রতি বছর ফিরে আসে মাহে রমযান। 'রময' শব্দের অর্থ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করা। খাটি সোনাকে ভেজাল সোনা থেকে পৃথক করার জন্য যেভাবে আগুনে পুড়িয়ে গলাতে হয়।

বান্দাকে সকল গুনাহ্ কলুষতা মুক্ত করে মা'বুদের মহান মিলনের যোগ্য করে গড়ে তোলা, ইনসানে কামিল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তেমনি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তৈরি করার জন্যই আসে পবিত্র মাহে রমযান। তবে শুধু মাত্র শারীরিক ইবাদত দিয়েই সে লক্ষ্যে পৌছা যায় না, এর জন্য প্রয়োজন মা'বুদের দয়া ও অনুগ্রহ। এ অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য প্রয়োজন অশ্রু সজল নয়নে বিনয়ের সাথে দোয়া করা। মানুষ যখন তার দুঃখ বেদনা অবসাদের কোন সমাধান খুঁজে পায় না, যখন চতুর্দিকে অন্ধকার দেখে তখনই মা'বুদের দরবারে দু'হাত তুলে ফরিয়াদ করে মানুষিক প্রশান্তিপায়। সকল সমস্যার সমাধানকারী মহান প্রতিপালকের নিকট আরজী পেশের মাধ্যমে সে হতাশা নিরাশা দূর করে এ মাসে। একদিকে সাধনার মাধ্যমে পানহার প্রাকৃতিক তাড়নাকে নিয়ন্ত্রণ, কাম, ক্রোধ, লোভসহ সকল রিপুকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মিভূত করার অপূর্ব সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কায়মনবাক্যে রাহমানুর রাহীমের শাহী দরবারে বান্দা যখন দু'হাত তুলে দোয়া করে আল্লাহ এ হাত খালি ফিরান না। তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন।

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر : ٦]

আমাকে ডাকো আমি সাড়া দেবে। [গাফের ঃ ৬]

মাহে রমযান যেমনি আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের মাস, দোয়া ও তেমনি তাৎপর্যবহ, বাস্তব সম্মত, চিন্তা চেতনা ও দার্শনিক ভিত্তি সম্পন্ন হওয়া চাই। মাহে রমযানের প্রতিটি দিবসেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যের সমাহার বিদ্যমান। কিন্তু এ সুর্বণ সুযোগ কোন দিন কি চাই তা বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভাই বোনদের কাঝে অনুপস্থিত, তাই ত্রিশ রমযানের ৩০ দোয়া নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করি ১৯৯৩ সনে। অতি অল্প দিনে তার কপি শেষ হয়ে যায়। এ দোয়া সমূহ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর নবী তাকে ত্রিশ রমযানে পড়ার জন্য তা'লিম দিয়েছেন। পহেলা রমযান থেকে ৩০ রমযান পর্যন্ত সাহরী খাওয়ার পর এ দোয়া পড়তে হয়। এ দোয়ার তাৎপর্য অনুধাবন করে আকুতি নিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা মাহে রমযানের রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মহিমায় বান্দার অন্তরকে পূতঃপবিত্র ও আলোকিত করে দেন। সম্মানিত পাঠকগণের বুঝার সুবিধার্থে দোয়ার অনুবাদও দেয়া হয়েছে। হে আল্লাহ তা'আলা! ত্রিশ দিনের ৩০ টি দোয়ায় যা চাইব সবগুলো কবুল করুন। আমিন।

বিনীত লেখক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রমযানের প্রথম দিবসের দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِىْ فِيْهِ صِيَامَ الصَّائِمِيْنَ وَقِيَامِىْ فِيْهِ قِيَامَ الْقَائِمِيْنَ - وَنَبِّهْنِىْ فِيْهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِيْنَ - وَهَبْ لِىْ جُرْمِىْ فِيْهِ يَا اِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ - وَاعْفُ عَنِّىْ يَا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ আল-ছিয়ামী ফিহি ছিয়ামাছ্ ছায়েমীনা, ওয়া কিয়ামী ফিহি কিয়ামাল কায়েমীনা, ওয়া নাববিহনী ফিহি আন নাওমাতিল গাফিলীনা, ওয়া হাবলি জুরমী ফিহি ইয়া ইলাহাল আলামিনা, ওয়া'ফু আননী ইয়া আফিয়ান আনিল মুজরিমীন।

অনুবাদঃ হে খোদা! আমার আজকের রোযা তোমার (মাকবুল) রোযাদারগণের রোযা হিসেবে গণ্য কর; আমার নামায তোমার (খাছ) নামাযীদের নামায হিসেবে কবুল কর। আমাকে অলসতার ঘুম হতে জাগিয়ে দাও। হে সমস্ত জগতের মা'বুদ, এ দিনে আমার গুনাহ্ মাফ করে দাও। হে গুনাহ্গারদের গুনাহ্ ক্ষমাকারী।

রমযানের দ্বিতীয় দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ قَرِّبْنِىْ فِيْهِ اِلٰى مَرْضَاتِكَ - وَجَنِّبْنِىْ فِيْهِ مِنْ سَخَطِكَ وَنَقِمَاتِكَ - وَوَفِّقْنِىْ فِيْهِ لِقِرَائَةِ اٰيَاتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ক্বাররিবনী ফিহি ইলা মারদাতিকা, ওয়া জাননিবনী ফিহি মিন ছাখাতিকা ওয়া নুকমাতিকা ওয়া ওয়াফকিনী ফিহি লিক্বিরআতে আয়াতিকা বি রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অনুবাদঃ ইয়া আল্লাহ্! আমাকে আজকের দিনে তোমার সন্তুষ্টির নিকটবর্তী করো এবং তোমার ক্রোধ ও গজব থেকে দূরে নিয়ে যাও। তোমার কুরআনের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করার তাওফীক আমাকে দান কর; তোমার রহমতের দোহাই দিয়ে বলছি, হে দুনিয়ার দয়াবানদের চাইতে অনেক শ্রেষ্ঠ দয়াময়।

রমযানের তৃতীয় দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ فِيْهِ الذِّهْنَ وَالتَّنَبُّهَ وَبَاعِدْنِىْ فِيْهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيَةِ وَاجْعَلْ لِىْ نَصِيْبًا مِّنْ كُلِّ خَيْرٍ تَنْزِلُ فِيْهِ بِجُوْدِكَ يَااَجْوَدَ الْاَجْوَدِيْنَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মার যুক্‌নী ফিহিজজিহনা ওয়াত্ তাম্বিহা ওয়া বায়িদনী ফিহি মিনাছ ছাফাহাতি ওয়াত্ তামবিয়া ওয়াজ্ আল লি নাছিবাম মিন কুল্লি খায়রিন তুনযিলু ফিহি বিজুদিকা ইয়া আজওয়াদাল আজওয়াদিন।

অনুবাদঃ ইয়া আল্লাহ! আজকের এ মহতি দিনে তোমার ইবাদত ও দাসত্বের ক্ষেত্রে আমাকে সতর্কতা ও বিচক্ষণতা দান করো। নিবুর্দ্ধিতা ও ভ্রান্তকার্যাবলী থেকে আমাকে দূরে রাখ। তোমার দয়ার শপথ করে বলছি, এ দিনে যত প্রকারের কল্যাণ দান করবে তার প্রত্যেকটিই আমার নছীব করো। হে সর্বোৎকৃষ্ট দয়াবান।

রমযানের চতুর্থ দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ قَوِّنِيْ فِيْهِ عَلَى اِقَامَةِ اَمْرِكَ وَاَذِقْنِيْ فِيْهِ حَلاَوَةَ ذِكْرِكَ وَاَوْزِعْنِيْ فِيْهِ لِاَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ وَاحْفَظْنِيْ فِيْهِ بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ يَا اَبْصَرَ النَّاظِرِيْنَ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা কাভভিনী ফিহি আলা ইক্বামতি আমরিকা ওয়া আজিকনী ফিহি হালাওয়াতা জিকরিকা ওয়া আওযিনী ফিহি লি আদায়ি শুকরিকা বিকারামিকা ওয়াহ্ ফিজনী ফিহি বিহিফজিকা ওয়া সিতরিকা ইয়া আবছারান নাজিরিন।

অনুবাদঃ হে খোদা! আমাকে আজকের এ দিনে তোমার হুকুম পালনের শক্তিদান করো। তোমার যিকিরের অমিয়সুধা পান করাও; তোমার মহানুভবতায় তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্যে আমাকে তৈরি করে দাও; এবং তোমার হেফাজত ও আশ্রয় দ্বারা আমাকে রক্ষা করো। হে শ্রেষ্ঠতম পর্যবেক্ষক।

রমযানের ৫ম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ فِيْهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ الْقَانِتِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ فِيْهِ مِنْ اَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ بِرَأْفَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ আলনি ফিহি মিনাল মুস্তাগফিরিন ওয়াজ আলনী ফিহি মিন ইবাদিকাছ ছালেহীনাল কানিতিন ওয়াজ আলনী ফিহি মিন আউলিয়ায়িকাল মুক্বাররাবীন, বি রাফাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাকে তোমার ক্ষমা প্রাপ্ত এর অনুগত নেক্কার বান্দাদের মধ্যে শামিল করে নাও;, তোমার দয়ার দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে তোমার নেকট্য প্রাপ্ত ওলীদের দলভুক্ত কর; হে শ্রেষ্ঠ দয়াবান।

রমযানের ৬ষ্ঠ দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ لاَ تَخْذُلْنِيْ فِيْهِ لِتَعَرُّضِ مَعْصِيَتِكَ وَلاَ تَضْرِبْنِيْ لِسِيَاطِ نُقْمَتِكَ وَزَحْزِحْنِيْ فِيْهِ مِنْ مُوْجِبَاتِ سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَاَيَادِيْكَ يَا مُنْتَهٰى رُغْبَةِ الرَّاغِبِيْنَ-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লা তাখজিলনি ফিহি লি তায়াররুদি মা, ছিয়াতিকা ওয়া লা তাদরিবনি লিসিয়াতি নাকিমাতিকা ওয়া যাহযিহনী ফিহি মিন মুজিবাতে ছাখাতিকা বিমান্নিকা ওয়া আয়াদাতিকা ইয়া মুনতাহা রোগবাতার রাগিবীন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! তোমার নাফরমানী করার কারণে এ দিনে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করো না, তোমার ক্রোধের চাবুক দিয়ে শাস্তি দান করো না, তোমার অনুগ্রহ এবং নেয়ামতের শপথ করে বলছি, তোমার ক্রোধ ও গোস্বা উদ্রেককারী কার্যকলাপ হতে আমাকে দূরে রেখো। হে প্রার্থীদের আর্জি কবুলের চূড়ান্ত উৎস।

রমযানের ৭ম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ فِيْهِ عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ وَجَنِّبْنِيْ فِيْهِ هَفَوَاتِهِ وَاٰثَامِهِ وَارْزُقْنِيْ فِيْهِ ذِكْرَكَ بِدَوَامِهِ بِتَوْفِيْقِكَ يَاهَادِيَ الْمُضَلِّيْنَ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী ফিহি আলা ছিয়ামিহি ওয়া কিয়ামিহি ওয়া জান্নিবনী ফিহি মিন হাফাওয়াতিহি ওয়া আছামিহি ওয়ার্‌যুকনী ফিহি জিকরিকা বি দাওয়ামিহী বি তাওফিকা ইয়া হাদিয়াল মুদাল্লিন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আজকের এ দিনে রোযা পালন ও ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য কর; অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও সকল গুনাহ্ থেকে আমাকে দূরে রাখ এবং তোমার তৌফিক ও শক্তিতে সর্বক্ষণ তোমার যিকির নছিব কর। হে পথ হারাদের পথ প্রদর্শনকারী।

রমযানের ৮ম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ فِيْهِ رَحْمَةَ الْاَيْتَامِ وَاِطْعَامَ الطَّعَامِ وَاِفْشَاءَ السَّلاَمِ وَصُحْبَةَ الْكِرَامِ بِطَوْلِكَ يَا مَلْجَاءَ الْاٰمِلِيْنَ-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মারযুকনী ফিহি রাহমাতুল আইতাম, ওয়া ইতওয়ামাত্ তোয়াম, ওয়া ইফশাউস সালাম ও ছুহবাতাল কিরাম বি তাওলিকা ইয়া মালজায়াল আমেলীন।

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ! তোমার উদারতার শপথ করে বলছি এ দিনে আমাকে এতিমদের প্রতি দয়া পরবশ হওয়া, ক্ষুধার্তদের খাদ্যদান, সালামের প্রচলন এবং নেককারদের ছোহ্বাত নছবি করো। হে আকাংখীদের আশ্রয়দাতা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রমযানের ৯ম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ فِيْهِ نَصِيْبًا مِنْ رَّحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ وَاهْدِنِيْ فِيْهِ لِبَرَاهِيْنِكَ السَّاطِعَةِ وَخُذْ بِنَاصِيَتِيْ اِلٰى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يَااَمَلَ الْمُشْتَاقِيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ আল লি ফিহি নাছিবাম মির রাহমাতিকাল ওয়াসেয়াতি, ওয়াহ্ দিনী ফিহি লি বারাহিনেকাছ্ ছাতেয়াতি, ওয়াখুজ্, বিনাছিয়াতী ইলা মারদাতিকাল জামিয়া বিমুহা বিমুহাব্বাতিকা ইয়া আমালাল মুশ্তাকীন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আজকের দিনে তোমার অপরিসীম রহমত থেকে আমাকেও দান করো, তোমার জাজ্বল্যমান প্রমাণসমূহের দিকে পরিচালিত করো; হে আগ্রহীদের লক্ষ্যস্থল; তোমার মহাব্বত ও ভালবাসার দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে তোমার সর্বোচ্চ রেজামন্দির দিকে টেনে নিয়ে যাও।

রমযানের ১০ম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلِيْنَ عَلَيْكَ وَاجْعَلْنِيْ فِيْهِ مِنَ الْفَائِزِيْنَ لَدَيْكَ وَاجْعَلْنِيْ فِيْهِ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ اِلَيْكَ بِاِحْسَانِكَ يَاغَايَةَ الطَّالِبِيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ আলনি ফিহি মিনাল মুতাওয়াক্কিলিনা আলইকা ওয়াজ্ আলনি ফিহি মিনাল ফায়িযিনা লাদাইকা ওয়াজালনী ফিহি মিনাল মোকাররাবিনা ইলাইকা বি ইহচানিকা ইয়া গা ইয়াতাত তালেবীন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এ দিনে তোমার উপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল করার তাওফীক দান করো্ তোমার মহানুভবতা দ্বারা আমাকে সফল কামদের অন্তর্ভুক্ত করো। আমকে তোমার নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো। তোমার অনুগ্রহের শপথ করে বলছি হে অনুসন্ধানকারীদের সর্বশেষ গন্তব্য।

রমযানের ১১তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فِيْهِ اْلاِحْسَانَ وَكَرِّهْ اِلَيَّ فِيْهِ الْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيْهِ السَّخَطَ وَالنِّيْرَانَ بِعَوْنِكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা হাববিব ইলাইয়া ফিহিল ইহসান, ওয়া কাররিহ্ ইলাইহা ফিহিলফুসুকা ওয়াল ইছইয়ানা, ওয়া হাররিম আলাইয়াছ্ ছাখাতা ওয়ান্ নিরানা, বি আউনিকা ইয়া গিয়াছাল মুছাতাগীছিন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আজকের এ দিনে এহসান ও ভাল কাজকে আমার নিকট প্রিয় করে দাও; আমার অন্তরে অন্যায় অপরাধ ও নাফরমানীকে অপছন্দনীয় কর;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমার অনুগ্রহের শপথ করে বলছি, আজকের এ দিনে আমার জন্য ক্রোধ ও যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে হারাম করে দাও; হে সাহায্য প্রার্থীদের ফরিয়াদ শ্রবণকারী।

রমযানের ১২তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ زَيِّنِّيْ فِيْهِ بِالسِّتْرِ وَالْعَفَافِ وَاسْتُرْنِيْ فِيْهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوْعِ وَالْكَفَافِ وَاحْمِلْنِيْ فِيْهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْاِنْصَافِ وَاٰمِنِّيْ فِيْهِ مِنْ كُلِّ مَا اَخَافُ بِعِصْمَتِكَ يَاعِصْمَةَ الْخَائِفِيْنَ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা যাইইননী ফিহি বিসসিতরে ওয়াল আফাফ, ওয়াসতুরনী ফিহি বিলিবাসিল কানুয়ি ওয়াল কাফাফ, ওয়াহ্মিলনি ফিহি আলাল আদলি ওয়াল ইনসাফি, ওয়া আমিননি ফিহি মিন কুল্লি মা আখাফু বি ইছমাতিকা ইয়া ইসমাতাল খায়েফীন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আজকের এ দিনে আমাকে নফছানী পবিত্রতার অলঙ্কারে সজ্জিত করো। অল্পে তুষ্টি ও পরিতৃপ্তির পোষাকে আবৃত কর; ন্যায় ও ইনসাফকে আমার সম্বলে পরিণত কর; তোমার পুতপবিত্রতার দোহাই দিয়ে বলছি, ভীতিপ্রদ সকল বস্তু থেকে আমাকে নিরাপদ রাখ, হে খোদাভীরুদের সংরক্ষণকারী।

রমযানের ১৩তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ فِيْهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالْاَقْذَارِ وَصَبِّرْنِيْ فِيْهِ عَلٰى كَائِنَاتِ الْاَقْدَارِ وَوَفِّقْنِيْ فِيْهِ لِلتُّقٰى وَصُحْبَةِ الْاَبْرَارِ بِعَوْنِكَ يَاقُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِيْنَ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা তাহহিরনি ফিহি মিনাদ্দানাসি ওয়াল আকজারি, ওয়া সাববিরনি ফিহি আলা কায়িনাতিল আকদার ওয়া ওয়াফফিনী ফিহি লিত্তুকা ও সুহবাতিল আবরার বি আউনিকা ইয়া কুররাতা আইনিল মাসাকিন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আজকের দিনে আমাকে নাপাক ও ময়লা থেকে পবিত্র কর; তোমার ইচ্ছা ও তাকদিরের ভাল মন্দ সকল অবস্থায় ধৈর্য সহ্য দান কর; তোমার বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে তাকওয়াব অর্জন এবং নেককারগণের সাহচর্যে থাকার তাওফকীক দান করো, হে মিসকিনদের প্রশান্তি ও স্থিরতার মালিক।

রমযানের ১৪তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِيْ فِيْهِ بِالْعَثَرَاتِ وَاَقِلْنِيْ فِيْهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ وَلَا تَجْعَلْنِيْ فِيْهِ غَرَضًا لِلْبَلَاءِ وَالْاٰفَاتِ بِعِزَّتِكَ يَاعِزَّ الْمُسْلِمِيْنَ۔

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লা তুআখিজনি ফিহি বিল আসারাতি ওয়া আকিলনি ফিহি মিনাল খাতাইয়া ওয়া হাফাওয়াতি ওয়া লাতাজআলনি গারাজানলিল বালায়ি ওয়াল আফাতি বি ইজ্জাতিকা ইয়া ইয্যাল মুসলিমীন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আজকের এ দিনে আমার অপরাধের জন্য পাকড়াও কর না; আমার ভুল-ত্রুটি কমিয়ে দাও। তোমার মর্যাদা ও পরাক্রমশীলতার দোহাই দিয়ে বলছি, এ দিনে আমাকে তোমার বালা মুছিবত ও বিপদাপদের তীরের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত কর না; হে মুসলমানদের ইজ্জত দানকারী।

রমযানের ১৫তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ فِيْهِ طَاعَةَ الْخَاشِعِيْنَ وَاشْرِحْ فِيْهِ صَدْرِىْ بِاِنَابَةِ الْمُخْبِتِيْنَ بِاَمَانِكَ يَا اَمَانَ الْخَائِفِيْنَ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মার যুকনি ফিহি ত্বায়াতাল খাশেয়ীন ওয়াশরাহ্ ফিহি ছাদরী বি ইনাবাতিল বি আমানিকা ইয়া আমানাল খারেফীন।

অনুবাদঃ হে মাওলা! আজকের এ দিনে আমাকে তোমার মুত্তাকিদের মত আনুগত্য করার তৌফিক দাও। তোমার আশ্রয় ও হেফাজতের শপথ করে বলছি, আমার বক্ষ ও অন্তরকে তোমার আশেক্ব, ছালেহ্ বান্দাদের সিনা ও অন্তরের মত তওবার অন্তরে পরিণত করে দাও; হে খোদাভীরু মুত্তাকিদে

রমযানের ১৬তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِىْ لِمُوَافَقَةِ الْاَبْرَارِ وَجَنِّبْنِىْ فِيْهِ مُرَافَقَةَ الْاَشْرَارِ وَاٰوِنِىْ فِيْهِ رَحْمَتِكَ اِلٰى دَارِ الْقَرَارِ بِاِلٰهِيَّتِكَ يَاالٰهَ الْعَالَمِيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ওয়াফফিকনি ফিহি লিমুওয়াফাকা তিল্ আবরার ওয়া জাননিবনি ফিহি মুরাফাকাতিল আশরার, ওয়া আউয়িনী ফিহি বিরাহমাতিকা ইয়া দারিল কারার বি ইলাহিয়্যাতিকা ইয়া ইলাহাল আলামিন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আজকের এ দিনে আমাকে তোমার নেক বান্দাদে সঙ্গ লাভের তৌফিক দাও; এবং আমাকে খারাপ লোকের স্পর্শ ও বন্ধুত্ব থেকে দূরে রাখা তোমার খোদায়ীত্বের শপথ করে বলছি, আমাকে তোমার রহমতে স্থায়ী নিবাস তথা জান্নাতে স্থান দাও। হে বিশ্ব চরাচরের মালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রমযানের ১৭তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِىْ فِيْهِ لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَاقْضِ لِىْ فِيْهِ الْحَوَائِجَ وَالْاٰمَالِ يَامَنْ لَا يَحْتَاجُ اِلَى التَّفْسِيْرِ وَالسُّؤَالِ يَاعَالِمًا بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعَالَمِيْنَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ الطَّاهِرِيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাহ্দিনী ফিহি লি ছালিহিল আ'মালি, ওয়াকজি লি ফিহিল হাওয়ায়েজে ওয়াল আমালি ইয়া মান লা ইয়াহ্তাজু ইলাত্ তাফসিরে ওয়াস্ সুয়ালি ইয়া আলিমান বিমা ফি সুদুরিল আলামিন। ছাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহিত তাহেরীন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আজকের পবিত্র দিনে আমাকে সৎ ও উত্তম কাজের দিকে পথ নির্দেশ কর; হে মহান সত্ত্বা যার কাছে ব্যাখ্যাদান ও দাবী প্রকাশের প্রয়োজন হয় না। আমার অভাব অনটন ও প্রয়োজন মিটিয়ে দাও; হে সবার রহস্য সম্পর্কে সর্বজ্ঞাতা, পরয়ারদিগার! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি আলেহী ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পবিত্র আওলাদগণের উপর রহমত নাযিল কর।

রমযানের ১৮তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ نَبِّهْنِىْ فِيْهِ لِبَرَكَاتِ اَسْحَارِهٖ وَنَوِّرْ فِيْهِ قَلْبِىْ بِضِيَاءِ نُوَارِهٖ وَخُذْ بِكُلِّ اَعْضَائِىْ اِلٰى اتِّبَاعِ اٰثَارِهٖ بِنُوْرِكَ يَامُنَوِّرَ قُلُوْبِ الْعَارِفِيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা নাববিহনী ফিহি লি বারাকাতি আস্হারিহী, ওয়া নাববির ফিহি কালবী বি দিয়ায়ি আনওয়ারিহী ওয়া খুজ বিকুল্লি আ'জায়ী ইলা ইততিবয়ি আসরিহি বিনুরিকা ইয়া মুনাভবিরা কুলূবিল আরিফীন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এ দিনে ছেহরীসমূহের বরকত সম্পর্কে আমকে জ্ঞান দান কর। এদিনে ছেহরী তথা উষার নূর দিয়ে আমার কলবকে নূরানী করে দাও; তোমার নূরের কসম দিয়ে বলছি, আমার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সে নূরের প্রভা বিকশিত করো। হে আরেফগণের দিলে নূর প্রদানকারী।

রমযানের ১৯তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ وَفِّرْفِيْهِ حَظِّىْ مِنْ بَرَكَاتِهٖ وَسَهِّلْ سَبِيْلِىْ اِلٰى خَيْرَاتِهٖ وَلَا تَحْرِمْنِىْ قَبُوْلَ حَسَنَاتِهٖ يَاهَادِيًا اِلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ۔

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ওয়াফফির ফিহি হাজ্জি মিন বারাকাতিহি ওয়া সাহহিল সাবিলী ইলা খারাতিহি ওয়া লা তাহরিমনী কাবুলে হাসানাতিহী, ইয়া হাদিইয়ান ইলাল হাককিল মুবিন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এ পবিত্র রমযানে আমাকে এর বরকতের পূর্ণ অংশের অধিকারী করো এর কল্যাণ হাসিলের পথ আমার জন্য সহক করে দাও। এ মাসের সৎ কর্মসমূহ গ্রহণ থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না। হে সন্দেহাতীত চির সত্যের দিকে পথ নির্দেশকারী।

রমযানের ২০তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ فِيْهِ اَبْوَابَ الْجِنَانِ وَاغْلِقْ عَنِّيْ فِيْهِ اَبْوَابَ النِّيْرَانِ وَ وَفِّقْنِيْ فِيْهِ لِتِلاَوَةِ الْقُرْاٰنِ يَامَنْزِلَ السَّكِيْنَةِ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাফ তাহলি ফিহি আবওয়াবুল্ জিনান, ওয়াগলেক্ আন্নি ফিহি আবওয়াবুন্ নিরান ওয়া ওয়াফফিকনী ফিহি লিতিলাওয়াতিল কুরআন। ইয়া মানযিলাস্ সাকিনাতি ফি কুলুবিল মুমিনীন।

অনুবাদঃ হে পরওয়ারদিগার! আজকের দিনে আমার জন্য বেহেশতসমূহের দরজা খুলে দাও এবং আমার জন্য জাহান্নামগুলোর দরজা বন্ধ করে দাও। আমাকে এ দিনে কুরআন তিলাওয়াতের তাওফীক দান কর। হে ঈমানদারগণের অন্তরে প্রশান্তিদানকারী।

রমযানের ২১তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ فِيْهِ اِلٰى مَرْضَاتِكَ دَلِيْلاً وَلاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْهِ عَلَيَّ سَبِيْلاً وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لِيْ مَنْزِلاً وَمُقِيْلاً يَاقَاضِيَ حَوَائِجِ الطَّالِبِيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ আললি ফিহি ইলা মারদাতিকা দালিলা, ওয়ালা তাজ্ আল্ লিশ্শায়তানে ফিহি আলাইয়্যা সাবিলা, ওয়াজ আলিল জান্নাতা লি মানজিলাও ওয়া মাক্বিলা, ইয়া কাদিয়া হাওয়ায়েজিত তালেবীন।

অনুবাদঃ হে মাওলা, আজকের এ পবিত্র দিনে আমাকে তোমার রেজামন্দির পথটি দেখিয়ে দাও এবং শয়তানকে আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে দিও না। জান্নাতকে আমার মনজিলে মকসুদ ও বিশ্রামের জায়গা নির্ধারণ করে দাও, হে দরখাস্তকারীদের অভাব মোচনকারী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রমযানের ২২তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ وَاَنْزِلْ عَلَيَّ فِيْهِ بَرَكَاتِكَ وَوَفِّقْنِيْ فِيْهِ لِمُوْجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ وَاسْكِنِّيْ فِيْهِ بِحُبُوْحَاتِ جَنَّاتِكَ يَامُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাফ তাহলি আবওয়াবা ফাদলিকা ওয়ানজিল আলাইয়্যা ফিহি বারাকাতিকা ওয়া ওফফিকনী ফিহি লি মুজিবাতি মারদাতিকা ওয়াসকিন্নী ফিহি বিহুবুহাতি জান্নাতিকা ইয়া মুজিবা দা'ওয়াতিল মুদতাররিন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এ মাসে তোমার করুণা ও এনায়েতের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও; তোমার বরকতসমূহ নাজেল করো। আমাকে ঐ সব বিষয়ের তৌফিক দান করো যা তোমার রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি অর্জনের উপকরণ হবে। আর এ মাসে তোমার জান্নাতসমূহে আমার বাসস্থান করে দাও। হে সংকটাপন্নদের দোয়া কবুলকারী।

রমযানের ২৩তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ فِيْهِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَطَهِّرْنِيْ فِيْهِ مِنَ الْعُيُوْبِ وَامْتَحِنْ قَلْبِيْ فِيْهِ بِتَقْوَى الْقُلُوْبِ يَامُقِيْلَ اَثَرَاتِ الْمُذْنِبِيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ ছিলনী ফিহি মিনাজজুনুবি ও তাহহিরনী ফিহি মিনাল উয়ুবি ওয়াম তাহিন কালবী ফিহি বি তাকওয়ালকুলুবি ইয়া মুকবিলা আছারাতিল মুজনিবীন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আজকের দিনে আমার গুনাহ্ ধুয়ে মুছে সাফ করে দাও, দোষ ত্রুটি হতে আমাকে পবিত্র করো, তাকওয়া ও খোদাভীতির মাধ্যমে আমার অন্তরকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করো ওহে অপরাধীদের ভুল-ত্রুটি মার্জনাকারী।

রমযানের ২৪তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ فِيْهِ مَايُرْضِيْكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِمَّا يُؤْذِيْكَ وَاَسْئَلُكَ التَّوْفِيْقَ فِيْهِ لِاَنْ اُطِيْعَكَ وَلاَ اَعْصِيْكَ يَاجَوَادَ السَّائِلِيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ফিহি মা ইউরদিকা ওয়া আউজুবিকা মিম্মা ইউজিকা, ওয়া আসআলুকাত্ তাওফীকা লিআন উতীউকা ওয়া লা উ'ছিকা, ইয়া জাওয়াদাস্ ছায়েলীনা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আজ তোমার কাছে ঐ সমস্ত বিষয় চাচ্ছি যে গুলোর মাঝে রয়েছে তোমার সন্তুষ্টি। ঐ সব বিষয় থেকে পানাহ চায় যেগুলো তোমার বিরক্তির উদ্রেক করে। এ দিনে আমার আনুগত্য করার এবং নাফরমানী থেকে বিরত থাকার তাওফীক দাও। হে প্রার্থীদের প্রতি দানশীল।

রমযানের ২৫তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ فِيْهِ مُحِبًّا لِاَوْلِيَائِكَ وَمُعَادِيًا لِاَعْدَائِكَ مُسْتَنًّا بِسُنَّةِ خَاتِمِ اَنْبِيَائِكَ يَاعَاصِمَ قُلُوْبِ النَّبِيِّيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ আলনী ফিহি মুহিব্বান লি আউলিয়ায়িকা, ওয়া মুয়াদিয়ান লি আ'দায়িক, মুসতান্নান বিসুন্নাতি খাতামি আনবিয়ায়িকা, ইয়া আছিমা কুলুবিন নাবিয়্যিন।

অনুবাদঃ হে মাওলা! এ দিনে আমাকে তোমার বন্ধুদের ভালবাসতে, তোমার দুশমনদের সাথে দুশমনি করার এবং তোমার আখেরী নবীর সুন্নত যথাযথ পালন করার তৌফিক দাও। হে নবীদের কলবসমূহের বিশুদ্ধতা দানকারী।

রমযানের ২৬তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَعْيِىْ فِيْهِ مَشْكُوْرًا وَذَنْبِىْ مَغْفُوْرًا وَعَمَلِىْ مَقْبُوْلاً وَعَيْبِىْ فِيْهِ مَسْتُوْرًا يَا اَسْمَعَ السَّامِعِيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ আল ছা'য়ী ফিহি মাশকুরা ওয়া জাম্বি ফিহি মাগফুরা, ওয়া আমালী মাকবুলা ওয়া আয়বী ফিহি মাস্তুরা ইয়া আসমায়াস্ সামেয়ীন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এ দিনে আমার চেষ্টা প্রচেষ্টাকে স্বাদরে গ্রহণ করো; আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও; আমার আমলসমূহ কবুল করো এবং আমার দোষ ত্রুটিগুলো ঢেকে রাখ। হে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রোতা।

রমযানের ২৭তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ فِيْهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَصَيِّرْ اُمُوْرِىْ فِيْهِ مِنَ الْعُسْرِ اِلَى الْيُسْرِ وَاقْبِلْ مَعَاذِيْرِىْ وَحُطَّ عَنِّىْ الذَّنْبَ وَالْوِزْرَ يَارُؤُفًا بِعِبَادَةِ الصَّالِحِيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মার যুকনী ফিহি ফাদ্‌লা লাইলাতিল ক্বাদরি ওয়া ছাইয়্যের উমুরী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফিহি উসরি ইলাল ইউসরে ওয়াকবিল মায়াজিরী, ওয়া হোত্তা আন্নীজ জাম্বা ওয়াল বিযরা ইয়া রাউফাম বি ইবাদাতিহ্ ছালিহীন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আজকের দিনে আমাকে শবে কুদরের ফজিলত দান করো। আমার কাজ কর্মকে কঠিন থেকে সহজের দিকে নিয়ে যাও; আমার অক্ষমতা কবুল করো; আমার পাপসমূহ মার্জনা করো হে দয়াময় আল্লাহ হে যোগ্য বান্দাদের প্রতি মেহেরবান।

রমযানের ২৮তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ وَفِّرْ حَظِّىْ مِنَ النَّوَافِلِ وَاَكْرِمْنِىْ فِيْهِ بِاِحْضَارِ الْمَسَائِلِ وَقَرِّبْ فِيْهِ وَسِيْلَتِىْ اِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ يَامَنْ لاَ يَشْغَلُهُ اِلْحَاحُ الْمُلِحِّيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ওয়াফফির হাজ্জি মিনান নাওয়া ফেলে ওয়া আকারিমনী ফিহি বিইহ দারিল মাসায়িলি, ওয়া কাররির ফিহি ওয়াসিলাতী ইলাইকা মিমবাইনিল ওয়াসায়েলে, ইয়া মান লা ইয়াশ্‌গুলহু ইলহাহুল মুলাহ্‌হীন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এ দিনে আমাকে নফল ইবাদত সম্পাদনের ব্যাপক সুযোগ দান করো। তোমার দ্বীনি বিষয়াদি শিক্ষা করার মর্যাদায় ভূষিত করো। তোমার কাছে পৌঁছার মাধ্যমসূহের মধ্যে আমার অনুসৃত মাধ্যমকে তোমার নৈকট্য দান করো। হে পবিত্র সত্ত্বা যাকে আবদারকারীদের শত আবদার ও ন্যায় বিচার থেকে টলাতে পারে না।

রমযানের ২৯তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ غَشِّنِىْ فِيْهِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَارْزُقْنِىْ فِيْهِ التَّوْفِيْقَ وَالْعِصْمَةَ وَطَهِّرْ قَلْبِىْ مِنْ غَيَاهِبِ التُّهْمَةِ يَارَحِيْمًا بِعِبَادَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা গাশশিনী ফিহি মিনাররাহমাতি ওয়ারযুকনী ফিহিত্ তাওফীক্বে ওয়াল ইছামাতি, ওয়া তাহহির কালবী মিন গিয়াহিবিত্ তুহমাতি ইয়া রাহীমান বি ইবাদাতিল মুমিনীন।

অনুবাদঃ হে খোদা! আজকের দিনে আমাকে তোমার রহমত দিয়ে ঢেকে দাও। গুনাহ্ থেকে মুক্তিসহ আমাকে সাফল্য নছিব করো। অভিযোগের অন্ধকার থেকে আমার অন্তরকে পবিত্র করঃ হে ঈমানদার বান্দাদের প্রতি মেহেরবান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রমযানের ৩০তম দিবসের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِيْ فِيْهِ بِالشُّكْرِ وَالْقَبُوْلِ عَلٰى مَا تَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ الرَّسُوْلُ مُحْكَمَةً فُرُوْعُهَ بِالْاُصُوْلِ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ আল ছিয়ামী ফিহি বিশশুকরে ওয়ালকাবুলে আলা মা তারদাহু ওয়া ইয়ারদাহুর রাসূলু মুহকামাতান ফূরুউহু বিল উসূলি বিহাক্কি সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহীত তাহিরীন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

অনুবাদঃ হে খোদা! আজকের দিনে আমাকে এমনভাবে পুরুস্কৃত এবং গ্রহণ করো যাতে তোমার ও তোমার রাসূলের সন্তুষ্টি রয়েছে। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বংশধরগণের উসিলায় এ দিনের সকল শাখা আমলকে ইবাদতের মূলের সাথে সংযেগের মাধ্যমে শক্তিশালী করো। সমস্ত জগতের প্রতিপালকের জন্যই সকল প্রশংসা অবধারিত।

www.AmarIslam.com

সাহ্‌রী ও ইফতারের স্থায়ী সময়সূচী

মাস ও তারিখ	সাহরীর শেষ সময়	ইফতারের সময় শুরু	মাস ও তারিখ	সাহরীর শেষ সময়	ইফতারের সময় শুরু
জানুয়ারী	ঘন্টা	মিনিট	ফেব্রুয়ারী	ঘন্টা	মিনিট
১	৫-১৪	৫-৩০	১	৫-১৭	৫-৫২
৫	৫-১৫	৫-৩৩	৫	৫-১৫	৫-৫৪
১০	৫-১৬	৫-৩৬	১০	৫-১২	৫-৫৭
১৫	৫-১৭	৫-৩৮	১৫	৫-১০	৬ - ০
২০	৫-১৮	৫-৪৩	২০	৫-৮	৬ - ৩
২৫	৫-১৭	৫-৪৬	২৫	৫-৪	৬ - ৫
মার্চ	ঘন্টা	মিনিট	এপ্রিল	ঘন্টা	মিনিট
১	৪-৫৮	৬-৭	১	৪-৩০	৬-২১
৫	৪-৫৭	৬-১০	৫	৪-২৬	৬-২২
১০	৪-৫৩	৬-১২	১০	৪-২১	৬-২৪
১৫	৪-৪৮	৬-১৪	১৫	৪-১৫	৬-২৫
২০	৪-৪৩	৬-১৬	২০	৪-১১	৬-২৭
২৫	৪-৩৮	৬-২০	২৫	৪-৬	৬-২৯
মে	ঘন্টা	মিনিট	জুন	ঘন্টা	মিনিট
১	৪-১	৬-৩১	১	৩-৪২	৬-৪৫
৫	৩-৫৭	৬-৩৪	৫	৩-৪০	৬-৪৮
১০	৩-৫২	৬-৩৬	১০	৩-৪০	৬-৫০
১৫	৩-৫০	৬-৩৮	১৫	৩-৪১	৬-৫২
২০	৩-৪৬	৬-৪০	২০	৩-৪১	৬-৫৩
২৫	৩-৪৪	৬-৪৩	২৫	৩-৪১	৬-৫৪
জুলাই	ঘন্টা	মিনিট	আগস্ট	ঘন্টা	মিনিট
১	৩-৪৩	৬-৫৫	১	৪-১	৬-৪৭
৫	৩-৪৫	৬-৫৫	৫	৪-৩	৬-৪৫
১০	৩-৪৭	৬-৫৪	১০	৪-৬	৬-৪১
১৫	৩-৫১	৬-৫৪	১৫	৪-৯	৬-৩৮
২০	৩-৫৩	৬-৫৪	২০	৪-১১	৬-৩৪
২৫	৩-৫৬	৬-৫০	২৫	৪-১৫	৬-২৯
সেপ্টেম্বর	ঘন্টা	মিনিট	অক্টোবর	ঘন্টা	মিনিট
১	৪-১৮	৬-২৩	১	৪-৩০	৫-৫৩
৫	৪-২২	৬-২০	৫	৪-৩১	৫-৫০
১০	৪-২২	৬-১৪	১০	৪-৩৪	৫-৪৬
১৫	৪-২৩	৬-৯	১৫	৪-৩৪	৫-৩৯
২০	৪-২৬	৬-৫	২০	৪-৩৬	৫-৩৬
২৫	৪-২৭	৬-০	২৫	৪-৩৮	৫-৩২
নভেম্বর	ঘন্টা	মিনিট	ডিসেম্বর	ঘন্টা	মিনিট
১	৪-৪২	৫-৩০	১	৪-৫৮	৫-১৯
৫	৪-৪৪	৫-২৫	৫	৫-৩	৫-১৯
১০	৪-৪৬	৫-২৩	১০	৫-৩	৫-২১
১৫	৪-৪৯	৫-২১	১৫	৫-৬	৫-২২
২০	৪-৫২	৫-২০	২০	৫-৮	৫-২৪
২৫	৪-৫২	৫-১৯	২৫	৫-১১	৫-২৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১। মধ্যবর্তী তারিখগুলি এক আধ মিনিট কম বেশী করে নিতে হবে।

২। ঢাকার সময় হতে চট্টগ্রাম সাহরীতে ৩ মিনিট, ইফতারীতে ৬ মিনিট, বরিশাল ও পটুয়াখালীতে ইফতারীতে ২ মিনিট, নোয়াখালীতে সাহরীতে ২ মিনিট, ইফতারীতে ৫ মিনিট, মোমেনশাহী ও টাঙ্গাইলে সাহরীতে ১ মিনিট, কুমিল্লা ও ফেনীতে সাহরী ও ইফতারীতে ৪ মিনিট, চাঁদপুরে সাহরী ও ইফতারীতে ১ মিনিট, সিলেটে সাহরীতে ৫ মিনিট ও ইফতারীতে ৭ মিনিট বিয়োগ করবেন।

আর ঢাকার দেওয়া সময়ের সাথে খুলনায় সাহরীতে ৫ মিনিট, ইফতারীতে ২ মিনিট, বরিশাল ও পটুয়াখালীতে সাহরীতে ১ মিনিট, বগুড়া ও পাবনায় সাহরী ও ইফতারীতে ৩ মিনিট, রংপুরে সাহরীতে ২ মিনিট, ইফতারীতে ৪ মিনিট, ফরিদপুর, যশোর ও কুষ্টিয়ায় সাহরী ও ইফতারীতে ৭ মিনিট যোগ করবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পঞ্চম অধ্যায়

ঈদুল ফিত্‌র

ঈদুল ফিত্‌রের তাৎপর্য ও শিক্ষা

ঈদু অর্থ খুশী। যা বার বার ফিরে আসে। ঈমান আনার পর একজন মু'মিন নামাযের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে সম্পুর্ণভাবে সমর্থন করে সিজদার মাধ্যমে শরীরের সবটুকু গর্ভ বড়াই বিলীন করে। সাথে সাথে প্রমাণ করে তার শরীর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের জন্য সদাপ্রস্তুত। যাকাতের মাধ্যমে সে ঘোষণা দেয় এ মাল সম্পদ কিছুই তার নয় সবটুকুর মালিক আল্লাহ তা'আলা। সে শুধু সাময়িকভাবে আত্ম সমর্পণ হলেও তার অস্তিত্বে বিদ্যমান রিপু সমূহের তাড়নায় তার মধ্যে আমিত্ব, গর্ব বড়াই, কামভাব, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি বিরাজমান থাকে। মাহে রমযানের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে এ সব রিপুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে। তার গুনাহ্‌সমূহ নামায যাকাত ও রোযার মাধ্যমে ছাই করার পর তার পাশবিক শক্তি দমিত হয়ে মানবিক শক্তি অদম্য এক শক্তিতে পরিণত হয়। শবে কুদরের ইবাদত, ইতিকাফের আমেজ, ঈদের পূর্ব রাতের দোয়া কবুলের সুযোগে সে নিজেকে নিস্পাপ করে খাঁটি মানুষে পরিণত করতে সক্ষম হয়। মাহে রমযানে আল্লাহ তা'আলার মেহমান হিসেবে আল-কুরআনের শিক্ষা নিজের জীবনের সর্বত্র ধারণ করার যোগ্যতা অর্জন করে। কুরআনের শিক্ষা নিজের জীবনের সর্বত্র ধারণ করার যোগ্যতা অর্জন করে। কুরআনের সঙ্গে নিজেকে রঙ্গিন করে আল-কুরআনের সমাজগড়ে তোলার দ্বীপ্ত শপথ গ্রহণ করে। উপবাস থেকে গরীব দুঃখীদের দুঃখ কষ্ট অনুভব করে। ইফতারের মেহমানদারীতে নিজেকে মেজবান হিসেবে পেশ করে। সাদকাতুল ফিতরের মাধ্যমে সাদকা করার অভ্যাস গড়ে উঠে। যাকাতের নেসাব পরিমাণ হলেই প্রতিজন ব্যক্তি এমনকি ঐ দিনে জন্ম গ্রহণকারী শিশুর পক্ষ থেকেও সাদকা দেয়া হয়। গুনাহ্ মুক্ত অবস্থায় সকল রোযাদার ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ মহানন্দে ঈদের জামায়াতে হাজির হয়। ইসলামী ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সৌহাদ্য ও প্রেম ভালবাসার এক দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ঈদের ময়দানে। খোৎবার মাধ্যমে গোটা রমযানের শিক্ষা ও ভবিষ্যত জীবনে রোযাদারের করণীয় তুলে ধরা হয়। এক কথায় ঈদুল ফিতর এতই তাৎপর্যবহ যা একজন মু'মিনের জীবনকে পরিবর্তন করে দেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি শারীরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখেনি। আল্লাহ তা'আলার অলংঘনীয় ফরয তরক করতে সামান্যতম চিন্তাও করে নি। আল্লাহ তা'আলার হাজারো নেয়ামত ভোগ করে তার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবাদত বাদ দিয়ে ভোগ বিলাসে মত্ত থেকে নাফরমানীতে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা যে, সব কিছু জানেন, দেখেন, খবর রাখেন ঐ ঈমান তার ছিল না। যদি ঈমান থাকতো তাহলে প্রকাশ্যে তো দূরে থাক গোপনেও সে রোযা ভাঙ্গার মতো কবিরা গুনাহ্ করতে সাহস করত না। আজকে ঈদের দিন তার জন্য দুঃখের দিন, অনুতপ্ত হওয়ার দিন। সে এমন ব্যক্তি যে নিজের সাথে প্রতারণা করেছে, নফসের উপর জুলুম করেছে, নিজের গুনাহ্ ক্ষমা পেয়ে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের সুযোগ হেলায় হারিয়েছে এ জন্য তার ঈদের দিন হবে চরম দুর্দশা ও অসহায়ত্বের দিন।

لَيْسَ الْعِيْدُ مَنْ لَبِسَ الْجَدِيْدُ وَإِنَّمَا الْعِيْدُ مَنْ يَخَافُ الْوَعِيْدُ

নতুন পোশাক পরিধানকারীর জন্য ঈদ নয় বরং ঈদ হলো যে পরকালীন শাস্তিকে ভয় করেছে। বর্ণিত আছে হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমিরুল মু'মেনীন হওয়ার পর এক ঈদুল ফিতরের দিন সকাল বেলায় অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, "হে আমিরুল মু'মেনীন আজ ঈদের দিন আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, ঈদতো সে ব্যক্তির জন্য যার মাহে রমযানের রোযা ও এবাদত বন্দেগী আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। ঈদতো তাঁর জন্য যে গুনাহ্ মুক্ত হয়েছে। আমার আশংকা রয়েছে যদিও মাহে রমযানের রোযা পালন করেছি এবং যা কিছু ইবাদত করেছি তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে কি না। যদি কবুল হয়ে থাকে তাহলে শোকরিয়া আদায় করব, আর যদি কবুল না হয় তাহলে আমার মতো দুর্ভাগা আর কেউ নেই। এ ভয়ে আমি কাঁদছি, এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে যিনি রোযার হক আদায় করেছেন তারও কোন ফল হবে না যতক্ষণ না আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। ঈদের দিনে রোযাদার তার রমযানের ইবাদতের সমাপ্তি টেনে আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া আদায় করে। যে রোযা রাখেনি। দান সাদকা করেনি, তার ঈদ কিসের? তাই যারা শয়তানের কুমন্ত্রণায় রোযা ভেঙ্গেছে তাদের উচিত হবে এ আনন্দের দিনে খালেছভাবে তওবা করা এবং রোযা কাযা আদায় করার সংকল্প গ্রহণ করা।

ঈদের দিনের করণীয়

১. ঈদের নামাযের পূর্বেই সাদকাতুল ফিতর আদায় করা। যার উপর যাকাত ফরয অর্থাৎ প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়া সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা সমপরিমাণের অর্থ ঐ দিন জমা থাকলে সাদকাতুল ফিতর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

দেয়া ওয়াজিব। যে ব্যক্তির উপর সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব তার পরিবারের সকল সদস্য এমনকি ঐ দিনে যে শিশুটি ঈদের নামাযের পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেছে তারও সাদকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে।

২. ঈদের দিনে নতুন পোষক পরিধান করা সুন্নত।

৩. আতর বা সুগন্ধি লাগিয়ে ঈদের নামাযে যাওয়া মুস্তাহাব।

৪. ঈদুল ফিতরে যাওয়ার আগে কিছু মিষ্টি খাওয়া মুস্তাহাব।

৫. ঈদের জামায়াতে যাওয়ার সময় মনে মনে তাকবির পড়া সুন্নাত। তাকবীর নিম্নরূপ- اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

৬. ঈদের নামাযে যে রাস্তা দিয়ে যাবে ফেরার সময় ভিন্ন রাস্তা দিয়ে আসা সুন্নত।

৭. ঈদের দিনে হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, মনকষ্ট ভুলে গিয়ে পরস্পরের মুসাফাহা, মুয়ানাকা ও দোয়ার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ঈদের অন্যতম কাজ।

৮. ঈদের নামাযে আজান, ইকামত নেই। ছয় তাকবিরের সাথে দুই রাকাআত ঈদের নামায আদায় করতে হবে জামায়াতে সঙ্গে। এরপর খোৎবা শুনতে হবে। ঈদুল ফিতরের নামাযের নিয়ত নিম্নরূপঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَ الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণঃ নাইয়াতুআনু উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকাতাই ছালাতিল ঈদুল ফিতরে মায়া সিত্তাতি তাকবিরাতি ওয়াজিবুল্লাহি তা'আলা ইকতেদাইতু বিহাজাল ইমামে মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শরীফাতি আল্লাহ আকবর।

বাংলা নিয়তঃ ছয় তাকবিরের সাথে ঈদুল ফিতরের দুই রাকাআত ওয়াজিব নামায কেবলা মুখী হয়ে এই ইমামের পেছনে আদায় করছি আল্লাহ আকবর।

জানাযার নামাযে হাত বেধে রেখে তাকবির বলতে হয় কিন্তু ঈদের নামাযে তাকবিরের সময় হাত ছেড়ে দিতে হয়।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com